উদ্ভাবন

সংক্রান্ত সংকলন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বর্তমান সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সেবামুখী জনপ্রশাসন বিনির্মাণে বদ্ধপরিকর। সরকারি কর্মচারীদের অন্যতম কর্তব্য হল জনগনকে সেবা প্রদান করা। কাঙ্ক্ষিত মানের সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনপ্রত্যাশা পূরণ তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠা বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার।

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ও তথ্য প্রযুক্তির পূর্ণ বিকাশ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে উন্নীত করার লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য ২০২১ সালে 'Ease of Doing Business Index' এ বাংলাদেশের অবস্থান দুই ডিজিটে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে নানামুখী কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এবং ৮ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সকলের সম্মিলিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ অনুযায়ী 'আমার গ্রাম আমার শহর - প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ' সারাদেশে 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এ কাজের জন্য সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণের পাশাপাশি নাগরিকদের কম সময়ে, কম খরচে এবং দ্রুত দোরগোড়ায় সেবাসমূহ পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর/ সংস্থা-র (উদ্ভাবন/ সেবা সহজিকরণ সমূহ) যেন অন্যের নিকট অনুকরণীয় হয় সে লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে এই প্রথমবারের মতো (উদ্ভাবন/ সেবা সহজিকরণ) সংকলন প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সংকলন প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষে আমাদের প্রত্যাশা সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' তথা সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

০২/৬/২০২১.

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম

সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের মাধ্যমে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বদ্ধ পরিকর। জনসেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জনসন্তুষ্টি বিধান এবং নাগরিক সেবার প্রতিশ্রুতিস্বরূপ বর্তমান সরকার ২০০৯ সাল থেকে সরকারি অফিসসমূহে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter) প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-তে প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে সরকারি সেবা দান প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতা, দুর্নীতি, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং সর্বপ্রকার হয়রানির অবসান ঘটানো হবে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০-এর ১৬ (৬)-এ সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশের মাধ্যমে সরকারি সেবায় নাগরিক সন্তুষ্টির বিধৃত হয়েছে। এছাড়া সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪-তে নাগরিক বা সেবা গ্রহণকারীর সুবিধার্থে সেবা সহজিকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সেবা সহজিকরণের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাদের ভোগান্তি হ্রাস করার বিষয়টি অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১৫-তেও নির্দেশিত হয়েছে। জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজিকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সরকার প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে চীফ ইনোভেশন অফিসার এবং সংস্থা/জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ইনোভেশন অফিসারের নেতৃত্বে একটি করে ইনোভেশন টিম গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। উদ্ভাবন উদ্যোগ গ্রহণ ও উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং দক্ষতা উন্নয়নে ইনোভেশন টিমসমূহ ভূমিকা রাখছে।

প্রতি বছর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মন্ত্রণালয়/ বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা, জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি কাঠামো এবং মূল্যায়ন নির্দেশিকা প্রনয়ণ করে থাকে। ২০২০-২১ থেকে বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা এপিএ-এর সঙ্গে সমন্বিতভাবে প্রনয়ণ করা হচ্ছে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবন, সেবা সহজিকরণ এবং ডিজিটাইজেশন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে ই-সার্ভিস মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর/ সংস্থা-এর (উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ সমূহ) যেন শুধু নিজ প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে, অন্যের নিকট অনুকরণীয় হয় সে লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে এই প্রথমবারের মতো (উদ্ভাবন/সেবা সহজিকরণ) সংকলন প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সংকলন প্রকাশনার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

উন্নয়নের এই অগ্রযাত্রাকে আরো বেগবান করে জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণে সরকারি দপ্তরসমূহ উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবা সহজিকরণ প্রক্রিয়া অব্যহত রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

০৮/০৮/২০২১

মোঃ কামাল হোসেন

সূচিপত্র

ক্রমিক	উদ্ভাবনের নাম	পৃষ্ঠা
কৃষি মন্ত্রণালয়		
০১	কৃষকের জানালা-আপনার ফসলের সমস্যার সমাধান এখানেই	০১
খাদ্য মন্ত্রণালয়		
০২	প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে ধান ও গম সংগ্রহ।	০৫
০৩	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ভোক্তাদের খাদ্যশস্য প্রাপ্তি মনিটরিং	০৭
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় (গণপূর্ত অধিদপ্তর)		
০৪	বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও আবাসিক ভবনসমূহের দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত পি.ডব্লিউ.ডি অনলাইন কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	১০
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ		
০৫	ওয়ান স্টপ সার্ভিস সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট	১৪
০৬	ইনোভেশন প্রমোশন	১৭
তথ্য মন্ত্রণালয়		
০৭	তথ্য অধিকার আইনের উপর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন	২০
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়		
০৮	হজ্বের প্রাক-নিবন্ধন	২৩
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়)		
০৯	স্থলবন্দরসমূহে ভারতীয় গাড়িচালকদের Barcode সম্বলিত তাৎক্ষনিক Photo Capture সহ ডিজিটাল নিরাপত্তা পাশ প্রদান এবং আমদানিকারকদের নিকট তাৎক্ষনিক পণ্য বন্দরে প্রবেশের ও পণ্যের প্রকৃত ওজন সংক্রান্ত তথ্য Auto SMS এ প্রেরণ	২৫
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়		
১০	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক পল্লী জনপদ	৩১
পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি (পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়)		
১১	ভূমি নামজারী/বিবিধ মামলার নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য ।	৩৭
১২	KHDC Phonebook মোবাইল অ্যাপ	৩৯
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়		
১৩	লোগো ব্র্যান্ডিং	৪১
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়		
১৪	“আলোর ফেরিওয়ালা” (গ্রাহক অফিসে নয়, অফিসই গ্রাহকের বাড়ি)।	৪৩
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়		
১৫	অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম	৪৭

মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়		
১৬	ইউনিয়ন প্রাণিসম্পদ সেবাকেন্দ্র স্থাপন	৫১
১৭	ই-ভেট সার্ভিস	৫৮
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর)		
১৮	যুবঋণ বিতরণ সহজিকরণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	৬৩
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়		
১৯	পরিবেশগত ছাড়পত্র সংক্রান্ত সেবা অটোমেশন	৬৮
২০	ওয়েবভিত্তিক বনভূমি/কভারেজ	৭৩
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ		
২১	Prison link – Smart Communication System for Inmates & Relatives	৭৫
২২	আন্তর্জাতিক পোস্টাল সার্ভিস ফেডেক্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ মিশনসমূহে মুদ্রিত পাসপোর্ট প্রেরণ	৮১
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়		
২৩	ফেরা-ই প্লাটফর্ম অব মিসিং পিপল	৮৩
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়-বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড		
২৪	বাপাউবো কর্তৃক নির্মিত ওয়েববেজড অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল অ্যাপস্ “বাপাউবো যশোর বাতায়ন”	৮৮

মন্ত্রণালয়ের নাম: কৃষি মন্ত্রণালয়

১। উদ্ভাবনের শিরোনাম: কৃষকের জানালা-আপনার ফসলের সমস্যার সমাধান এখানেই

কীভাবে যাত্রা শুরু/পটভূমি:

ফসলের কি সমস্যা হয়েছে তা অনেক সময় কৃষক বুঝতে পারেন না, এমনকি কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীর কাছে ভালোভাবে বলতেও পারেন না, ফলে সমস্যা সঠিকভাবে সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। সমস্যা সঠিকভাবে সনাক্ত না হলে কৃষককে সমাধান প্রদান করাও কঠিন হয়ে পরে ফলে কৃষক দিশেহারা হয়ে যান, কৃষি অফিস ও কীটনাশকের দোকান সহ নানা স্থানে যাতায়াত, সমাধান পেতে পেতে ফসলের অনেক ক্ষতি হয়ে যায়, উৎপাদন খরচ বাড়ে এবং কৃষকের আর্থিক ক্ষতি হয়। এটুআই প্রোগ্রামের একটি কর্মশালায় জনাব মো: আব্দুল মালেক, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার (তৎকালীন), ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ এ সমস্যার একটি উদ্ভাবনী সমাধান চিন্তা করেন এবং ডিজিটাল সিস্টেম অফ প্লান্ট'স প্রবলেম আইডেনটিফিকেশন (ডিপিপিআইএস) নামে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন। শুরটা ছিল এরকম: মাঠে সচরাচর হয় এমন কিছু সমস্যার ছবি তুলে কম্পিউটারে রাখা হয় । এরপর কৃষক কোন সমস্যা নিয়ে আসলে তাদের সে ছবিগুলো দেখানো হয় । দেখা গেল এটি খুব ভাল কাজ করছে । কৃষক ছবি দেখে নিজেই তার ফসলের সমস্যাটি চিহ্নিত করতে পারছেন । এরপর ছবিগুলোর সাথে সমস্যার সমাধান যুক্ত করা হল । এবার এটি ফসলের সমস্যার সমাধান দেওয়ার ক্ষেত্রে কৃষক ও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মী উভয়ের জন্যই সহায়ক হল । কৃষকদের মতামত নেবার জন্য একাধিক জরিপ পরিচালনা করা হয় । এতে দেখা যায় যেসব কৃষক তখনও এ পদ্ধতিতে সেবা নেননি তাদের মধ্যে ৭৬% এবং যারা এ পদ্ধতিতে সেবা নিয়েছেন তাদের মধ্যে ১০০% কৃষক মনে করেন পদ্ধতিটি তাদের জন্য সহায়ক । বিশেষজ্ঞগণের কাছ থেকেও অসংখ্য মন্তব্য ও পরামর্শ আসে। পরামর্শ আসে ডিপিপিআইএস এর একটি বাংলা নাম দিয়ে তা কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করার । সে আলোকেই ডিপিপিআইএস এর নামকরণ করা হয় "কৃষকের জানালা"। এটুআই প্রোগ্রামের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের সহায়তায় প্রায় দুই বছর ধরে সারাদেশ থেকে বিভিন্ন ফসলের নানা সমস্যার ছবি তোলা হয় এবং সমস্যাগুলো প্রাথমিকভাবে সনাক্ত করার পর তা ডাটাবেজে যুক্ত করা হয়। প্রায় ৮০,০০০ ছবি থেকে বাছাই করে ১২০ টি ফসলের ১০০০ এর বেশি সমস্যার ছবি সমাধানসহ পর্যায়ক্রমে যুক্ত করে কৃষকের জানালা তৈরি করা হয়, বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা প্রমিত করা হয় এবং তা কৃষক ও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের জন্য অনলাইন ও অফলাইনে সহজলভ্য করা হয়। কাজটি করতে গিয়ে বেশকিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল এতো এতো ফসলের এতো এতো সমস্যার ছবি সংগ্রহ করা। কারণ ইন্টারনেটে প্রাপ্ত ছবি কৃষকের মাঝে দ্বিধা তৈরি করতে পারে বলে পুরোপুরিই এদেশের জলবায়ুতে ফসলের সমস্যার যে চিত্র হয় তা ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়। কোন ফসল যেখানে চাষ হয় সেখানে উপযুক্ত সময়ে গিয়ে ছবিটি তোলা ছিল আরেকটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। শুরুতে আরেকটি চ্যালেঞ্জ ছিল নতুন একটি পদ্ধতিতে কৃষকদের সেবা প্রদানের এ বিষয়টি কৃষি সম্প্রসারণ সেবা গ্রহণ ও প্রদানের সাথে জড়িতদের মাঝে গ্রহণযোগ্য করা এবং এর কার্যকারিতা প্রমাণ করা। তবে সবগুলো চ্যালেঞ্জই এটুআই, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়, টেকনিক্যাল এক্সপার্ট কমিটি ও সহকর্মীগণের সহায়তায় সফলভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। এ ক্ষেত্রে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সামনে বার বার উপস্থাপন ও মতামত গ্রহণ, সেবা গ্রহিতাদের (কৃষকদের) চাহিদা বুঝে সে অনুযায়ী প্রতিনিয়ত সংশোধন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত নিয়ে কাজ করা ও সার্বক্ষণিক লেগে থাকার বিষয়গুলো ভাল কাজ করেছে। বর্তমানে 'কৃষকের জানালা'র এ্যাপ প্লে-স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে। 'কৃষকের জানালা' এ্যাপের প্রথম ভার্সনের ডাউনলোড সংখ্যা ৫০,০০০ এর বেশি।

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছে:

কৃষকের জানালা ব্যবহার করে সেবা গ্রহিতা ও সেবা প্রদানকারী উভয়েই উপকৃত হচ্ছেন। সেবা গ্রহিতা দ্রুত ও সঠিক সেবা পাচ্ছেন আর সেবা প্রদানকারী কৃষকের জানালা ব্যবহার করে যে কোন সমস্যার খুব সহজেই দ্রুত ও নির্ভুল সমাধান দিতে পারছেন। কৃষকের জানালা ব্যবহার করলে সেবা গ্রহিতা ও সেবা প্রদানকারীর মধ্যকার সম্ভাব্য কমুনিকেশন নয়েজ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা যায়। এটি ব্যবহার করে একজন অগ্রসর কৃষক নিজেও তার ফসলের সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

উদ্ভাবনের ফলাফল:

সেবা পেতে / দিতে ৮১.০০% পর্যন্ত সময় সাশ্রয় হয়েছে

সেবা পেতে/দিতে ৮৭.০০% পর্যন্ত খরচ সাশ্রয় হয়েছে

সেবা পেতে/দিতে ৪০.০০% পর্যন্ত যাতায়াত সাশ্রয় হয়েছে (সূত্র-আউটকাম স্টাডি রিপোর্ট ২০১৮, এটুআই)

অন্যান্য সুবিধা:

কৃষক বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রমিত সঠিক পরামর্শ সেবা পাচ্ছেন

কৃষকের দোরগোড়ায় সেবা: ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, ফিয়াক ও এআইসিসির মাধ্যমে বাড়ীর কাছেই কৃষক সেবা পাচ্ছেন

কৃষকের হাতের মুঠোয় সেবা: অনেক অগ্রসর কৃষক মোবাইলে কৃষকের জানালা এ্যাপ ব্যবহার করে তাৎক্ষণিক সেবা পাচ্ছেন

বৈশিষ্ট্য:

১. ব্যবহার করা সহজ ও ব্যবহারকারী বান্ধব।

২. এটি কৃষক বান্ধব: কৃষকের জানালায় ব্যবহৃত প্রতিটি ছবি মাঠ থেকে তোলা এবং কৃষক মাঠে সমস্যাটি ঠিক যেমন দেখতে পান ঠিক সেরকম ছবিই ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. এটি পরিবেশ বান্ধব: এতে বালাই ব্যবস্থাপনায় পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিগুলোকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং কৃষকের আচরণগত পরিবর্তন যোগাযোগ (এফবিসিসি) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; যা কৃষকদের মধ্যে এমন কিছু আচরণগত পরিবর্তন আনবে যার ফলে পরবর্তী সময়ে একই সমস্যার পূনরাবৃত্তি কমে আসবে এবং রাসায়নিক বালাই নাশকের ব্যবহারও কমে আসবে। একইসাথে এতে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে যা এলোপাথারি রাসায়নিক বালাই নাশকের ব্যবহার কমিয়ে আনবে ।

৪. অংশগ্রহণমূলক: কৃষকের জানালায় ছবি দেখে কৃষক নিজেই তার সমস্যাটি চিহ্নিত করছেন ফলে তিনি সমাধান পাওয়ার সাথে সাথে বিষয়টি নিজেও শিখছেন।

৫. ডিভাইস রেসপনসিভ: কৃষকের জানালা যেকোন কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাব ও স্মার্টফোন বা এন্ড্রোয়েড মোবাইলে ব্যবহার করা যায় ।

৬. প্রমিত কৃষি সম্প্রসারণ টুল: কৃষকের জানালাকে দেশের কৃষি গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি শিক্ষার সাথে জড়িত বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের টেকনিক্যাল এক্সপার্ট কমিটি কর্তৃক প্রমিত (standerdized) করা হয়েছে।

কত ব্যক্তির জীবনমানে পরিবর্তন আনলো:

কৃষকদের ফসলের সমস্যা ও সমাধান সংক্রান্ত মোবাইল অ্যাপ ‘কৃষকের জানালা’ ৫০,০০০+ ডাউনলোডের মাইলফলক অতিক্রম করেছে। এর রিভিউ সংখ্যা ৭০০+ (৪.৬)। ‘কৃষকের জানালা’র সাইজ বেশ বড় (৮৭ মেগাবাইট) হওয়া সত্বেও ৫০,০০০+ ডাউনলোডের ঘটনা অনুপ্রেরণাদায়ক।

মোট ব্যবহারকারী ৫ লাখ+ (অ্যাপ, ওয়েবসাইট-অনলাইন ও অফলাইন সহ)

কোন ভোগান্তি ছাড়াই কৃষকের জানালা অ্যাপ ব্যবহার করে কৃষক সেবা পাচ্ছেন।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি:

জনাব মোঃ কামরুজ্জামান, কৃষক, সুনামগঞ্জ: “আমি নিয়মিত কৃষকের জানালা ব্যবহার করি এবং নিজেই সমস্যা সনাক্ত করে সমাধান করতে পারি। আমি কোন নতুন ফসল চাষ করার আগেও কৃষকের জানালায় দেখে নেই এ ফসলের কি কি রোগ- পোকা হয়। যাতে আগে থেকে সতর্ক থাকতে পারি।”

জনাব মোঃ ছাকন মিয়া, কৃষক বালাগঞ্জ, সিলেট: “যখনই আমার কোন ফসলের সমস্যা হয় আমি তখন কৃষকের জানালা ব্যবহার করি এবং নিজেই সমস্যা সনাক্ত করে সমাধান করতে পারি।”

A Google User- “অনেক গুলো কৃষি বিষয়ক app ডাউনলোড করলাম। এই app টাই সবচেয়ে best লাগলো। এক কথায় অসাধারণ app. একদম মনের মত। সবগুলো কৃষি app ডিলিট করে শুধু এটাই রেখে দিলাম। ধন্যবাদ app কর্মকর্তাদের।”

সূত্র: “কৃষকের জানালা”- অ্যাপের ইউজার রিভিউ থেকে নেয়া।

টিভিসি/ গ্রাফ/ ইনফোগ্রাফিকস্/ ছবি/ ভিডিও

ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সেবা ও এ্যাপ ব্যবহার করে প্রদত্ত সেবার তুলনা (সূত্র-আউটকাম স্টাডি রিপোর্ট ২০১৮, এটুআই)

	সময় (মিনিট)	খরচ (টাকা)	যাতায়াত (বার)
ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সেবা	৬৬	২৪৮	৫
এ্যাপ ব্যবহার করে প্রদত্ত সেবা	১২	৩২	৩
কমেছে	৫৪ (৮১%)	২১৬ (৮৭%)	২ (৪০%)

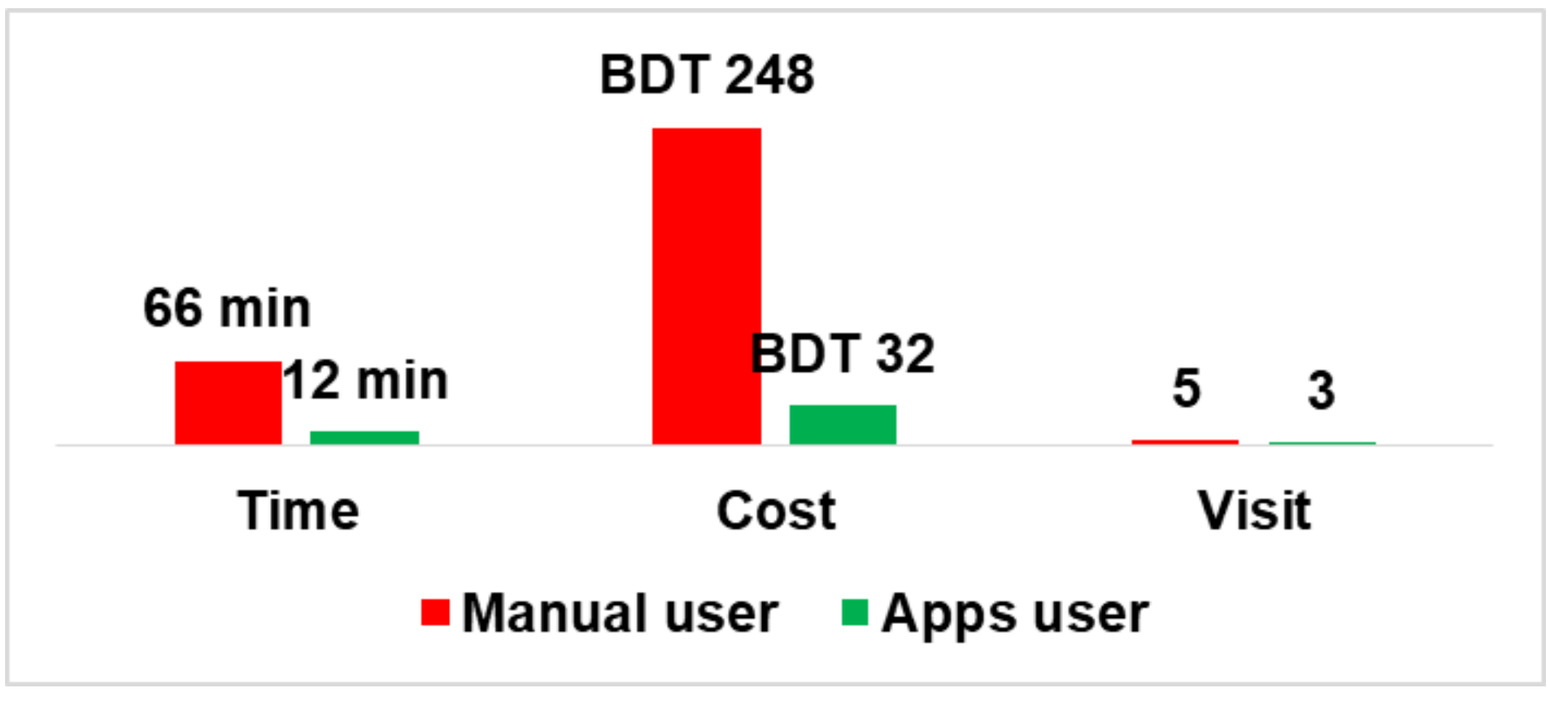

ডাটাবেজ লিংক-

http://www.infokosh.gov.bd/krishokerjanala/home.html

মোবাইল অ্যাপস লিংক-

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dhdel.codex.krishokerjanala

ভিডিও লিংক: .

1. https://www.youtube.com/watch?v=kwXmMlHfNeg&t=5s
2. https://www.youtube.com/watch?v=EZ0-UHiZ5p0&t=94s
3. https://www.youtube.com/watch?v=pDkEsy7PdSQ
4. https://www.youtube.com/watch?v=z8eUkJIS06U
5 .https://www.youtube.com/watch?v=LZj95FburUg&t=2s
6. https://www.youtube.com/watch?v=xWtoXwEWETE&t=4s

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম:

সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	ছবি
মোঃ আব্দুল মালেক উপজেলা কৃষি অফিসার (এলআর) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (বর্তমানে পিএচইচডি অধ্যয়ণরত) মোবাইল: ০১৭১৬৯২৪৩৪৪ ইমেইল: malekdae@gmail.com	

মন্ত্রণালয়ের নাম: খাদ্য মন্ত্রণালয়

২। উদ্ভাবনের শিরোনাম: প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে ধান ও গম সংগ্রহ

প্রকল্পটি গ্রহণের প্রেক্ষাপটঃ

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এ দেশের মানুষের প্রধান ফসল ধান ও গম। কৃষকরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে ধান ও গম উৎপাদন করে থাকে। কৃষকদের উৎপাদিত খাদ্যশস্য শুধু আমাদের দেশের মানুষের চাহিদা মেটায় না; পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। কিন্তু স্থানীয় প্রভাবশালী ও মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্মে প্রকৃত কৃষক উৎপাদিত ধান/গম সরকারের নিকট বিক্রয় করতে পারেনা এবং ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। যে সব কৃষকদের উৎপাদিত খাদ্যশস্য আমরা প্রতিদিন ভক্ষণ করে থাকি, তারাই যদি অবহেলিত থাকে, উৎপাদিত খাদ্যশস্যে ন্যায্যমূল্য না পায়; তবে সেটি হবে আমাদের দেশের উন্নয়নের একটি বড় অন্তরায়। কলাপাড়া উপজেলাটি দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত। এখানকার উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণের পর সংগ্রহ মৌসুমে ধান সংগ্রহের সময় প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে ধান ও গম সংগ্রহ আইডিয়াটি বাস্তবায়নের ধারণা গ্রহণ করা হয়।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, বরিশাল আয়োজিত ০২/০৬/২০১৪ হতে ০৭/০৬/২০১৪ খ্রি: তারিখে বরিশাল সার্কিট হাউজে Workshop on Innovation in Public Service- এ অংশগ্রহণ করি । Workshop- এ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অর্থাৎ বরিশাল বিভাগে কিভাবে সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহ কার্যক্রম জোরদার করা যায় এবং প্রকৃত কৃষকের নিকট থেকে ধান সংগ্রহের বিষয় একটি মডেল উপস্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ২১/১২/২০১৪ খ্রি: হতে ২৪/১২/২০১৪ খ্রি: পর্যন্ত সাভারস্থ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে Workshop on Innovation Project Design- এ অংশগ্রহণ করি । ২৪/১২/২০১৪ খ্রি: তারিখ সকাল ১০ ঘটিকায় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের Innovation Team এর সম্মুখে প্রকৃত কৃষকদের নিকট থেকে ধান ও গম সংগ্রহ বিষয়ক একটি পাইলট প্রকল্প উপস্থাপন করি। ৩০/০৯/২০১৫ খ্রি: তারিখ পুনরায় বরিশাল বিভাগীয় ইনোভেশন সার্কেলে মাননীয় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, পরিকল্পনা সচিবসহ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থাপন করি। এরই ধারাবাহিকতায় ২৫/১০/২০১৫ খ্রি: তারিখ মাননীয় মূখ্য সচিব মহোদয়ের সঞ্চালনায় ধানের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ বিষয়ক সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। কৃষকদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণে এই সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপ বিরাট ভূমিকা পালন করে।

বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াঃ

পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার টিয়াখালী, নীলগঞ্জ, ধানখালী, মহিপুর, চম্পাপুর ও লতাচাপলী ইউনিয়নের ৫১ জন প্রকৃত কৃষকের নিকট থেকে ধান রোপনের সময় প্রকৃত কৃষকের জাতীয় পরিচয়পত্র নং, মোবাইল নম্বর এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টসহ ডাটাবেজ তৈরি করে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ও উপজেলা ওয়েব পোর্টালে ডাটাবেজ প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করা হয়। ডাটাবেজভূক্ত প্রকৃত কৃষক থেকে ধান সংগ্রহ পূর্বক ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করা হয়।

এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছেঃ

কৃষকগণ তাদের সময় অপচয়, কাজে বিঘ্ন ঘটা ও যাতায়াত খরচ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্যমূল্য পেয়ে উচ্ছ্বসিত ও তাদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৮/২০১৫ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত আগস্ট/২০১৫ মাসের মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থাপিত পাইলট প্রকল্পটি সারা দেশে Replicate করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত এই প্রকল্পের আলোকে সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা'র ০৫/০৫/২০১৬ খ্রি: তারিখের ৭১০ নং স্মারকে সংগ্রহ নীতিমালা সংশোধিত হয় এবং ২০১৭ সালের নীতিমালায় ধানের উৎপাদন বিবেচনা করে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও ডাটাবেজকৃত কৃষকদের নিকট হতে ধান/গম সংগ্রহ পূর্বক তাদের ব্যাংক একাউন্টে মূল্য পরিশোধের বিষয়টি সংযোজিত হয়। এই প্রকল্পের ফলাফলের ভিত্তিতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় প্রকৃত কৃষকের নিকট হতে ধান সংগ্রহের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাইয়ের সুবিধা রেখে ই-সার্ভিস প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ছবিঃ

বাস্তবায়নকারীর নাম, পদবি, কর্মস্থল ও ফোন নং: মোঃ মনিরুল হক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী অতিরিক্ত দায়িত্বে- কলাপাড়া, পটুয়াখালী (বর্তমানে- বগুড়া সদর, বগুড়া)। মোবাইল নম্বর: ০১৭৪০৬১০০০৯, টেলিফোন: ০৫১-৬৫১১৭।

ছবিঃ পটুয়াখালী জেলার শ্রেষ্ঠ ইনোভেশন কর্মকর্তা হিসেবে পুরস্কার গ্রহণ।

মন্ত্রণালয়ের নাম: খাদ্য মন্ত্রণালয়

৩। উদ্ভাবনের শিরোনাম: খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ভোক্তাদের খাদ্যশস্য প্রাপ্তি মনিটরিং

কীভাবে যাত্রা শুরু/ পটভূমি:

দেশের হতদরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় দেশের ৫০ লাখ হতদরিদ্র পরিবার প্রতি বছরের কর্মাভাবকালীন ০৫ মাস (মার্চ-এপ্রিল, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) ১০ টাকা কেজি দরে পরিবার প্রতি মাসে ৩০ কেজি করে চাল সরবরাহ করা হয়। এ কর্মসূচি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি ব্র্যান্ডিং কর্মসূচি। গত সেপ্টেম্বর/১৮ মাসে সরাইল উপজেলায় এ কর্মসূচিতে ডিলার কর্তৃক ভোক্তাদের মাঝে চাল বিতরণ কার্যক্রম পরিদর্শন করতে যাই। ভোক্তাগণ ডিলারের দোকানের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে চাল নিচ্ছেন দেখা গেলো। সঠিকভাবে চাল পাচ্ছেন কিনা কয়েকজন ভোক্তার কাছে জানতে চাওয়া হয়।

২-৩ জন ভোক্তা সঠিকভাবে চাল পাচ্ছেন বলে জানালেও ডিলারের সামনে এ বিষয়ে কথা বলতে অধিকাংশ ভোক্তার মাঝে অস্বস্তি লক্ষ্য করা গেলো। বুঝা গেলো ডিলার স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ায় চাল ওজনে কম দেওয়া/নির্ধারিত সময় দোকান খোলা না থাকা/অন্য কোন অসুবিধা থাকলেও ভোক্তা ভয়ে কিছু বলছেন না। পাছে তার নামটি তালিকা হতে বাদ পড়ে যায়। সরকারি কোন বিভাগ/অফিস হতে এ সেবা দেয়া হচ্ছে এবং সেবা প্রাপ্তিতে কোন অসুবিধা হলে কোন অফিসে যোগাযোগ করতে হবে এ বিষয়ে ভোক্তাদের কোন ধারণা নেই। ডিলারের দোকানের সামনে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের নম্বর না থাকায় ভোক্তা চাল প্রাপ্তিতে কোন অসুবিধার (সঠিক ওজন, নির্ধারিত মূল্য, চালের মান) সম্মুখীন হলে তাৎক্ষণিক কর্তৃপক্ষকে জানানোর সুযোগ পাচ্ছেন না। দাপ্তরিক ব্যস্ততার কারণে ট্যাগ অফিসার/তদারকি কর্মকর্তা সার্বক্ষণিক ডিলারের দোকানে উপস্থিত থাকতে পারেন না। স্থানীয় জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে চাল বিক্রির তারিখ ও সময় জানানো হয়, ফলে অনেক ভোক্তা তথ্য পান না। ডাটাবেজ-এ ভোক্তার মোবাইল নম্বর না থাকায় তাৎক্ষনিক/যে কোন সময় ভোক্তার খাদ্যশস্য প্রাপ্তির বিষয়টি যাচাই করা যায় না।

সমস্যা সমাধানের জন্য উপজেলা ও জেলা কর্মকর্তার মোবাইল নম্বর সম্বলিত ফেস্টুন তৈরি করে সকল ডিলারের দোকানে টানিয়ে দেয়া হলো। ডিলারের মাধ্যমে ভোক্তাদের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে বিদ্যমান ডাটাবেজ-এ অর্ন্তভুক্ত করা হলো। মাস শেষে অফিস হতে দৈবচয়ন ভিত্তিতে ১-২% ভোক্তাকে ফোন করা হলো। মাসের শুরুতে ভোক্তাকে বাল্ক এসএমএস পাঠানো হলো। সরাইল উপজেলায় উদ্যোগটির মাধ্যমে ডিলারদের চাল বিতরণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পার্শ্ববর্তী নাসিরনগর উপজেলাতেও উদ্যোগটির বাস্তবায়ন শুরু করা হলো।

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কি কি কল্যাণ বয়ে এনেছে:

উপজেলা ও জেলা কর্মকর্তার মোবাইল নম্বর সম্বলিত ফেস্টুন প্রত্যেক ডিলারের দোকানে টানিয়ে দেয়ার পর ভোক্তাগণ সহজে ও নির্ভয়ে তাদের সমস্যা অফিসকে জানাতে শুরু করলেন। উপজেলা অফিসার/অধীনস্থ কর্মচারীর মাধ্যমে সরেজমিন অভিযোগ যাচাই করে সমস্যা সমাধান করে দেয়া হলো। ডাটাবেজ হতে মোবাইল নম্বর নিয়ে দৈবচয়ন ভিত্তিতে ১-২% ভোক্তাকে ফোন করে সঠিকভাবে চাল পাওয়ার বিষয়টি যাচাই করা হলো। বাল্ক এসএমএসের মাধ্যমে ভোক্তাদেরকে চাল বিক্রি শুরুর তারিখ ও সময়

জানিয়ে দেয়া হলো। ভোক্তাদের মাঝে চাল বিতরণের বিষয়ে ডিলারদের মানসিকতার পরিবর্তন হলো এবং চাল বিতরণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেলো। পাইলটভুক্ত ০২টি উপজেলার ১৮,৮৪২টি হতদরিদ্র পরিবার ডিলারের কাছ থেকে সঠিকভাবে চাল পাচ্ছেন এবং সরকারি সেবায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এ উদ্যোগের ফলে ভিশন-২০২১ এ উল্লিখিত সরকার কর্তৃক সুলভমূল্যে (১০ টাকা কেজি) হতদরিদ্র মানুষকে চাল সরবরাহের অঙ্গীকার সফলভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে।

উদ্যোগ বাস্তবায়নের পর ভোক্তাদের অভিযোগ দাখিলের জন্য সময় ও অর্থ ব্যয় করে দূর-দূরান্ত হতে অফিসে আসতে হচ্ছে না। যেকোন সময় মোবাইলে ফোন করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নিকট তার সমস্যা/অসুবিধার বিষয়টি জানাতে পারছেন এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমস্যার সমাধান পাচ্ছেন। উদ্যোগের ফলে অভিযোগ দাখিলের জন্য সেবা গ্রহিতার সময় লাগছে ৩-৪ মিনিট, পূর্বে যেখানে সময় লাগত ২-৩ ঘন্টা। পূর্বে যাতায়াতের খরচ ছিল ১০০-১৫০ টাকা, বর্তমানে সেখানে খরচ হচ্ছে ৫-৬ টাকা। পূর্বে ১-২ বার অফিস ভিজিট করতে হতো, এখন অফিস ভিজিটের প্রয়োজন হচ্ছে না।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/ অনুভূতি:

উদ্যোগের বিষয়ে উপকারভোগীগণ বলেন, ডিলারের দোকানের সামনে টানানো ফেস্টুনে কর্মকর্তাদের মোবাইল নম্বর থাকায় আমরা খুব সহজে আমাদের সমস্যা/অভিযোগ অফিসকে জানাতে পারছি এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে অভিযোগের সমাধান পাচ্ছি। এখন টাকা ও সময় ব্যয় করে অফিসে গিয়ে অভিযোগ দাখিলের প্রয়োজন পড়েনা। আগে ডিলারের সামনে তদারকি কর্মকর্তার কাছে চাল প্রাপ্তি সংক্রান্ত অভিযোগ দেয়ার ব্যাপারে আমাদের মাঝে অনীহা কাজ করতো। বর্তমানে আমরা নির্ভয়ে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের সমস্যা/অভিযোগ অফিসকে জানাতে পারছি। পূর্বে ইউপি মেম্বার/ডিলারের সাথে যোগাযোগ করে খাদ্যশস্য বিতরণ শুরুর তারিখ জানতে হতো। এখন অফিস হতে এসএমএসের মাধ্যমে বিতরণের তারিখ মাসের শুরুতেই জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে প্রত্যেক মাস শেষে অফিস হতে ফোন করে সঠিকভাবে চাল প্রাপ্তির বিষয়টি যাচাই করা হচ্ছে। এ উদ্যোগের ফলে ডিলারদের মধ্যে অনিয়মের প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে, তারা সরকার নির্ধারিত সময় পর্যন্ত দোকান খোলা রাখছেন এবং আমাদেরকে সঠিকভাবে চাল সরবরাহ করছেন।

ছবি: আইডিয়া বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের চিত্র

ছবি: ডিলারের দোকানে টানানোর জন্য ফেস্টুন

ছবি: ডিলারের দোকানে টানানো ফেস্টুন

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিমঃ

১. সুবীর নাথ চৌধুরী, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

২. কাউসার সজীব, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৩. মোঃ আবু কাউছার, সংরক্ষণ ও চলাচল কর্মকর্তা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর এলএসডি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৪. মোঃ শামীম আহমেদ, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৫. মোঃ মাসুক মিয়া, ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

ছবি: আইডিয়া বাস্তবায়ন টিম

মন্ত্রণালয়ের নাম: গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় (গণপূর্ত অধিদপ্তর)

৪। উদ্ভাবনের শিরোনাম: বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও আবাসিক ভবনসমূহের দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত পি.ডব্লিউ.ডি অনলাইন কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

কীভাবে যাত্রা শুরু/ পটভূমি

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত গণপূর্ত অধিদপ্তর বাংলাদেশে পূর্ত নির্মাণ অঙ্গনের পথিকৃত। বিগত প্রায় দুই শত বছর ধরে গণপূর্ত অধিদপ্তর দেশব্যাপী বিভিন্ন সরকারি অফিস ও প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি আবাসিক ভবন সমূহ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজ করছে। বর্তমানে সমগ্র দেশ ব্যাপী গণপূর্ত অধিদপ্তরের আওতাধীন সরকারি অফিস ভবন ও আবাসিক ভবনের সংখ্যা পঁচিশ হাজারের অধিক। অফিস ভবন ব্যবহারকারী এবং আবাসিক ভবনে বসবাসকারীর সংখ্যা লক্ষাধিক। বছরব্যাপী অন্তত পক্ষে বিশ হাজারের বেশী সংখ্যক দৈনন্দিন মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ কাজের আবেদন পাওয়া যায়। এসকল আবেদনপত্র দাখিলে ভবনে বসবাসকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মূল্যবান সরকারি দাপ্তরিক সময় ব্যয়, শ্রম, বিভিন্ন দাপ্তরিক প্রক্রিয়া অনুসরণ ও সংশ্লিষ্ট গণপূর্ত অফিসে স্বশরীরে আসতে হয়। পাশাপাশি সঠিক আবেদনের প্রক্রিয়া, ঠিকানা ও পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা না থাকায় আবেদন সংক্রান্ত জটিলতায় আক্রান্ত হন। যার ফলে ভবনে বসবাসকারীগণ বিলম্ব ও হয়রানীর শিকার হন। বিধায়, যেকোন স্থান থেকে যেকোন সময়ে, অনলাইনে ও স্বল্পতম সময়ে সঠিক ভাবে আবেদন করার সুযোগের প্রয়োজনীয়তা ও জনগণের দোরগোড়ায় সেবা প্রদানকরণ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক অনুধাবিত হয়। যা ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মানেও অগ্রনী ভুমিকা রাখবে।

বিদ্যমান সমস্যা / চ্যালেঞ্জসমূহ:

১। প্রচলিত আবেদনপত্রে সমস্যার বিবরণ ক্ষেত্রবিশেষে সুনির্দিষ্ট নয়।

২। আবেদনের প্রক্রিয়া, ঠিকানা ও পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা না থাকা।

৩। আবেদন করণে বসবাসকরী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সরকারী মূল্যবান দাপ্তরিক সময় ব্যয়।

৪। আবেদনপত্র জমা প্রদানে অফিস ভিজিট (visit) ও ব্যয় বৃদ্ধি।

৫। সেবার ধাপ বেশী, সমস্যা সমাধানে দীর্ঘসূত্রিতা ও প্রত্যায়ন পত্র জটিলতা।

৬। আবেদনের গৃহিত কপি দেবার মত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেই ও ক্ষেত্রবিশেষে আবেদনপত্র হারিয়ে যায়।

অনুপ্রেরণার উৎস: প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর।

কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল:

একটি অনলাইন ভিত্তিক ইউজার ইন্টারফেস তৈরী করা হয় (http://cms-new.pwd.gov.bd)। যেখানে কোন বসবাসকারী তার ভবন ও ফ্লাট সিলেক্ট করে সংশ্লিষ্ট সমস্যার বিবরণ লিখতে পারবেন ও তা সাবমিট করলে সরাসরি সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীর নিকট মোবাইল এস.এম.এস আকারে অভিযোগটি প্রেরিত হয়ে যাবে এবং আবেদনকারীও নোটিফিকেশন এস.এম.এস পান।

আবেদনটি অনলাইনে প্রাপ্তির সাথে সাথেই তা ডাটাবেইজে লিপিবদ্ধ হয়ে যাবে ও এর প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহিত ব্যবস্থার আপডেট যথা সময়ে উদ্ধতন কর্মকর্তার কাছেও প্রেরিত হয়।

আবেদনকারী ফিরতি এস.এম.এস/ অনলাইন ট্রাকিং এর মাধ্যমে আবেদনের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হবেন ও কাজ সম্পন্ন হলে প্রত্যয়ন দেন । অনলাইন ইন্টারফেস এর প্রশাসনিক ব্যবহার প্রান্ত থেকে আবেদনসংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সমূহ সার্ভার ডাটাবেইজে বা প্রিন্ট করে সংরক্ষণ করা সম্ভব। আবেদনকারীর আবেদন সংক্রান্ত সকল তথ্য ডাটাবেইজে সংরক্ষিত থাকায়, একই সমস্যার বিষয়ে পুনরাবৃত্তি ঘটলে তা সহজে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে এর যথাযথ প্রতিকার করাও সম্ভব হয়। এভাবে মূল্যবান সরকারি দাপ্তরিক সময় ব্যয়, অর্থ ও শ্রম ব্যয়, বিভিন্ন দাপ্তরিক প্রক্রিয়া ও ক্ষেত্রবিশেষে সংশ্লিষ্ট গণপূর্ত অফিসে স্বশরীরে উপস্থিত হওয়া, সঠিক আবেদনের প্রক্রিয়া, ঠিকানা এবং সম্পৃক্ত জনবল, স্টাফের উপর নির্ভরশীলতা ও কাজের ধাপ কমানো সম্ভব হয়।

বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিল:

আইডিয়াটি বাস্তবায়নে অর্থায়নকল্পে একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের আইডিয়া ব্যাংক – সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড হতে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়। সফটওয়্যার ও মোবাইল অ্যাপ্স তৈরীর কারিগরি নির্দেশনাও একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম হতে গ্রহন করা হয়। গণপূর্ত অধিপ্তরের বিদ্যমান সার্ভার, ডাটা স্টোরেজ, ওয়েবসাইট হোস্টিং ও ডোমেইন ব্যবহার করা হয়। অধিপ্তরের কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত করা করা হয়।

টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণ:

বেইজ লাইন সার্ভে করে সরেজমিনে সেবা প্রত্যাশীদের চাহিদা/মতামতের ভিত্তিতে সফটওয়্যার ও মোবাইল অ্যাপটি ডিজাইন করা হয়েছে। একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম কর্তৃক বাস্তবায়ন পরীবিক্ষণ অব্যাহত আছে।সেবা প্রত্যাশী / সুবিধাভোগীদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। সফটওয়্যারটি (অনলাইন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন), বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এ হোস্টিং এর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

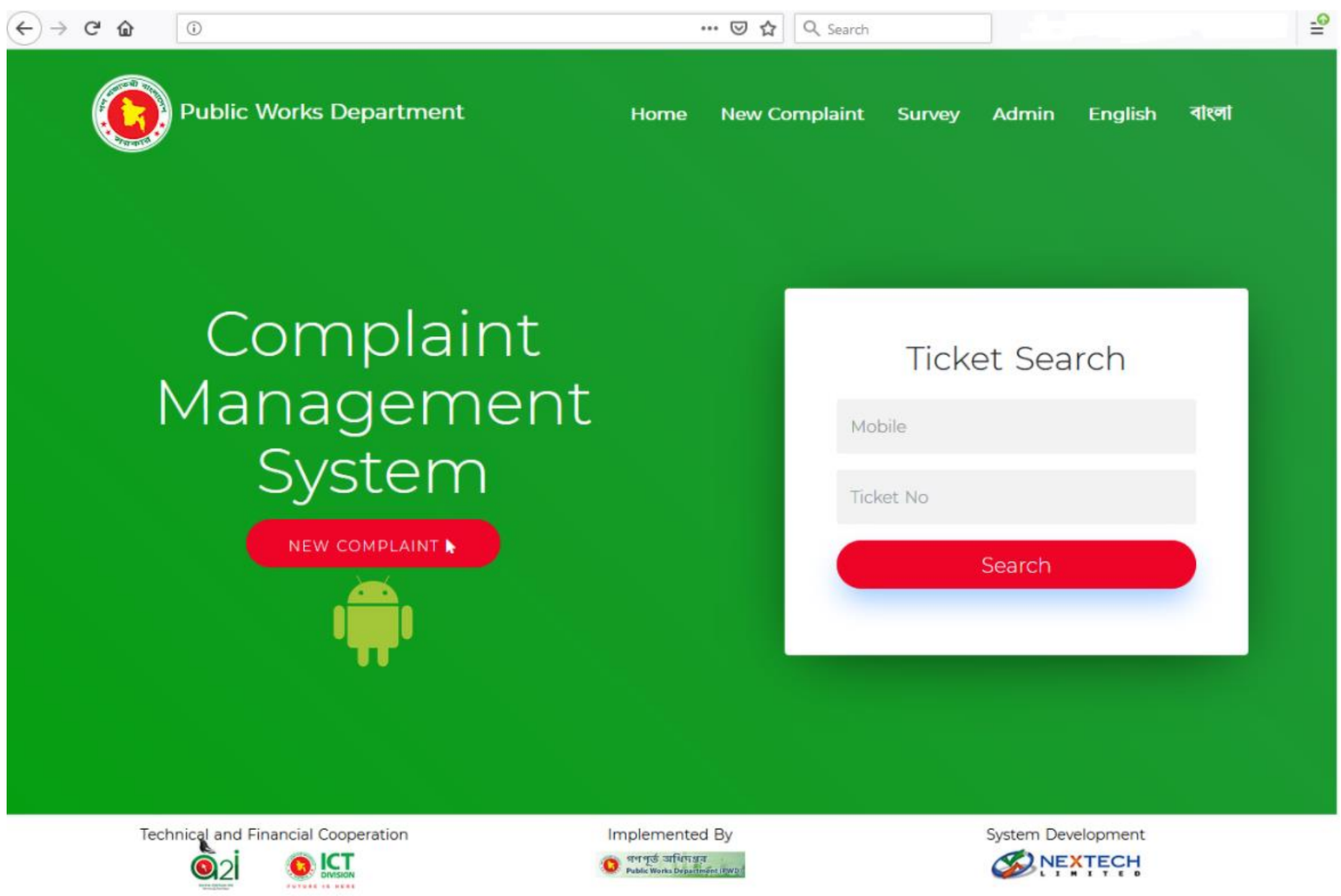

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছে

বর্তমানে ভবনে বসবাসকারি ব্যক্তি, যেকোন স্থান থেকে যেকোন সময়ে, অনলাইনে ও স্বল্পতম সময়ে সঠিকভাবে আবেদন করতে পারছেন ও জনগণের দোরগোড়ায় সেবাটি পৌছে গেছে।

কত ব্যক্তির জীবনমানে পরিবর্তন আনলো:

গণপূর্ত অধিদপ্তরের অফিস ভবন ব্যবহারকারী এবং আবাসিক ভবনে বসবাসকারী লক্ষাধিক ব্যক্তির মধ্যে এ সুবিধা অতি শীঘ্রই পৌছে যাবে। বর্তমানে ১২,৭৫৯ টি আবাসিক ফ্ল্যাট ও অফিস ভবনে এ সুবিধা চলমান রয়েছে।

সুদূরপ্রসারী কী কী অবদান রাখবে

অনলাইন রেকর্ড ডাটাবেজ থাকায় সরকারি কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ব্যাপক বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘমেয়াদে আর্থিক সাশ্রয়ও হবে রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে অগ্রনী ভুমিকা রাখবে। গণপূর্ত অধিদপ্তর তথা সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।

পদ্ধতি/ সময়/ ভোগান্তি/ ব্যয়/ সেবার মানে কী কী পরিবর্তন এনেছে

ক. ব্যবহারকারীরা ঘরে বসেই/ যেকোন স্থান থেকে যেকোন সময়ে আবেদন করতে পারছেন।

খ. অনলাইনের মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করায় সময়, ভিজিট ও ব্যয় কমেছে।

গ. দাপ্তরিক জনবল ও সময় কম লাগছে।

ঘ. সেবাগ্রহীতা এবং সেবাপ্রদানকারীর উভয়ের জন্যই একই কাজের পুনরাবৃত্তি হবার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। বিধায় স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত হচ্ছে।

ঙ. অনলাইন ডাটাবেইজ ও অনলাইন ট্র্যাকিং ও নোটিফিকেশন পদ্ধতি থাকায় যথাসময়ে সেবা প্রদান নিশ্চিত হয়েছে।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি

জনাব জি.এম ফয়সাল আহমেদ, (ফ্ল্যাট নং-০৬, বিল্ডিং নং-বি/৮, শাহজাহানপুর জোন, মতিঝিল, মোবাইল নং. ০১৭১৬৮২২০৪৭) প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি: “শুরুতেই ধন্যবাদ জানাই এ ধরনের একটি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।”

জনাব মো. আব্দুস সবুর, (ফ্ল্যাট নং-০৮, বিল্ডিং নং-বি-১, মতিঝিল কলোনী, আইডিয়াল জোন, মোবাইল নং. ০১৫৫২৪৮২৮০৬) প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি: “অনেক ধন্যবাদ । ঘরের ভিতরের কাজ শেষ হয়েছে।”

জনাব আমেনা বেগম, (ফ্ল্যাট নং-০৪, বিল্ডিং নং-বি/৬, মতিঝিল কলোনী, আইডিয়াল জোন, মোবাইল নং. ০১৯১৬৮১৮৮১২) প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি: “We are highly satisfied and delighted on PWD authority for creating such an amazing system for serving stakeholders. We hope and expect that the newly introduced system for attending complains will play a very significant role to meet inhabitant’s demands. Thanks to the PWD.”

জনাব মো. কাওসার আলী, (ফ্ল্যাট নং-০৮, বিল্ডিং নং-বি-৭, মতিঝিল কলোনী (আইডিয়াল জোন), মোবাইল নং. ০১৭১৬৭২৭৪৭৪) প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি: “PWD বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট এলাকার SDE কে ধন্যবাদ যে তিনি আমাকে দেয়া কথামত গত সপ্তাহে বাসার ভিতরের ছোট-খাটো মেরামতসহ রং করার ব্যবস্থা করেছেন।”

টিভিসি/ভিডিও (ইউটিউব/তথ্য বাতায়নে আপলোড করে লিংক উল্লেখ করুন)।

http://pwd.gov.bd/site/page/f08477e7-257d-4b4f-b4c9-ae27b8ea3345
https://www.youtube.com/watch?v=i23x7MtfU8E

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা		ছবি
০১.	জনাব মোসলেহ উদ্দীন আহাম্মদ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী চট্টগ্রাম গণপূর্ত জোন, চট্টগ্রাম।	গ্রুপ ছবি
০২.	জনাব আশেক আহমেদ শিবলী তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সমন্বয়) গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।	
০৩.	জনাব হুমায়েরা বিনতে রেজা নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম) গণপূর্ত ই/এম এমআইএস বিভাগ-২, ঢাকা।	
০৪.	জনাব স্বর্ণেন্দু শেখর মন্ডল নির্বাহী প্রকৌশলী ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-৪, ঢাকা।	
০৫.	জনাব নাজমুন নাহার হামিদ নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম) গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৪, ঢাকা।	
০৬.	জনাব তাসফিন মুহাইমীন হক নির্বাহী প্রকৌশলী (ই/এম) গণপূর্ত ই/এম এমআইএস বিভাগ-১, ঢাকা।	

মন্ত্রণালয়ের নাম: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

৫। উদ্ভাবনের শিরোনাম: ওয়ান স্টপ সার্ভিস সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট

কীভাবে যাত্রা শুরু/ পটভূমিঃ

ওয়ান স্টপ সার্ভিস সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টঃ আইটি/আইটিইএস সেক্টরে ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করে। সরকারের কাঙ্খিত এই লক্ষ্য বাস্তবায়নকল্পে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইটি ব্যবসায়ের হাব হিসেবে হাই-টেক পার্ক (এইচটিপি)/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক (এসটিপি)/আইটি পার্ক/আইটি ভিলেজ স্থাপনের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এসব হাই-টেক পার্ক (এইচটিপি)/ সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক (এসটিপি)/ আইটি পার্ক/ আইটি ভিলেজে উদ্যোক্তা ও মানব সম্পদের চাহিদা পূরণের জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার ও বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন করছে। ফলে আইটি/আইটিইএস খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে এবং হবে। হাই-টেক শিল্পকে বিস্তৃতকরণের স্বার্থে দেশী-বিদেশ বিনিয়োগকারীগণকে বিভিন্ন সেবা দ্রুত প্রদানের চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় রেখে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের সেবা প্রদান করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও টেকসই সেবা প্রদান নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ Online প্ল্যাটফর্মে দ্রুত সেবা প্রদানের জন্য One Stop Service Software Development করেছে।

বিদ্যমান সমস্যা/ চ্যালেঞ্জ সমূহঃ

-দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীগণকে যে কোন তথ্য বা সেবা গ্রহণের জন্য অফিসে আসতে হয়।

- অন্য সেবা প্রদানকারী সংস্থার সনদের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে অফিসে যেতে হয়, বিভিন্ন হয়রানির শিকার হয় এবং সময় অপচয় হয়।

- সেবা গ্রহণের জন্য হার্ড কপিতে আবেদন ও নির্ধারিত ফরম পূরণ করতে হয়।

- ফরমের সাথে সংযুক্ত তথ্যাদি ও ডকুমেন্ট যাচাই করা হয়।

- আবেদন পত্রের চাহিদা অনুযায়ী অনুমোদনের লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য নথি উপস্থাপন করতে হয়।

- আবেদনের সাথে গুরুত্বপুর্ণ ডকুমেন্ট বা তথ্যাদি না পাওয়া গেলে পত্র মারফত বা টেলিফোনে জানাতে হয়। ঘাটতি তথ্য বা ডকুমেন্ট জমা প্রদানের জন্য অফিসে আসতে হয়।

কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের বিদ্যামান ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেবাটির স্টেকহোল্ডার/বিনিয়োগকারীর নিকট দ্রুত পৌঁছে দেয়া ও সেবাটি সহজিকরণের জন্য কাগজবিহীন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণের নিকট হতে "ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট" নামক উদ্ভাবনী ধারণা সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা ও কর্তৃপক্ষের সকল প্রকল্প পরিচালকগণ এবং সম্ভাব্য স্টেকহোল্ডার/বিনিয়োগকারীগণের সাথে উক্ত উদ্ভাবনী ধারণার বিষয়ে মতামত গ্রহণ করা হয়। "ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সফটওয়্যার" এর মাধ্যমে সেবাটি প্রদান করা হলে বিদ্যমান ম্যানুয়াল পদ্ধতির সেবাটি আরো কম সময় ও দ্রুতগতিতে পাওয়া যাবে বলে সংশ্লিষ্ট সকলেই মনে করেন। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের উপ-পরিচালক (ও এন্ড এম) ও ইনোভেশন টীম ওয়ান-স্টপ সার্ভিসকে অনলাইনে প্রদানের জন্য ওয়েব বেইজড ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সফটওয়্যার তৈরির পদক্ষেপ গ্রহন করেন। "ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সফটওয়্যারটি উপ-পরিচালক (ও এন্ড এম) এর তত্ত্বাবধায়নে বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে এ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ৭ টি সেবা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে।

বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবিলা করা হয়েছিলঃ

ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সফটওয়্যারটি বাস্তবায়ন পর্যায়ে সম্ভাব্য স্টেকহোল্ডার/বিনিয়োগকারীগণকে নিয়ে সময়ে সময়ে ওয়ার্কশপ/সেমিনার করা হয়েছে এবং তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। সফটওয়্যারটি পাইলটিং পর্যায়ে স্টেকহোল্ডার বা বিনিয়োগকারীগণকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণঃ

সফটওয়্যারটি টেকসইকরণে নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। সফটওয়্যারে ডাটা নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল স্বাক্ষরের ব্যবহার করা হবে। ১২/১২/২০১৮ ইং তারিখে তথ্যপ্রযুক্তি দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত ইভেন্টে সফটওয়্যারটি শোকেসিং করা হয়েছে। এছাড়াও সফটওয়্যারটির সকলের ব্যবহার উপযোগি করার জন্য স্টেকহোল্ডারদের সময় সময় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কিকি কল্যাণ বয়ে এনেছেঃ

বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে অনলাইনে ওয়েব ব্রাউজার ব্যবহার করে ওয়ান-স্টপ সার্ভিস এর যেকোন সেবার জন্য রেজিষ্ট্রেশন ফরম পুরণ ও আবেদন করতে পারবেন। সেইসাথে গ্রাহকের যেকোন জিজ্ঞাসা বা মতামত জানাতে পারবেন। বর্তমানে বিনিয়োগকারীগণ ক) প্রজেক্ট রেজিস্ট্রেশন খ) প্রজেক্ট ক্লিয়ারেন্স গ) ল্যান্ড এলটমেন্ট ঘ) স্পেস এলটমেন্ট ঙ) ভিসা রিকমেন্ডেশন চ) ওয়ার্ক পার্মিট ছ) ভিসা এসিসটেন্স ইত্যাদি সেবাসমূহ One Stop Service Software এর মাধ্যমে পাচ্ছেন। এছাড়াও চিহ্নিত ১৪১ সেবা অনলাইন প্লাটফর্মে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার ফলে দেশী/বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ সরাসরি অফিসে না এসে বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে দ্রুততম সময়ে এবং স্বল্প ব্যয়ে সেবা পাচ্ছে। এ উদ্ভাবনের ফলে কাগজবিহিন অফিস/স্মার্ট অফিস তৈরীতে একধাপ এগিয়ে গিয়েছে।

উপকারভোগী বা সংশ্লিষ্টজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতিঃ

একটি দেশীয় আইটি প্রতিষ্ঠান বাংলাটনিক্স লিমিটেড এর প্রতিক্রিয়া/অনুভূতিঃ সফটওয়্যারটি খুবই সহজ ভাবে ব্যবহারের উপযোগী করা হয়েছে। এই সফটওয়্যার এর মাধ্যমে খুবেই অল্প সময়ে প্রজেক্ট রেজিস্ট্রেশন, প্রজেক্ট ক্লিয়ারেন্স, ল্যান্ড এলটমেন্ট, ভিসা রিকমেন্ডেশন, ওয়ার্ক পার্মিট, ভিসা এসিসটেন্স ইত্যাদি কার্যসম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে। এই সফটওয়্যার ব্যবহারের ফলে যেকোন সময়/দিনে আবেদন করার সুযোগ রয়েছে। সফটওয়্যারটি বির্নিমাণের ফলে হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগ আকর্ষণ তরান্বিত হবে মর্মে আমি বিশ্বাস করি। কাজেই গুরুত্ব বিবেচনা করে আইটি/ আইটিইএস শিল্পের বিনিয়োকারীদের কম সময়ে, কম খরচে এবং নূন্যতমবার অফিস ভিজিটে বিনিয়োগকারীগণকে One Stop Service Software এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করা হয়। ইতোপূর্বে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এধরনের সেবা প্রদান করা হয়নি কাজেই গতানুগতিক পদ্ধতির চেয়ে এই পদ্ধতি বেশি অংশীজন/সেবা গ্রহীতা বান্ধব বলে বিবেচিত।

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম (বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ):

১. ফাহমিদা আখতার, পরিচালক (কারিগরী), ইনোভেশন অফিসার, ০১৭৭৫২২৫১৯৮, d.tech@bhtpa.gov.bd

২. খাদিজা আক্তার, উপ-পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন), সদস্য, ০১৬৮২৮১২৫৪৫, khadija@bhtpa.gov.bd

৩. কল্যান কুমার সরকার, উপ-পরিচালক (অপারেশন এন্ড মেইন্টেন্যান্স) সদস্য, ০১৭১২৫৫০৫২, kalyan@bhtpa.gov.bd

৪. এস.এম. আল-মামুন, রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী, সদস্য, ০১৮৩৯৬৭৯০৯০, mamun@bhtpa.gov.bd

৫. ফিরোজ আহমেদ, সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), সদস্য ০১৯১৭৮৮৪৮৪০, firoj@bhtpa.gov.bd

মন্ত্রণালয়ের নাম: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

৬। উদ্ভাবনের শিরোনাম: ইনোভেশন প্রমোশন

কীভাবে যাত্রা শুরু/পটভূমি:

‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং উদ্ভাবনীমূলক কাজের জন্য অনুদান প্রদান সম্পর্কিত (সংশোধিত) নীতিমালা- ২০১৬” অনুযায়ী এ বিভাগের “গবেষণা ও বৃত্তি শাখা” কর্তৃক ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী/গবেষককে আইসিটি খাতে গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি, আইসিটি ক্ষেত্রে উদ্ভাবনীমূলক কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান এবং আইসিটি ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনসেবায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। উল্লিখিত খাতসমূহে সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আবেদনপত্র গ্রহণ থেকে শুরু করে পুরো প্রক্রিয়াটি হার্ডকপি/ম্যানুয়াল (আংশিক অনলাইনে) পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এতে একদিকে যেমন অফিসের প্রচুর সময় ব্যয় হয়, অন্যদিকে শাখায় অধিক জনবল এবং শ্রম ঘন্টার প্রয়োজন পড়ে। প্রাপ্ত আবেদনপত্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে বাছাই কমিটির সভা আহ্বান ও কার্যবিবরণী প্রস্তুতসহ যাবতীয় দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হয়। তাছাড়া আবেদনকারীদের হার্ডকপি থেকে প্রয়োজনীয় ডাটাসমূহ দ্রুত এন্ট্রি করার ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তির হার বেশী হয়ে থাকে।

সে সকল সমস্যা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে এ বিভাগের গবেষণা ও বৃত্তি শাখা হতে প্রদত্ত ফেলোশিপ ও অনুদান প্রদান কার্যক্রমের বিদ্যমান অনলাইন প্লাটফর্মটিকে আরো উন্নত ও অটোমেশনের ব্যবস্থাকরণের জন্য “Innovation Promotion” নামক একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে এ বিভাগ হতে প্রদত্ত ফেলোশিপ ও অনুদান প্রদান কার্যক্রমের বিদ্যমান অনলাইন প্লাটফর্মটিকে আরো উন্নত ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে একটি সফ্টওয়্যার ডেভেলপ করা হয়েছে। বর্ণিত উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সফ্টওয়্যার ডেভেলপসহ যাবতীয় দাপ্তরিক কার্যক্রমের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। সফ্টওয়্যারটি ডেভেলপ করার পরে বিসিসি’র “সফ্টওয়্যারের কোয়ালিটি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের অফিস কর্তৃক সফ্টওয়্যারটির টেস্টিং সম্পন্ন করে প্রত্যয়নপত্র গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সফ্টওয়্যারটি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর জাতীয় ডাটা সেন্টারে ims.ictd.gov.bd নামক ডোমেইন এ Hosting করা হয়। বর্ণিত URL ব্যবহার করে দেশ/বিদেশের যে কোন স্থানে বসে একজন আবেদনকারী/প্রত্যাশী সেবা গ্রহীতা সহজেই অনলাইনে আবেদনপত্র দাখিল করতে পারেন। আবেদনপত্র দাখিলের সাথে সাথেই একটি নিশ্চয়তামূলক নোটিফিকেশন প্রদত্ত মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইলে পেয়ে থাকেন। ফলে তার দাখিলকৃত আবেদনপত্রের বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হতে পারেন।

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছে:

দেশের আইটি সেক্টরে অধ্যয়ন ও গবেষণারত বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী (প্রায় লক্ষাধিক), শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং আইটি সেক্টরে কর্মরত ও আগ্রহী বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংগঠন, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রতিবছর এ বিভাগ হতে প্রদত্ত আইসিটি খাতে ফেলোশিপ, উদ্ভাবনী অনুদান এবং বিশেষ অনুদানের জন্য আবেদন করে থাকে।

বিপুল সংখ্যক আবেদনকারীকে আবেদনপত্র দাখিলের দেশের বিভিন্ন স্থান হতে স্বশরীরে আইসিটি বিভাগে আগমন করতে হয়। এছাড়া বিদ্যমান প্লাটফর্মে আবেদনপত্র দাখিলের পরে কোন রকম নিশ্চয়তামূলক নোটিফিকেশন প্রেরণ সম্ভব হয় না। এছাড়া সংশ্লিষ্ট সভার তারিখসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংশ্লিষ্টদের তাৎক্ষণিকভাবে জানানো সম্ভব হয় না। ফলে তারা অনিশ্চয়তা ও বিভ্রান্তির মধ্যে ভোগে। তাদের এ অনিশ্চয়তা ও বিভ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যে Innovation Promotion নামে এ উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে একদিকে যেমন সেবা গ্রহীতাকে আবেদনপত্র দাখিলের জন্য স্বশরীরে আইসিটি বিভাগে আসতে হয় না। অন্যদিকে দেশ-বিদেশের যে কোন প্রান্তে বসে অনলাইনে আবেদনপত্র দাখিল করতে পারে। ফলে প্রত্যাশী সেবা গ্রহীতার সময় (Time) এবং খরচ (Cost) অনেক কম ব্যয় হয় এবং তাকে কষ্ট করে বারবার আইসিটি বিভাগে আসতে হয় না। বরং পুরো প্রক্রিয়ায় একজন সেবা গ্রহীতাকে মাত্র ২ বার আইসিটি বিভাগে আসতে হয়। অর্থাৎ একবার বাছাই কমিটির সভায় সাক্ষাৎকার দেয়ার জন্য এবং দ্বিতীয়বার প্রদত্ত অনুদানের চেক গ্রহণে জন্য। ফলে এ বিভাগের ফেলোশিপ ও অনুদান প্রদান কার্যক্রমের প্রতি প্রত্যাশী সেবা গ্রহীতার আস্থা ও বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে এবং সরকারি দপ্তর তথা আইসিটি বিভাগের কাজের প্রতি সাধারণ জনগণের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়েছে।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি:

এ বিভাগ কর্তৃক ফেলোশিপ ও অনুদান প্রদানের অনলাইন প্লাটফর্মে একজন আবেদনকারী/ব্যবহাকারী সহজেই আবেদনপত্র দাখিল করতে পারেন এবং আবেদনপত্র দাখিলের সাথে মোবাইলে এবং ই-মেইলে নিশ্চয়তামূলক নোটিফিকেশন পেয়ে থাকেন। এ বিষয়ে উদ্ভাবনী অনুদানের আবেদনকারী জনাব লিপি খাতুন এবং মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ মোবাইলে গবেষণা ও বৃত্তি শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপসচিবকে জানান যে, তারা সহজেই আবেদন দাখিল করতে পেরেছেন এবং আবেদনপত্র দাখিলের পরে মোবাইলে এবং ই-মেইলে নোটিফিকেশন পেয়েছেন। সার্বিক প্রক্রিয়ায় তারা উভয়েই দারুন খুশী মর্মে জানান। এছাড়া বর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়নডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে ভূমিকা রাখবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

টিভিসি/গ্রাফ/ইনফোগ্রাফিকস্/ছবি/ভিডিও:

ইনোভেশন আইডিয়াটির লিংক নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

https://youtu.be/L4kgUtKHQrM

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম:

ক্রম	নাম, ঠিকানা মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	মন্তব্য	ক্রম	নাম, ঠিকানা মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল	মন্তব্য
১।	জনাব মোহাম্মদ আবুল খায়ের উপসচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ মোবাইল নং: ০১৭১৫০৮১২৫২ ই-মেইল: mkhayer@ictd.gov.bd	টিম লিডার	৪।	জনাব মুঃ মেসবাহুল আলম সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি বিভাগ মোবাইল নং: ০১৭১৯৫৩৩০৬০ ই-মেইল: mesbah@ictd.gov.bd	সদস্য
২।	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন মেইন্টেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার, আইসিটি বিভাগ মোবাইল নং: ০১৭১০৯০৪০৯৯ ই-মেইল: anwar@ictd.gov.bd	সদস্য	৫।	জনাব মোঃ নাজমুল হক খন্দকার সহকারী মেইন্টেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার, আইসিটি বিভাগ মোবাইল নং: ০১৭৩৯২০৮৮৬৪ ই-মেইল: nazmul@ictd.gov.bd	সদস্য
৩।	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম প্রোগ্রামার, আইসিটি বিভাগ মোবাইল নং: ০১৭২১৭১৬০৫৩ ই-মেইল: shariful@ictd.gov.bd	সদস্য	৬।	জনাব ভোলানাথ ত্রিপুরা প্রশাসনিক কর্মকর্তা, আইসিটি বিভাগ মোবাইল নং: ০১৫৫৬৭৭৪২১৩ ই-মেইল: bholanath@ictd.gov.bd	সদস্য

মেন্টর : জনাব মোঃ খায়রুল আমীন

যুগ্মসচিব ও চীফ ইনোভেশন অফিসার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

মোবাইল নং: ০১৭২৭৬৭৪২৬৫

ই-মেইল: khairul.amin@ictd.gov.bd

মন্ত্রণালয়ের নাম: তথ্য মন্ত্রণালয়

৭। উদ্ভাবনের শিরোনাম: তথ্য অধিকার আইনের উপর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণ মডিউল প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন।

পরিবর্তনের শুরুর কথা

বাংলাদেশে আইন প্রণয়নের ইতিহাসে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন একটি অনন্য ঘটনা। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ২৯ মার্চ ২০০৯ তারিখে তথ্য অধিকার আইন পাস হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৫ এপ্রিল এটিতে স্বাক্ষর করেন এবং ৬ এপ্রিল ২০০৯ আইনটির গেজেট প্রকাশিত হয়। ১ জুলাই ২০০৯ থেকে আইনটি সারা দেশে পুরোপুরিভাবে কার্যকর হয়। এই আইন কিছু নির্ধারিত তথ্য ব্যতীত কর্তৃপক্ষের সকল তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেছে। এই আইনে কোনো নাগরিক তথ্য চাইলে সেই তথ্য প্রদানে কর্তৃপক্ষের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনে বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থাসমূহের ওপর তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। পাশাপাশি এই আইনকে তথ্য প্রদানে বাধাসংক্রান্ত অন্য সব আইনের উর্ধ্বে অবস্থান দেওয়া হয়েছে এবং আইনের প্রস্তাবনায় এই আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

আইন অনুসারে কর্তৃপক্ষের সকল ইউনিটে তথ্যের জন্য জনগণের আবেদন গ্রহণ এবং চাহিত তথ্য প্রদান বা আইন ও বিধিমালা অনুসারে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের বিধান রয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের সঠিক বাস্তবায়ন বেশ খানিকটা নির্ভর করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ওপর। অনেক সময় সঠিক জ্ঞান ও দিকনির্দেশনার অভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ভীতি ও সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন। একটি আবেদন পাওয়ার পর তথ্য দেবেন কি না, তা জানার জন্য তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে দিকনির্দেশনা চেয়ে দীর্ঘসূত্রিতাকে প্রলম্বিত করেন। তথ্যটি হয়তো কৃষি বা সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত নিরীহ তথ্য। এভাবে উপজেলা পর্যায় থেকে তিন-চারটি ধাপ পেরিয়ে ঢাকার প্রধান কার্যালয় পর্যন্ত মতামত, অনুমতি বা দিকনির্দেশনা চাওয়ার নজিরও তৈরি হয়েছে।

সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আইনটি সম্পর্কে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন এবং সকল প্রকার প্রস্তুতি গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। আর তাই, সারাদেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কথা বিবেচনায় রেখে এই অনলাইন প্রশিক্ষণটিতে দশটি ধাপে আইনের বিভিন্ন ধারা নিয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি এই প্রশিক্ষণ কোর্সে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও তথ্য কমিশনের মাঝে সেতুবন্ধকারী হিসেবে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও পারস্পরিক সহভাগিতার সুযোগ রাখা হয়েছে।

সরকারি প্রায় সকল দপ্তরে তথ্য অধিকার আইনের আলোকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁর তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জনের কাজটিকে সহায়তা করতে তথ্য কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। কিন্তু প্রচলিত ক্লাসরুম পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সারা দেশের সব দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এই আইন বিষয়ে পারদর্শী করে তোলা তথ্য কমিশনের জন্য অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। বদলি বা অন্য অনেক কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়মিত পরিবর্তন হচ্ছে যা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কাজটিকে আরো কঠিন করে দিচ্ছে। এসব দিক বিবেচনা করে স্বল্প সময়ের মধ্যে সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের আইনটিতে প্রশিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে তথ্য কমিশন বাংলাদেশ তথ্য অধিকার বিষয়ক একটি অনলাইন প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করেছে।

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছে

অনলাইনে কোর্স সম্পন্ন করে সনদ গ্রহন পৃথিবীর বহু উন্নতদেশে বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে এরকম খুব বেশী দেখা যায়না। বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মানের ঘোষণা "ভিশন ২০২১" সারাদেশব্যাপি বেশ কিছু ডিজিটাল উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। সরকারী বিভিন্ন দপ্তরে শুরু হয়েছে। আইসিটি নির্ভর ইনোভেটিভ কর্মকান্ড। তথ্য কমিশনের একটি বড় ইনোভেটিভ উদ্যোগ হচ্ছে আরটিআই অনলাইন ট্রেইনিং মডিউল নির্মাণ। মডিউলটি নির্মানের সাথে সাথে সারাদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মডিউলটির মাধ্যমে একজন নাগরিক পৃথিবীর যে কোন স্থানে অবস্থান করে তথ্য অধিকার আইনের উপর অনলাইনে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। প্রশিক্ষণটি তার কোন খরচ লাগবে না। কেবল একটি কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট সংযোগ থাকলেই চলবে। সিস্টেমটির মাধ্যমে একজন কর্মকর্তা প্রধান তথ্য কমিশনার মহোদয়ের স্বাক্ষরিত সনদ গ্রহণ করতে পারেন। মডিউলটি ব্যবহার করে একজন ব্যাক্তি একই সময়ে তথ্য অধিকার আইনের মৌলিক ধারনা নিতে পারেন। প্রচলিত নিয়মে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের ও আপীল কর্তৃপক্ষের অগ্রগতি নিম্নে তুলে ধরা হলো। মে ২০১৯ পর্যন্ত ৪২,০০০ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত সিস্টেম ব্যবহার করে তথ্য কমিশন হতে অনলাইনে সনদ গ্রহণ করেছেন। এ সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রশিক্ষিত হওয়ার ফলে তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন অধিকতর সহজ হবে। আর তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন হলে রাষ্ট্রের সকল কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন তরান্বিত হবে।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/ অনুভূতি

আর টি আই অনলাইন ট্রেইনিং মডিউল নির্মাণ বাংলাদেশের জন্য একটি ব্যতিক্রমি উদ্যোগ। সরকারের অধিকাংশ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকতাই এরুপ সিস্টেমের সাথে পরিচিত ছিলেন না। একারণে প্রথম দিকে মাঠপর্যায়ে সিস্টেমটির বাস্তবায়ন কিছুটা কঠিন হয়েছিল। পরবর্তিতে দেশের সকল জেলায় ভিডিও কনফারেন্সিং, বিভাগীয় পর্যায়ে অনলাইন ট্রেইনিং বিষয়ে সভা, সেমিনার, ট্রেইনিং, আয়োজন সিস্টেমটি বাস্তবায়নকে সহজ করে দিয়েছে। কোর্সটি সম্পন্নকারী প্রশিক্ষণার্থীরা এসকল সভা সেমিনার ও ট্রেইনিং নিয়ে খুব সহজে আমাদের সাথে প্রশিক্ষণ কোর্সটি সম্পন্ন করেছে। কোর্সটি সম্পন্ন করে মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার মহোদয়ের স্বাক্ষরিত একটি অনলাইন সনদ পেয়েছে। এসকল প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে প্রাপ্ত সনদটি শেয়ার করতে দেখা গিয়েছে। যা তাদের আনন্দময় প্রতিক্রিয়ার অংশ।

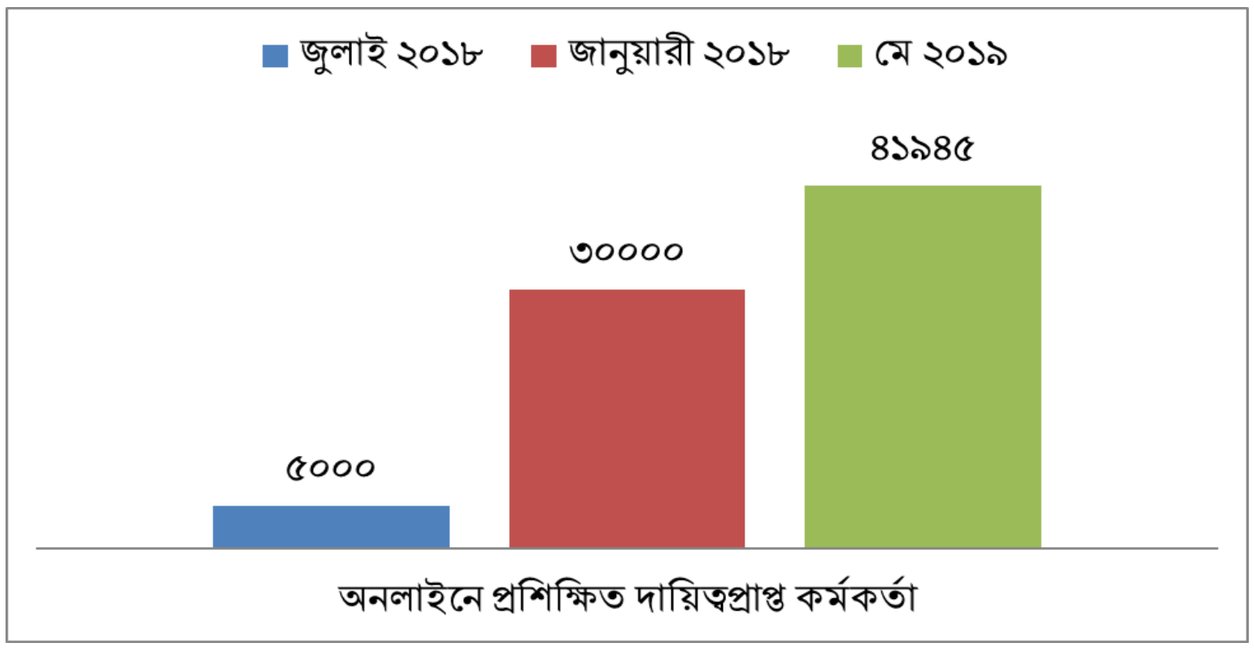

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম:

ক্রমিক নং	সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	ছবি
১.	ড. মো: আ: হাকিম পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ) তথ্য কমিশন	
২.	জনাব মোহাম্মদ গোলাম কবির পিএস টু সিআইসি তথ্য কমিশন	
৩.	মাঃ সিরাজুল ইসলাম খান উপ-পরিচালক (প্রশাসন) তথ্য কমিশন	
৪.	জনাব এ, কে, এম, তারিকুল আলম উপ-পরিচালক (গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ) তথ্য কমিশন	
৫.	জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম সহকারী প্রোগ্রামার তথ্য কমিশন	

মন্ত্রণালয়ের নাম: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

৮। উদ্ভাবনের শিরোনামঃ হজ্বের প্রাক- নিবন্ধন

পটভূমি:

২০১৫ সালে সৌদি সরকার প্রদত্ত কোটার তুলনায় হজ্বযাত্রীদের সংখ্যা বেশি হয় এবং সে সময় হজ্ব ব্যবস্থাপনায় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অনেক হজ্বযাত্রী সেই বছরে হজ্বে যেতে পারেননি। উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে রাজকীয় সৌদি সরকার এবং অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলিয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৬ খ্রি./১৪৩৭ হি. সন থেকে প্রথমবারের মত হজ্বযাত্রীদের প্রাক নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু করেছে। হজ্বযাত্রীদের হজে যাবার নিশ্চয়তা প্রদানের এই উদ্ভাবনের কারনে হজ্বযাত্রীগণ নির্বিঘ্নে কোন রকম ঝামেলা ছাড়া পবিত্র হজ্ব পালনে যেতে পারছেন। সারা বছরব্যাপী প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত সিস্টেম চালুর ফলে হজ্বযাত্রীগণ নির্বিঘ্নে কোন রকম ঝামেলা ছাড়া পবিত্র হজ্ব পালনে যেতে পারবেন।

প্রাক্-নিবন্ধন পদ্ধতি:

সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে গমনেচ্ছু সকল হজ্বযাত্রীগণ অন-লাইন প্রাক-নিবন্ধন সিস্টেমে নিবন্ধিত হবেন। নিবন্ধিত হজ্বযাত্রীগণ সৌদি সরকার প্রদত্ত কোটা অনুসারে নিবন্ধনের ক্রমানুসারে পবিত্র হজ্বব্রত পালনের সুযোগ পাবেন। প্রত্যেক হজ্বযাত্রী নিজের জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) দিয়ে প্রাক নিবন্ধন করতে পারবেন। প্রাক-নিবন্ধন সিস্টেমে ডাটা এন্ট্রির পর হজ্বযাত্রীগণ ট্র্যাকিং নম্বরসহ একটি পেমেন্ট ভাউচার পাবেন। হজ্বযাত্রীগণ উক্ত পেমেন্ট ভাউচার দিয়ে সরকার নির্বাচিত ব্যাংকে পূর্ব ঘোষিত নির্ধারিত পরিমাণ টাকা পরিশোধ করে প্রাক-নিবন্ধন ক্রমিক নম্বরসহ একটি প্রাক-নিবন্ধন সনদ পেয়ে থাকেন।

প্রাক্-নিবন্ধন পদ্ধতি:

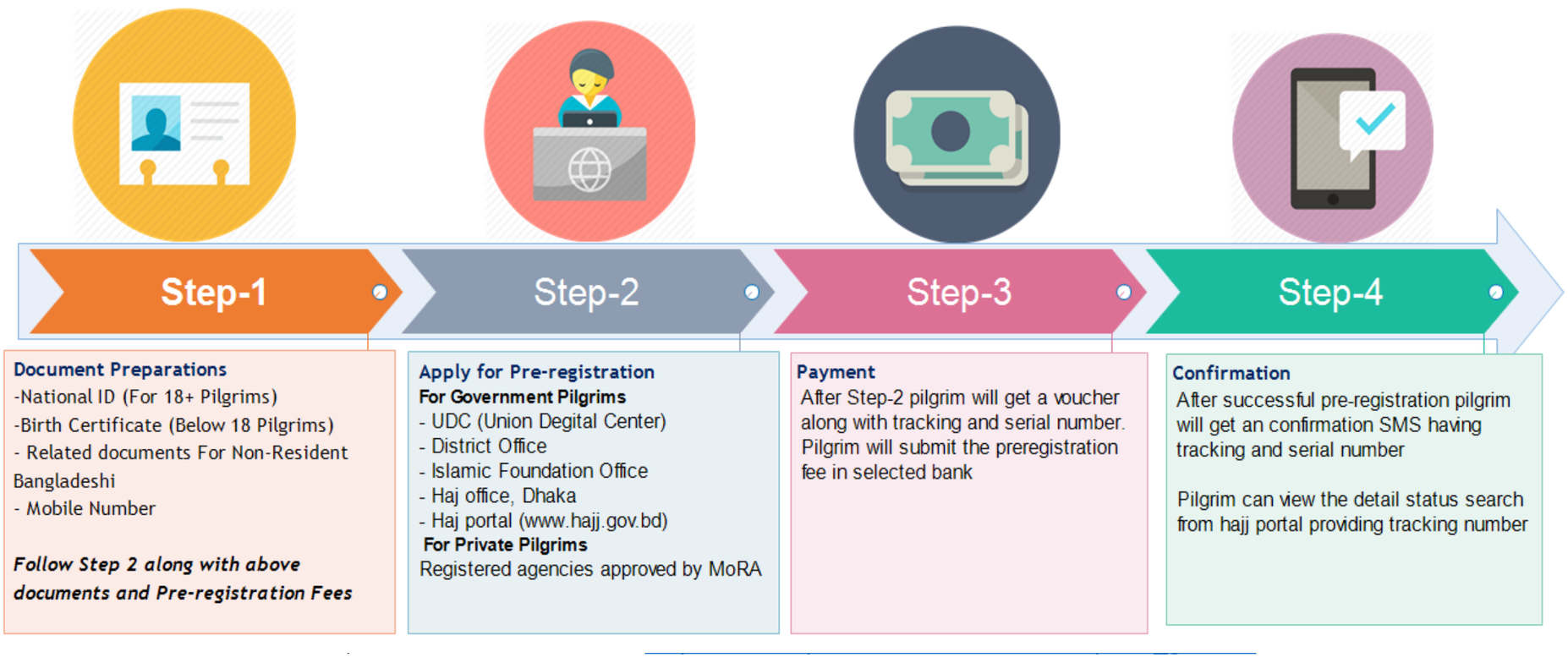

সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্বে গমনেচ্ছু সকল হজ্বযাত্রীগণ অন-লাইন প্রাক-নিবন্ধন সিস্টেমে নিবন্ধিত হবেন। নিবন্ধিত হজ্বযাত্রীগণ সৌদি সরকার প্রদত্ত কোটা অনুসারে নিবন্ধনের ক্রমানুসারে পবিত্র হজ্বব্রত পালনের সুযোগ পাবেন। প্রত্যেক হজ্বযাত্রী নিজের জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) দিয়ে প্রাক নিবন্ধন করতে পারবেন। প্রাক-নিবন্ধন সিস্টেমে ডাটা এন্ট্রির পর হজ্বযাত্রীগণ ট্র্যাকিং নম্বরসহ একটি পেমেন্ট ভাউচার পাবেন। হজ্বযাত্রীগণ উক্ত পেমেন্ট ভাউচার দিয়ে সরকার নির্বাচিত ব্যাংকে পূর্ব ঘোষিত নির্ধারিত পরিমাণ টাকা পরিশোধ করে প্রাক-নিবন্ধন ক্রমিক নম্বরসহ একটি প্রাক-নিবন্ধন সনদ পেয়ে থাকেন।

প্রাক-নিবন্ধনের সুবিধা:

হজ্বে গমনেচ্ছুদের জন্য প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম অনেক গুরুত্বপূর্ণ। স্বচ্ছ, ত্রুটিমুক্ত ও সহজে হজ্ব সম্পাদনের লক্ষ্যে হজে গমনেচ্ছুদের জন্য হজের প্রাক নিবন্ধন কার্যক্রম অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয়। প্রাক-নিবন্ধন সিস্টেম চালুর ফলে হজ্ব গমনেচ্ছুদের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। তাই হজের কার্যক্রমকে ত্রুটিমুক্ত, সহজ এবং সবার জন্য সমান উপযোগী হিসেবে নিশ্চিত করতেই এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

হজের প্রাক নিবন্ধন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের জন্য সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো- যারা চলতি বছর নিবন্ধন করা সত্ত্বেও হজ পালনে যেতে পারেনি; সে সব অতিরিক্ত হজে গমনেচ্ছু যাত্রীরা পরবর্তী বছর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হজ্ব পালন করতে পারবেন। প্রাক্-নিবন্ধন একটি বছরব্যাপী চলমান প্রক্রিয়া। বাংলাদেশের যেকোন নাগরিক যিনি হজ্বে যেতে ইচ্ছুক, বছরের যেকোন সময় প্রাক্-নিবন্ধন সম্পন্ন করে পবিত্র হজ্বে গমনের জন্য প্রাক্-নিবন্ধিত হতে পারবেন।

মন্ত্রণালয়ের নাম: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

সংস্থার নাম: বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

৯। উদ্ভাবনের শিরোনাম : স্থলবন্দরসমূহে ভারতীয় গাড়িচালকদের Barcode সম্বলিত তাৎক্ষনিক Photo Capture সহ ডিজিটাল নিরাপত্তা পাশ প্রদান এবং আমদানিকারকদের নিকট তাৎক্ষনিক পণ্য বন্দরে প্রবেশের ও পণ্যের প্রকৃত ওজন সংক্রান্ত তথ্য Auto SMS এ প্রেরণ।

কীভাবে যাত্রা শুরু/পটভূমি:

বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ:

প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে স্থল পথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থলপথে পণ্য আমদানি-রপ্তানি সহজতর ও উন্নততরকরণই বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ভিশন। বর্তমানে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন স্থলবন্দরের সংখ্যা ২৩। স্থলবন্দরগুলো হলো : বেনাপোল, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বিবিরবাজার, বাংলাবান্ধা, বিরল, বুড়িমারী, তামাবিল, আখাউড়া, ভোমরা, দর্শনা, বিলোনিয়া, নাকুগাঁও, রামগড়, গোবরাকুড়া-কড়ইতলী, সোনাহাট, টেগামুখ, চিলাহাটি, দৌলতগঞ্জ, শেওলা, ধানুয়া কামালপুর ও বাল্লা। বাংলাদেশ ও ভারতসহ প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রমকে আরো বেগবান ও গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে সেবা গ্রহিতাদের দোরগোড়ায় দ্রুত সেবা এবং Ease of Doing Business নিশ্চিতকরণে বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতবদ্ধ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর “ভিশন-২০২১ বাস্তবায়ন ও স্বপ্নের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে ই-সার্ভিসে রূপান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

বর্তমানে বাস্থবকের আওতাধীন চালুকৃত স্থলবন্দর সমূহে প্রতিদিন বাংলাদেশের বর্ডার অভ্যন্তরে গড়ে প্রায় ৩০০-৫০০ ভারতীয় পণ্যবাহী গাড়ি বন্দরে প্রবেশ করে এবং বাৎসরিক গড়ে ৩,০০০ কনসাইনমেন্ট পণ্য হ্যান্ডলিং করা হয়। বর্ডার অভ্যন্তরে আগমনের পরে ভারতীয় গাড়িচালক কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্রানুযায়ী আমদানি পণ্য ও ভারতীয় গাড়িসহ চালকের তথ্যাদি বন্দরে বর্ডার কার্গো শাখায় রেজিষ্টার খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয় এবং ভারতীয় গাড়িচালককে ছবিবিহীন নিরাপত্তা পাস প্রদান করা হয়। এতে প্রায়শ ভারতীয় পণ্যবাহী গাড়ির অপ্রত্যাশিত দীর্ঘ সারি হয়ে থাকে, বন্দরে যানজট সৃষ্টি হয় এবং আমদানিকৃত পণ্যবাহী গাড়ী স্থলবন্দরের অভ্যন্তরে প্রবেশের পর আমদানিকৃত পণ্য, পণ্যের প্রকৃত ওজন ও ভারতীয় গাড়ি সংক্রান্ত কোন তথ্যাদি তাৎক্ষনিক সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক/সেবা গ্রহীতা এবং বন্দর কর্তৃপক্ষ অবহিতকরণের কোন দাপ্তরিক/আধুনিক ব্যবস্থা নেই। ফলে বন্দরের অভ্যন্তরের প্রবেশের পর ভারতীয় গাড়িচালকের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের কোন সুযোগ নেই। এতে আমদানিকারক বা সেবা গ্রহীতাদের TCV বেশি হয়ে থাকে।

অনুপ্রেরণার উৎস

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের জনাব মোহাম্মদ মশিউর রহমান, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) পদে কর্মরত ও আইসিটি কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্নিমানের লক্ষ্যে তিনি অত্র সংস্থার

ডিজিটাইলাইজড যাবতীয় কার্যক্রমে (আইসিটি কর্মকান্ড, ই-ফাইলিং, ইনোভেশন, ই-জিপি, APA Software, GRS Software এবং ই-সার্ভিস ইত্যাদি) অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। তিনি বেনাপোল স্থলবন্দরে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনকালে বন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সর্ম্পকে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে। তিনি বন্দরের বাস্তব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বন্দরের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের তথ্য প্রযুক্তিতে রূপান্তরের জন্য এই উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করে। বর্ণিত কর্মকর্তার এই উদ্ভাবনী উদ্যোগটি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে ০৩/১২/২০১৮ তারিখে সেরা উদ্ভাবনী হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় বর্ণিত কর্মকর্তাকে Innovator হিসেবে সচিব মহোদয় কর্তৃক Certificate of Appreciation প্রদান করা হয়।

কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল

উদ্ভাবনী ধারণাটি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপ/কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। সে মোতাবেক বর্তমানে প্রস্তাবিত উদ্ভাবনটি (e-port management system এর ১ম মডিউলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) SRS সম্পন্ন করে বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

কর্মপরিকল্পনার উল্লেখ্যযোগ্য ধাপসমূহ :

- Arrange Budget Allocation
- TOR Final
- EOI
- Evaluation (EoI &RFP)
- Award/NOA
- System Requirement study
- System Analysis & Design
- System Development
- Integration, Hosting & Testing
- User Training & Handover
- Maintenance

বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিল

উদ্ভাবনী ধারণাটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করার জন্য বন্দরের আমদানি-রপ্তানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্টের সহিত বিভিন্ন সময় মতবিনিময় সভা করা হয়। সর্বশেষ ৩০-৩১ মার্চ, ২০১৯ তারিখ বুড়িমারী স্থলবন্দরে উদ্ভাবনী ধারণাটি নিয়ে আমদানি-রপ্তানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্টের সহিত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং Demo server এ উপস্থাপন করা হয়। এ ছাড়া এতদ্‌বিষয়ে বন্দর ব্যবহারকারী/সেবা গ্রহিতাদের সম্পৃক্ত করে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণ

এই উদ্ভাবনী উদ্যোগটি স্থলবন্দরে বাস্তবায়নের ফলে বন্দরে ভারতীয় গাড়ির অপ্রত্যাশিত দীর্ঘ সারি হ্রাস পাবে বিধায় বন্দরের রাস্তায় যানজট বা কোন যত্রতত্র গাড়ি অবস্থান করার সুযোগ নেই। ভারতীয় পণ্যবাহী গাড়ি দ্রুত ও স্বল্প সময়ে বন্দরের নির্ধারিত টার্মিনালে অবস্থান করতে পারবে। এছাড়া আমদানিকারকগণ/সেবাগ্রহীতাগণ বার বার বন্দর পরিদর্শন অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং তাদের আর্থিক সাশ্রয় হবে। বন্দরে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে সু-শৃঙ্খল পরিবেশ বিরাজ করবে। দ্রুত সময়ে পণ্য আনলোড করে ভারতীয় গাড়ি নিরাপদে ভারতে চলে যেতে পারবে এবং আমদানিকারক/সেবা গ্রহীতাগণ দ্রুত ও স্বল্প সময়ে আমদানিকৃত পণ্য খালাস/ডেলিভারী করতে পারবে। ভারতীয় গাড়িচালকদের নিয়ন্ত্রণ সহজ হবে। এছাড়া বন্দরে আগত আমদানিকৃত পণ্যবাহী ভারতীয় গাড়িচালকদের পণ্য আনলোড পর্যন্ত বন্দরে অবস্থানের সময়ে নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রন সহজ হবে। যেন ভারতীয় গাড়িচালকগণ বন্দরে অবস্থানকালীন কোন অনাকাঙ্ক্ষিত কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত হতে না হতে পারে। এছাড়া বন্দরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ টেকসই কর্মপরিবেশের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এ উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছে

কত ব্যক্তির জীবনমানে পরিবর্তন আনলো বন্দর ব্যবহারকারী যথাক্রমে আমদানিকারক, রপ্তানীকারক, ট্রান্সপোর্ট প্রতিনিধি, সিএন্ডএফ এসোসিয়েশন, ট্রাক মালিক সমিতি, শ্রমিক ব্যক্তিবর্গ।

সুদূরপ্রসারী কী কী অবদান রাখবে

- বন্দরে ভারতীয় গাড়িচালকদের নজরদারি ও গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হবে।
- যে কোন উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ভারতীয় গাড়িচালক/ গাড়ির তাৎক্ষনিক তথ্যাদি যাচাইকরণ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি।
- TCV কমবে ও Ease of Doing Business নিশ্চিত ।
- আমদানিকারক/সেবা গ্রহিতাগণ তার আমদানিকৃত পণ্য বন্দরে প্রবেশের তথ্য তাৎক্ষনিক Import No সহ Auto SMS এ নিশ্চিত হবেন এবং Mobile App এ ট্র্যাকিং সুবিধা এবং আমদানিকারকগণ import no. মোবাইলে নির্ধারিত কোডে send করলে ফিরতি SMS এ পণ্যের সর্বশেষ অবস্থা জানা।
- বন্দর মনিটরিং ব্যবস্থা সহজতর ও উন্নয়ন।
- সরকার তথা বন্দরের রাজস্ব বৃদ্ধি।
- দ্রুত ও স্বল্প সময়ে সেবা প্রদান।
- ভারতীয় গাড়ি অপ্রত্যাশিত দীর্ঘ সারি হ্রাস
- ভবিষ্যতে RFID (Radio Frequency Identification) মাধ্যমে তাৎক্ষনিক স্বল্প সময়ে পণ্যবাহী গাড়ির তথ্য এন্ট্রির ব্যবস্থা।
- বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন Dash Board এ তাৎক্ষনিক বন্দরে আমদানিকৃত পণ্য, পণ্য সংক্রান্ত, আমদানিকারক, ভারতীয় পণ্যবাহী গাড়ি সংক্রান্ত তথ্য অবহিতকরণ।

পদ্ধতি/সময়/ভোগান্তি/ব্যয়/সেবার মানে কী কী পরিবর্তন এনেছে

বর্তমানে বাস্থবকের আওতাধীন চালুকৃত স্থলবন্দর সমূহে প্রতিদিন বাংলাদেশের বর্ডার অভ্যন্তরে গড়ে প্রায় ৩০০-৫০০ ভারতীয় পণ্যবাহী গাড়ি বন্দরে প্রবেশ করে এবং বাৎসরিক গড়ে ৩,০০০ কনসাইনমেন্ট পণ্য হ্যান্ডলিং করা হয়। বর্ডার অভ্যন্তরে আগমনের পরে ভারতীয় গাড়িচালক কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্রানুযায়ী আমদানি পণ্য ও ভারতীয় গাড়িসহ চালকের তথ্যাদি বর্ডার কার্গো শাখায় রেজিষ্টার খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয় এবং ভারতীয় গাড়িচালককে ছবিবিহীন নিরাপত্তা পাস প্রদান করা হয়। এতে প্রায়শ ভারতীয় পণ্যবাহী গাড়ির অপ্রত্যাশিত দীর্ঘ সারি হয়ে থাকে এবং আমদানিকৃত পণ্যবাহী গাড়ী স্থলবন্দরের অভ্যন্তরে প্রবেশের পর আমদানিকৃত পণ্য, পণ্যের ওজন ও ভারতীয় গাড়ি সংক্রান্ত কোন তথ্যাদি তাৎক্ষনিক সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক/সেবা গ্রহীতা এবং বন্দর কর্তৃপক্ষ অবহিতকরণের কোন দাপ্তরিক/আধুনিক ব্যবস্থা নেই। এছাড়া বন্দরের অভ্যন্তরের প্রবেশের পর ভারতীয় গাড়িচালকের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের কোন সুযোগ নেই। ফলে আমদানিকারক বা সেবা গ্রহীতাদের TCV বেশি হয় অর্থাৎ। T (Time)- ৫ মিনিট, C (Cost)- ৩,০০০ টাকা, V (Visit)- ৩ বার। এরই ফলশ্রুতিতে ভারতীয় গাড়িচালকদের Barcode সম্বলিত তাৎক্ষনিক Photo Capture সহ ডিজিটাল নিরাপত্তা পাশ প্রদান এবং আমদানিকারকদের নিকট তাৎক্ষনিক পণ্য বন্দরে প্রবেশের ও পণ্যের ওজনের তথ্যসহ Auto SMS এ প্রেরণ এব import no. সহ নির্ধারিত কোডে SMS send করলে ফিরতি SMS এ পণ্যের সর্বশেষ অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে তথ্য ও প্রযুক্তির সহায়তায় এই উদ্ভাবনী উদ্যোগের অবতারনা হয়।

ব্যবহৃত সৃজনশীল পদ্ধতিসমূহ

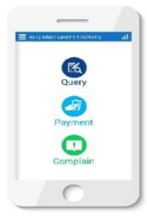

এই উদ্ভাবনী উদ্যোগ কার্যকর/বাস্তবায়িত হলে বন্দর ব্যবহারকারী বা আমদানিকারকদের TCV কমবে ও Ease of Doing Business নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি আমদানিকারক বা সেবা গ্রহীতাগণ ঘরে বসেই তাৎক্ষনিক তার আমদানিকৃত পণ্য বন্দরে প্রবেশের তথ্য ও পণ্যের প্রকৃত ওজন Auto SMS এ নিশ্চিত হবেন এবং Mobile Apps এর মাধ্যমে পণ্যের সর্বশেষ অবস্থার Tracking করতে পারবেন এবং আমদানিকারকগণ import no. মোবাইলে নির্ধারিত কোডে send করলে ফিরতি SMS এ পণ্যের সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারবে। এ ছাড়া বন্দর কর্তৃপক্ষ বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন Dash Board এ তাৎক্ষনিক বন্দরে আমদানিকৃত পণ্য, পণ্য সংক্রান্ত, আমদানিকারক, ভারতীয় পণ্যবাহী গাড়ি সংক্রান্ত তথ্য অবলোকন ও দীর্ঘমেয়াদী পণ্য/পণ্যবাহী ভারতীয় গাড়ি/গাড়িচালকের তথ্য সংরক্ষণ করা সহজ হবে। এতে বন্দরের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে এবং বন্দরে রাজস্বের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি

অংশীজন অর্থাৎ বন্দরের আমদানিকারক/রপ্তানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্ট/শ্রমিক ইউনিয়ন/ট্রান্সপোর্ট এসোসিয়েশনসহ কাস্টমস/ইমিগ্রেশন/উদ্ভিদ সংগনিরোধ/বিজিবি/পুলিশ প্রশাসন/জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহিত বর্ণিত উদ্ভাবনটির Software Requirment Specification (SRS) নিয়ে বুড়িমারী স্থলবন্দরে ৩১-০৩-২০১৯ তারিখ একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় (উপস্থিতির তালিকা সংযুক্ত)। মতবিনিময় সভায় আমদানিকারক প্রতিনিধিগণ বর্ণিত উদ্যোগটিকে স্বাগত জানান এবং আমদানিকারকগণ ঘরে বসে পণ্য বন্দরে প্রবেশের বিষয়টি তাৎক্ষণিক এসএমএস এ জানতে পারবেন মর্মে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এছাড়া মোবাইল অ্যাপস/ওয়েবপোর্টালে/ই-মেইলেও পণ্যের সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারবেন। প্রতিনিধিগণ ব্যবসায়ীদের দোড় গোড়ায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ভবিষ্যতে আরো যুগোপযোগী বন্দর ব্যবস্থাপনা নিয়ে সরকারের সহিত কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। Demo server (182.48.72.85/landport/) এ প্রস্তুতকৃত সফটওয়ার/ ধারণাটির বাস্তব চিত্র আমদানিকারক/ রপ্তানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্ট এর নিকট তুলে ধরা হয় এবং পণ্য বন্দরে প্রবেশের তথ্য ও পণ্যের ওজনের তথ্য তাৎক্ষণিক Auto SMS এ আমদানিকারক/ রপ্তানিকারক/সিএন্ডএফ এজেন্ট এর নিকট প্রেরণের কার্যক্রম প্রদর্শন করা হয়।

(ক) ভারতীয় গাড়িচালকদের Barcode সম্বলিত তাৎক্ষনিক Photo Capture সহ ডিজিটাল নিরাপত্তা পাশ প্রদান এবং আমদানিকারকদের নিকট তাৎক্ষনিক পণ্য বন্দরে প্রবেশের ও পণ্যের প্রকৃত ওজন সংক্রান্ত তথ্য Auto SMS এ প্রেরণের ধাপসমূহ সফট্ওয়্যারে উপস্থাপন চিত্র SMS

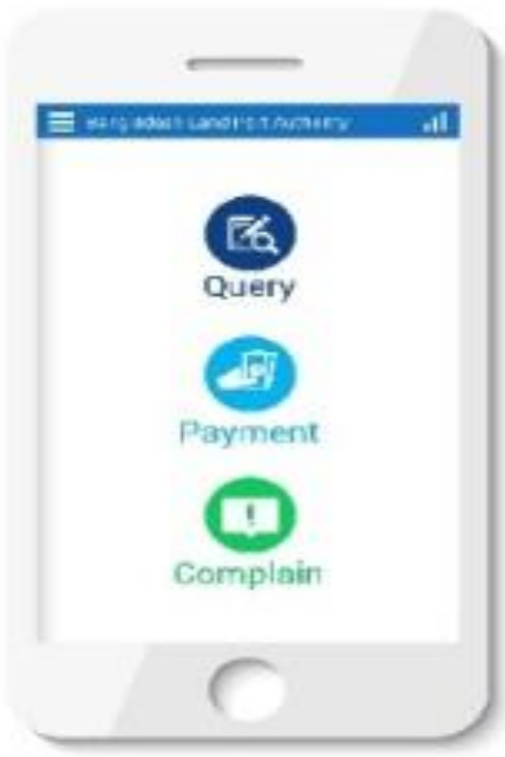

বুড়িমারী স্থলবন্দরে ৩১-০৩-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত অংশীজন অর্থাৎ বন্দরের আমদানিকারক/ রপ্তানিকারক/ সিএন্ডএফএজেন্ট/ শ্রমিক ইউনিয়ন/ ট্রান্সপোর্ট এসোসিয়েশনসহ কাস্টমস/ ইমিগ্রেশন/ উদ্ভিদ সংগনিরোধ/ বিজিবি/ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহিত বর্ণিত উদ্ভাবনটি demo server এর উপস্থাপন ও e-port management system এর SRS নিয়ে মতবিনিময় সভার তথ্য বাতায়নে Demo server এ আপলোডের লিংক 182.48.72.85/landport/(username: super_admin, password: super321)

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্যের নাম ও ঠিকানা	ছবি
জনাব মোহাম্মদ মশিউর রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ও সদস্য-সচিব, ইনোভেশন টিম বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় e-mail : shamim27us@yahoo.com Mobile : 01715011481	

মন্ত্রণালয়ের নাম: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

১০। উদ্ভাবনের শিরোনাম: গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক পল্লী জনপদ

কীভাবে যাত্রা শুরু/ পটভূমিঃ

বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহঃ

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের ৪০.৬% (বিবিএস,২০১৮) জনশক্তি কৃষিতে নিয়োজিত। অপরদিকে কৃষি জমির উপর নির্ভর করে ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা বর্তমানে দেশে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৮৫৬০৯৬৪.৭৫ হেক্টর (এআইএস ২০১৭) মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ০.০৫২ হেক্টর (এআইএস ২০১৭); বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির কারনে অপরিকল্পীতভাবে বসতবাড়ী তৈরী, কলকারখানা, রাস্তাঘাট, স্কুল/কলেজ নির্মানের ফলে প্রতি বছর প্রায় ৬৮,৭০০ হেক্টর (০.৮০%) কৃষি জমি অকৃষি খাতে পরিবর্তিত হচ্ছে (এসআরডিআই ২০১৬)। দেশের ৩৬,৪০,০০০ হেক্টর আবাদি জমিতে বিদ্যমান জৈব পদর্থের পরিমাণ গড়ে ১.৭% যা আদর্শ ৫% থাকা প্রয়োজন (এসআরডিআই ২০১৬)। উল্লিখিত কারণসমূহ দেশের উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তাকে বাধাগ্রস্থ করছে।

তাছাড়া অপরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নগর ও গ্রামীণ পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে। অপর দিকে কৃষি জমিতে যেখানে জৈব পদার্থের পরিমাণ ৫% থাকার কথা সেখানে তা হ্রাস পেয়ে ১% নেমেছে। পচনশীল জৈব পদার্থ স্থানান্তর ও ব্যবস্থাপনা ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্য। এখন পর্যন্ত ৫০% গ্রামীণ বসতবাড়ী জাতীয় গ্রীডের সাথে সংযুক্ত নয় (ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ২০১৪)। গ্রামের বেশীরভাগ বসতবাড়ী পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। পল্লী এলাকার ঘর-বাড়ীগুলি যত্রতত্র ছড়ানো ছিটানো অর্থাৎ অপরিকল্পিভাবে নির্মিত। বাড়ীঘরগুলি পরিবেশ বান্ধব ও মানসম্মত নয়। সেচ মৌসুমে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ ঘাটতি অর্থাৎ লোড সেডিং পরিলক্ষিত হয়। উল্লিখিত সমস্যাসমূহ বিবেচনায় এনে সমস্যাসমূহ সমাধান কল্পে গবেষণা পরিচালনা প্রয়োজন।

অনুপ্রেরণার উৎসঃ

কৃষি জমি রক্ষা এবং গ্রামাঞ্চলে উন্নত আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া বিগত ২০১৩ সালে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে; সমীক্ষায় দেখা যায়-

প্রতিটি বাড়ির জন্য ৫-৬ শতাংশ এবং সংযোগ রাস্তার জন্য প্রায় ২ শতাংশ সহ মোট ৮ শতাংশ জমি অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহৃত হয়। গ্রামের ৩.১০% জনগোষ্ঠী জীবিকা নির্বাহের জন্য বিদেশে অবস্থান করেন এবং তাঁরা বৈদেশিক রেমিটেন্স দেশে পাঠান। রেমিটেন্স অর্থের মূল প্রবনতাই হচ্ছে কৃষি জমি ক্রয় করে পাকা/আধা পাকা বসতবাড়ি নির্মাণ করা। অধিকাংশ গৃহে মানুষ গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির সাথে সহ অবস্থান করে; পৃথকভাবে গো-শালা ও হাঁস মুরগির খোয়াড় নির্মাণে অতিরিক্ত প্রায় ২ শতাংশ জমির প্রয়োজন হয়।

ঐ গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, বিদেশে কর্মরত জনগোষ্ঠী যারা রেমিটেন্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিকে স্বাবলম্বি করছেন তাদের অর্থে কৃষি জমিতে বাড়ী-ঘর নির্মাণের প্রবনতা সবচেয়ে বেশী এবং বৈদেশিক উপার্জনের সিংহভাগ সঞ্চয় তারা গৃহনির্মাণ, কৃষি জমি ক্রয়, ফ্ল্যাট এবং বাণিজ্যিক ভবন ক্রয়/নির্মান কাজে ব্যয় করে থাকেন।

১৯৬৯ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তরাজ্য সফরে গিয়ে ‘মডেল ভিলেজ’ পরিদর্শন করেন এবং

তিনি এ ‘মডেল ভিলেজ’ ধারনাটি বাস্তবায়নের আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ ভুলে এবং সমবায় মনোভাবাপন্ন হয়ে এক ছাতার নিচে বসবাসকারীদের নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তারই বাস্তব রূপায়ন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক ‘পল্লী জনপদ’।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন “এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলাদেশের মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি দেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণী আছে তারা চাকুরি না পায় বা কাজ না পায়।” এছাড়াও গ্রাম ও শহরের দূরত্ব কমিয়ে আনা ছিল তার ঐকান্তিক ইচ্ছা।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ (৩.১০) আমার গ্রাম, আমার শহর: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ পরিকল্পনা। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ (এসডিজি)-১১ লক্ষ্য অর্জন। সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা, সর্বোপরি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তিতে (২০২১) মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা, স্বাধীনতার শতবছর পূর্তিতে (২০৭১) সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন এবং ডেল্টা প্ল্যান (২১০০) নিরাপদ ব-দ্বীপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ।

কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলঃ

• দেশের প্রতিটি বিভাগে ১টি করে মোট ৭টি গ্রামে (প্রতিটি গ্রামে ২৭২টি পরিবার) পাইলটিং আকারে মোট ১৯০৪টি পরিবার নিরাপদে আধুনিক নাগরিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সমবায় ভিত্তিক বহুতল ভবনে বসবাসের সুযোগসৃষ্টির লক্ষ্যে পল্লী জনপদ বিল্ডিং নির্মাণ। বিল্ডিংটি যেন পরিবেশবান্ধব হয় তা এর ডিজাইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল।

• প্রতিটি গ্রামে ২৭২ পরিবার একত্রে বসবাসের পাশাপাশি পৃথক ভবনে ৫০০টি গরু এবং ১৬১২৬টি মুরগী পালনের সুযোগ;

• স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত নতুন টেকসই ও স্বল্প খরচের প্রযুক্তি (ফেরো সিমেন্ট ছাদ, স্যান্ডুইচ প্যানেলের রুফটপ; পরিবেশ বান্ধব অপেক্ষকৃত কম ওজনের হলো ব্রিকস) ব্যবহার করে পল্লী জনপদ ভবন নির্মিত হচ্ছে। ফলে ভবনের নিজস্ব ওজন কম হওয়ায় ফাউন্ডেশন ব্যয় কম ও স্বল্প মূল্যে উন্নত গৃহ নির্মাণ (টাকা ১৬০৪ প্রতি বর্গ ফুট) করা;

• সকল ধরনের বর্জ্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে রান্নার কাজে জ্বালানী হিসেবে সরবরাহ করা। এছাড়াও বায়োগ্যাস স্লারি থেকে উৎকৃষ্টমানের জৈব সার উৎপাদিত হবে যা মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

• নিরাপদ পানি সরবরাহের জন্য গভীর নলকূপ চালনায় সোলার সিস্টেম এর প্রচলন । এছাড়াও ভবনের দক্ষিণ ছাদে স্থাপিত সোলার প্যানেল হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রতিটি বাসায় লোড শেডিং সময়কালীন ব্যবহারের সুযোগ থাকবে।

বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিলঃ

• ২৭২ টি গ্রামীন পরিবারকে একই ছাদের নিচে নিয়ে আসা একটি বড় চ্যালেঞ্জ;

• বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত ভিন্ন ভিন্ন পেশা, আয়, ধর্ম, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পরিবেশের মানুষকে একই সমমনা ও একত্রে বসবাসের মনমানসিকতায় নিয়ে আসা।

• সমিতিভুক্ত সকল সদস্যগণ যারা কর্মক্ষম কিন্তু বেকার। তাদের বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত করা ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। যা পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও আরডিএ ঋণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।

• গ্রামীন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা ও তাদের শহরমুখি প্রবনতা হ্রাস করা আরেকটি চ্যালেঞ্জ। উদ্ভাবনীমূলক পল্লী জনপদ প্রকল্পে আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শহরমুখিতা হ্রাস পাবে।

টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণঃ

গ্রামের মানুষের শহরমূখী প্রবণতার মূল কারণ হচ্ছে গ্রামে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত পরিবেশ বান্ধব আবাসন সুবিধার অভাব। বছরব্যাপী কাজের অনিশ্চয়তা, কম উৎপাদন ও সস্তা শ্রমমূল্য, পানি সরবরাহ ও বিদ্যুৎ সঞ্চলনের অপ্রতুলতা, সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব, সমবায় ভিত্তিক জন অংশগ্রহনমূলক ব্যবস্থা না থাকায় যে কোন উদ্ভাবনী টেকসই হয় না। উদ্যোগটি টেকসই করণে স্বল্প মূল্যের (টাকা ১৬০৪/বর্গফুট) উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্মাণ খরচ কমানো, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমবায়ী মনোভাব সৃষ্টি ও বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডেরর উপর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি। দক্ষ জনশক্তিকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পুঁজির সংস্থান (ক্ষুদ্র ও মাঝারি ঋণ) করে সাবলম্বি করে তোলা এবং ফ্ল্যাটের মূল্য পরিশোধের সক্ষমতা উন্নয়ন। ২৭২টি পরিবারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক পরিকল্পনা গ্রহণ করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি ও ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে টেকসইকরণ।

প্রতিটি পাইলটিং এলাকায় টাকা ১০০ লক্ষ ঘূর্ণায়মান সীড ক্যাপিটাল/পুঁজির মাধ্যমে সুফলভোগীদের সাবলম্বি করে তোলা কার্যক্রমে নিয়োজিত জনবল উক্ত ভবনের গঠিত কমিটির সম্মতিতে সকল কার্যক্রম দেখভাল করবে। তাছাড়া আরডিএ, বগুড়া পরিচালিত সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট; সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার; ক্যাটেল রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার; রিনিউএ্যাবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার; চর ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার; কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট সেন্টার; এবং পল্লী পাঠশালা রিসার্চ সেন্টার তাদের স্ব-স্ব কার্যক্রম ও দায়িত্ব পাইলটিং এলাকায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম টেকসই করণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছে /কত ব্যক্তির জীবনমানে পরিবর্তন আনলোঃ

পল্লী জনপদে মোট ২৭২টি সুফলভোগী পরিবারের প্রত্যক্ষভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হবে। এছাড়া প্রতিটি পরিবারের সদস্য সংখ্যা গড়ে ০৫ (পাঁচ) জন হিসেবে (২৭২ পরিবার **X** ৫ জন **X** ৭ টি পাইলটিং এলাকা) = ৯৫২০ জন সদস্য প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে। ফ্ল্যাটে বসবাসকারী (মালিক পরিবার) কর্মক্ষম পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ভিত্তিক নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যদের মাঝে আরডিএ ঋণ প্রদান করা হবে। ফ্ল্যাটে বসবাসকারী সদস্যদের নিয়ে কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি গঠন করা হবে। এই কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে তাদেরকে ভবিষ্যত তহবিল গঠনের জন্য সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে গঠিত পুঁজি বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ব্যবহার করা হবে। কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন পন্য বাজারজাত করে সঠিক মূল্য সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা সম্ভব হবে। এছাড়াও ফ্ল্যাটে বসবাসকারী আগ্রহী সদস্যগণ পল্লী জনপদে বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা পরিচালনা ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে আয় করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। যেমন- ডিপার্টমেন্টাল শপ, বুক ও স্টেশনারী দোকান, দর্জি, সেলুন, ঔষধের দোকান, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার ল্যাব, গ্রন্থাগারসহ চিকিৎসা কেন্দ্র, পোল্ট্রী ও ডেইরী টেকনিশিয়ান রুম ইত্যাদি পরিচালনার মাধ্যমে সদস্যগণের আর্থ-সামাজিক জীবনমান উন্নয়ন সম্ভব হবে।

সুদূরপ্রসারী কী কী অবদান রাখবেঃ

- কৃষি জমির অপচয় রোধ হবে;
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর রিচার্জ হবে;
- সম্পূর্ণ নতুন টেকনোলজি যেমন- ফেরো-সিমেন্ট-এর ছাদ ও হলোব্লক দ্বারা নির্মিত দেয়াল তৈরী হওয়ায় টপ সয়েল পুড়িয়ে ইট

তৈরী না করে এ ধরণের পরিবেশ বান্ধব গ্রীণ টেকনোলজি বাস্তবায়নে অনুকরনীয় অবদান রাখবে;

ছাদে সোলারের মাধ্যমে বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকায় জাতীয় গ্রীডে চাপ কম পড়বে;

প্রতিটি পাইলটিং এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরী হবে, যেখানে পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হবে ফলে পরিবেশের উন্নতির পাশাপাশি বায়োগ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারের রান্নার জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রতিদিন পাইলটিং এলাকায় ১ টন উন্নত জৈবসার তৈরী হবে, যেখানে পরিবেশ বান্ধব কৃষি তথা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে;

পদ্ধতি/সময়/ ভোগান্তি/ব্যয়/সেবার মানে কী কী পরিবর্তন এনেছেঃ

- প্রতিটি পাইলটিং এলাকায় ২৭২ টি পরিবার সমবায় ভিত্তিক একই ধারনায় একসাথে বসবাস করবেন;
- যেহেতু এ সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের বসবাস থাকবে; বিধায় এখানে উচু-নিচুর কোন ভেদাভেদ থাকবে না। পাশাপাশি একে অপরের কাছ থেকে নতুন জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও তথ্য জানতে পারবেন;
- কমিউনিটি এ্যাপ্রোচে গরু ও মুরগী পালন করা হবে; বিধায় আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সকলের পারস্পরিক অংশগ্রহণে উৎসাহ যোগাবে;
- কমিউনিটিতে বসবাসের ফলে নারী নির্যাতন, যৌতুক, বাল্যবিবাহ অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব হবে।
- প্রতিটি পাইলটিং এলাকায় একই ছাদের নিচে সব ধরনের সেবা যেমন- দৈনন্দিন কেনাকাটা, ফার্মেসি, দর্জিদোকান, টেকনিশিয়ান, কৃষি ও প্রানী সহকারী, ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার প্রয়োজনীয় উপকরণাদি, ইন্টারনেট ইত্যাদি পাওয়া যাবে। বিধায় প্রতিটি পরিবারে এবং সেই সাথে আশে-পাশের জনগোষ্ঠির ভোগান্তি, সময় ও ব্যয় বহুগুনে হ্রাস পাবে।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি

- বাজারে প্রচলিত ফ্লাটের তুলনায় কম দামে (সাধ্যের মধ্যে) ফ্লাটের মালিক হওয়া।
- বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ পাওয়া।
- সমবায়ভিত্তিক কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হওয়া।
- কম সুদে (সার্ভিস চার্জ) আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর ঋণ সুবিধা পাওয়া।
- ফ্লাটের বসবাসের ক্ষেত্রে বেশি নিরাপত্তার সুযোগ সৃষ্টি হওয়া।
- পল্লী জনপদের ফ্লাটে বসবাস করাটা সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া।
- ফ্লাটে বিভিন্ন পেশাজীবি বসবাস করায় বিভিন্ন সেবা ও কাজের ক্ষেত্রে সহজে সহযোগীতা পাওয়া এবং সৌর বিদ্যুৎ ও বায়োগ্যাসের সুবিধা থাকায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ব্যয় হ্রাস পাওয়া।

- টিভিসি (তথ্য বাতায়নে আপলোড করে লিংক উল্লেখ করুন)।

www.rda.gov.bd

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	ছবি
মোঃ আমিনুল ইসলাম মহাপরিচালক, পউএ, বগুড়া।	
মোঃ নজরুল ইসলাম খান যুগ্ম-পরিচালক, পউএ, বগুড়া।	
মোঃ ফেরদৌস হোসেন খান যুগ্ম-পরিচালক, পউএ, বগুড়া।	
মোঃ দেলোয়ার হোসেন উপ-পরিচালক, পউএ, বগুড়া।	
মোঃ আবিদ হোসেন মৃধা উপ-পরিচালক, পউএ, বগুড়া।	
শেখ শাহরিয়ার মোহাম্মদ উপ-পরিচালক, পউএ, বগুড়া।	
মোঃ আরিফ হোসেন জুয়েল সহকারী পরিচালক, পউএ, বগুড়া।	

মন্ত্রণালয়ের নাম: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয় ।

সংস্থা: পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি

১১। উদ্ভাবনের শিরোনাম: ভূমি নামজারী/ বিবিধ মামলার নিস্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য ।

কীভাবে যাত্রা শুরু/পটভূমি:

খাগড়াছড়ি জেলার মোট ৯টি উপজেলায় উপকারভোগীর সংখ্যা মোট ৬ লাখেরও বেশী। ভূমি নামজারী ও বন্দোবস্তী মামলার নথির অবস্থা সম্পর্কে জানতে এ সকল উপকারভোগীকে জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এ পরিষদে বার বার আসতে হয়। তাছাড়া, মামলাটি সম্পর্কে কেউ আপত্তি/নিস্পত্তি/অনুমোদন হয়েছে/দিয়েছে কিনা? কবে এ সম্পর্কে পরিষদের সভা হবে এবং কার সাথে যোগাযোগ করবে- এ সম্পর্কিত তথ্য জানার জন্য তাদের অর্থ ও সময় অপচয় হয় এবং চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়। এ সমস্ত সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য জন্য ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট ইনোভেশন টিমকে এ পরিষদের ভূমি বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে একাধিক বার সভা করতে হয়। সভার ফলশ্রুতিতে একটি অনলাইন ভিত্তিক “ভূমি নামজারী ও বন্দোবস্তী মামলার নথির অবস্থা” সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। যেটির মাধ্যমে সাধারণ জনগণ শুধুমাত্র তাদের মামলার নম্বর দিয়ে নথির বর্তমান অবস্থা (আপত্তি/নিস্পত্তি/প্রক্রিয়াধীন), সভার সম্ভাব্য তারিখ ও দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির যোগাযোগের পদবি, নাম ও মোবাইল সম্পর্কে জানতে পারবে । উদ্ভাবনটি টেকসইকরণের জন্য ভূমি শাখায় ভূমি নামজারী ও বন্দোবস্তী মামলার নথির অবস্থা, সভার সম্ভাব্য তারিখ ও দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির যোগাযোগের পদবি, নাম ও মোবাইলসহ তথ্য প্রদানের জন্য অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে এবং ইনোভেশন টিম কর্তৃক উদ্ভাবনটির কার্যক্রম সবসময় তদারকি করা হচ্ছে । তাছাড়া, এ পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সার্বিক সহযোগিতা করার কারণে উদ্ভাবনটি বাস্তবায়ন দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে ।

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছে :

এ উদ্ভাবনটি বাস্তবায়নের কারণে খাগড়াছড়ি জেলার জনগণ ঘরে বসেই খুব সহজেই তাদের ভূমি বিষয়ক নামজারী তথ্য সম্পর্কে জানতে পারছে । আগে জনগণ এ বিষয়ে জানতে দুই/তিন দিন সময় লেগে যেত । জানার জন্য অফিসে বার বার আসতে হতো । এখন, এক দিনে জানতে পারছে । ফলে, তাদেরকে স-শরীরে এসে তথ্য জানার জন্য ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে না, সময় ও অর্থ আর অপচয় লাঘব হয়েছে । এ উদ্ভাবনটির মাধ্যমে ভবিষ্যতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা চলে আসবে এবং সময় বাঁচবে ও কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে ।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি:

দীঘিনালা উপজেলার ৩০নং বড়মেরুং মৌজার বাসিন্দা মো: ছামাদ শেখ জানান, খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের এ উদ্যোগের ফলে ভূমি নামজারি/মামলার নথির অবস্থা জানার জন্য যে সময় ও টাকা ব্যয় হতো, তা এখন আর হচ্ছে না ।

সদর উপজেলার ২৬৪ নং ভূয়াছড়ি মৌজার বাসিন্দা সুকৃতি চাকমা বললেন, “ এতদিন ভূমি নামজারি ও এ বিষয়ে কবে চুড়ান্ত মিটিং হবে জানার জন্য দিনের পর দিন বিভিন্ন মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে হয়েছে এবং চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে। এখন বাড়িতে বসে ঐ তথ্যগুলো যে পাবো তা কল্পনা করতে পারিনি ।”

ফিরোজ মিয়া, বললেন, ভূমি নামজারি/মামলার অবস্থা জানার জন্য রামগড় উপজেলা থেকে জেলা পরিষদে যেতে আমার মোট দুই ঘন্টা সময় লাগতো, তার মানে যাওয়া আসা মোট চার ঘন্টা । কিন্তু, এ সুবিধাটি করার কারনে আমার আর কষ্ট করে যেতে হচ্ছে এবং মূল্যবান সময়টি অন্য কাজে লাগাতে পারছি”

উদ্ভাবনের ছবি:

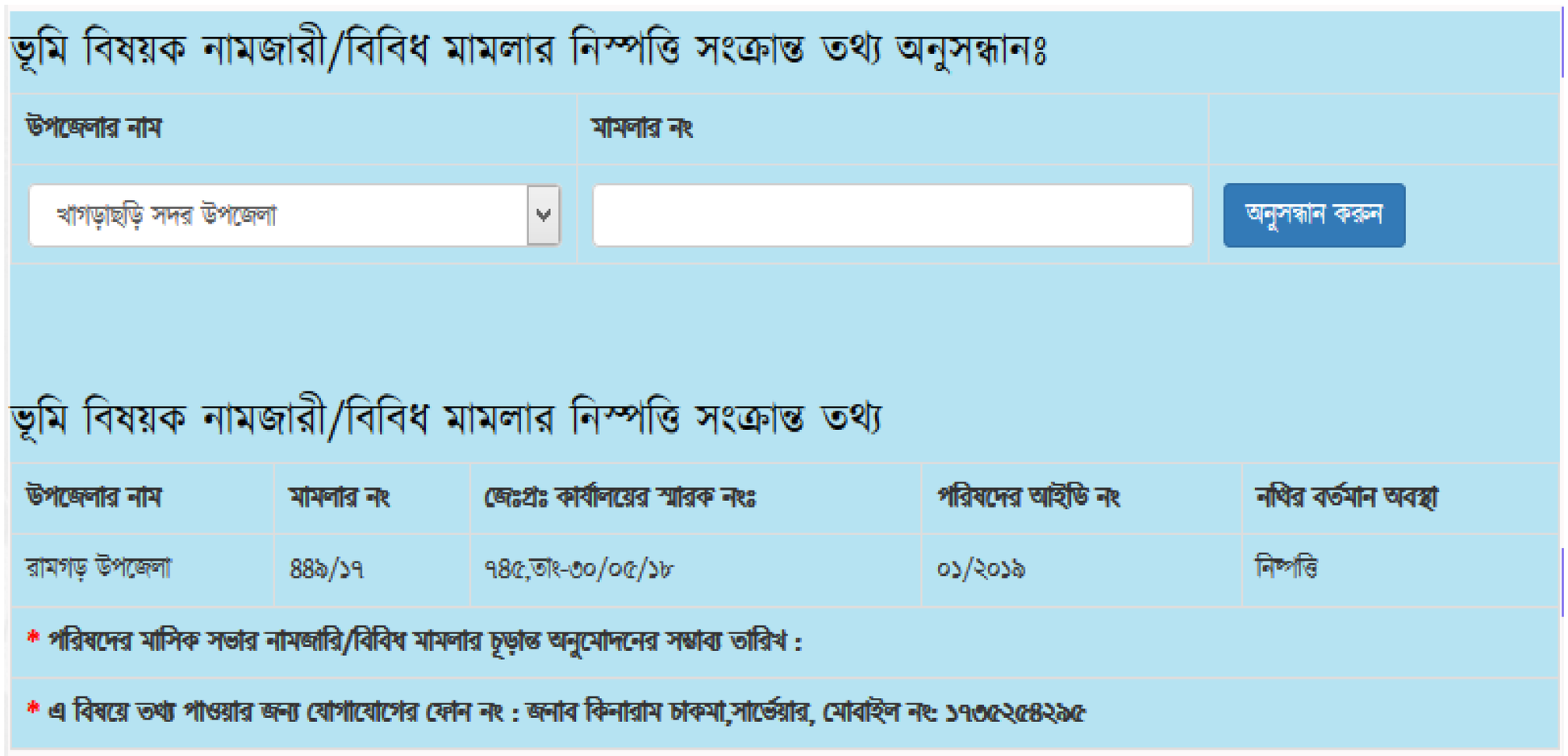

ভূমি বিষয়ক নামজারী/বিবিধ মামলার নিস্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য অনুসন্ধানঃ

উপজেলার নাম	মামলার নং	
খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা		অনুসন্ধান করুন

ভূমি বিষয়ক নামজারী/বিবিধ মামলার নিস্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য

উপজেলার নাম	মামলার নং	জেঃপ্রঃ কার্যালয়ের স্মারক নংঃ	পরিষদের আইডি নং	নথির বর্তমান অবস্থা
রামগড় উপজেলা	৪৪৯/১৭	৭৪৫,তাং-৩০/০৫/১৮	০১/২০১৯	নিস্পত্তি
* পরিষদের মাসিক সভার নামজারি/বিবিধ মামলার চূড়ান্ত অনুমোদনের সম্ভাব্য তারিখ :				
* এ বিষয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য যোগাযোগের ফোন নং : জনাব কিনারাম চাকমা,সার্ভেয়ার, মোবাইল নং: ১৭৩৫২৫৪২৯৫				

উদ্ভাবনটির লিংক: https://khdc.portal.gov.bd/site/page/0b1063eb-08b3-40de-bd4b-943dffdc0cf2/- or http://khdc.gov.bd/Land

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্য/ সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	ছবি
জনাব মো: নূরুজ্জামান, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি ।	
জনাব টিটন খীসা, নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি ।	
জনাব জীবন রোয়াজা, নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি ।	
জনাব প্রভাঙ্কর দেওয়ান, আইটি কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি ।	

মন্ত্রণালয়ের নাম: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ।

সংস্থা: পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি

১২। উদ্ভাবনের শিরোনাম: KHDC Phonebook মোবাইল অ্যাপস

কীভাবে যাত্রা শুরু/পটভূমি:

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাসহ রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলা বাসিন্দারা বিশেষভাবে এ জেলার বাসিন্দাদের প্রায়সময় দেখা যায় যে এ পরিষদের ও হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যোগাযোগের তথ্য পেতে কারো না কারোর কাছে যেতে হচ্ছে বা ফোন করতে হচ্ছে। ফলে তাদের মূল্যবান সময় ও অর্থের অপচয় হচ্ছে । এ সমস্ত সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট ইনোভেশন টিমকে একাধিকবার সভা করে KHDC Phonebook নামক মোবাইল অ্যাপস তৈরি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি KHDC Phonebook নামক মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়। এ অ্যাপসটি বাস্তবায়নের আগে ইনোভেশন টিমকে এ পরিষদের ও হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যোগাযোগের তথ্য ছবিসহ সংগ্রহ করতে হয় এবং সফটওয়্যার নির্মাতার সাথে বসে ডিজাইন করতে হয়। তাছাড়া, এ পরিষদের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সার্বিক সহযোগীতা করার কারণে মোবাইল অ্যাপস বাস্তবায়ন দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। উদ্ভাবনটি টেকসইকরণের জন্য ইনোভেশন টিম কর্তৃক উদ্ভাবনটির কার্যক্রম সবসময় তদারকি করা হচ্ছে ।

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছে:

এ মোবাইল অ্যাপসটি বাস্তবায়নের কারণে খাগড়াছড়ি জেলার জনগণ ঘরে বসেই খুব সহজেই খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যোগাযোগের তথ্য পাচ্ছে। একসাথে একাধিক জনকে ম্যাসেজ, ই-মেইল ও ফোন করতে পারছে। আগে জনগণকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বার বার আসতে হতো এবং অফিসে গিয়ে ধরনা দিতে হতো। এখন, তাদেরকে স-শরীরে এসে তথ্য জানার জন্য ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে না, সময় ও অর্থ আর অপচয় হচ্ছে না। এ উদ্ভাবনটির মাধ্যমে ভবিষ্যৎতে জনগণের সময় বাঁচবে ও কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে ।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি:

এ অ্যাপটির সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানার জন্য কয়েক জন উপকারভোগীর সাথে কথা হয়। খাগড়াছড়ি গুইমারা উপজেলার মংরুবাই মারমা বললেন “এ অ্যাপটির কারণে খুব সহজেই বিভিন্ন সরকারী সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছি। খুব সহজেই ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে আমাদের অভিযোগ ব্যাপারে কথা বলতে পারছি”।

খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার রুশদীনা আক্তারের সাথে কথা হয়। তিনি বললেন, এ উদ্যোগটির কারণে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও হস্তান্তরিত বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যোগাযোগের তথ্য পেতে তার আগে যে মূল্যবান সময় ও টাকা অপচয় হতো। তা এখন আর হচ্ছে না।, ঘরে বসেই তথ্যগুলো পাচ্ছি”।

ফিরোজ মিয়া, বললেন ভূমি নামজারি/মামলার অবস্থা জানার জন্য রামগড় উপজেলা থেকে জেলা পরিষদে যেতে আমার মোট দুই ঘন্টা সময় লাগতো, তার মানে যাওয়া আসা মোট চার ঘণ্টা। কিন্তু, এ সুবিধাটি করার কারণে আমার আর কষ্ট করে যেতে হচ্ছে না এবং মূল্যবান সময়টি অন্য কাজে লাগাতে পারছি”।

উদ্ভাবনের ছবি:

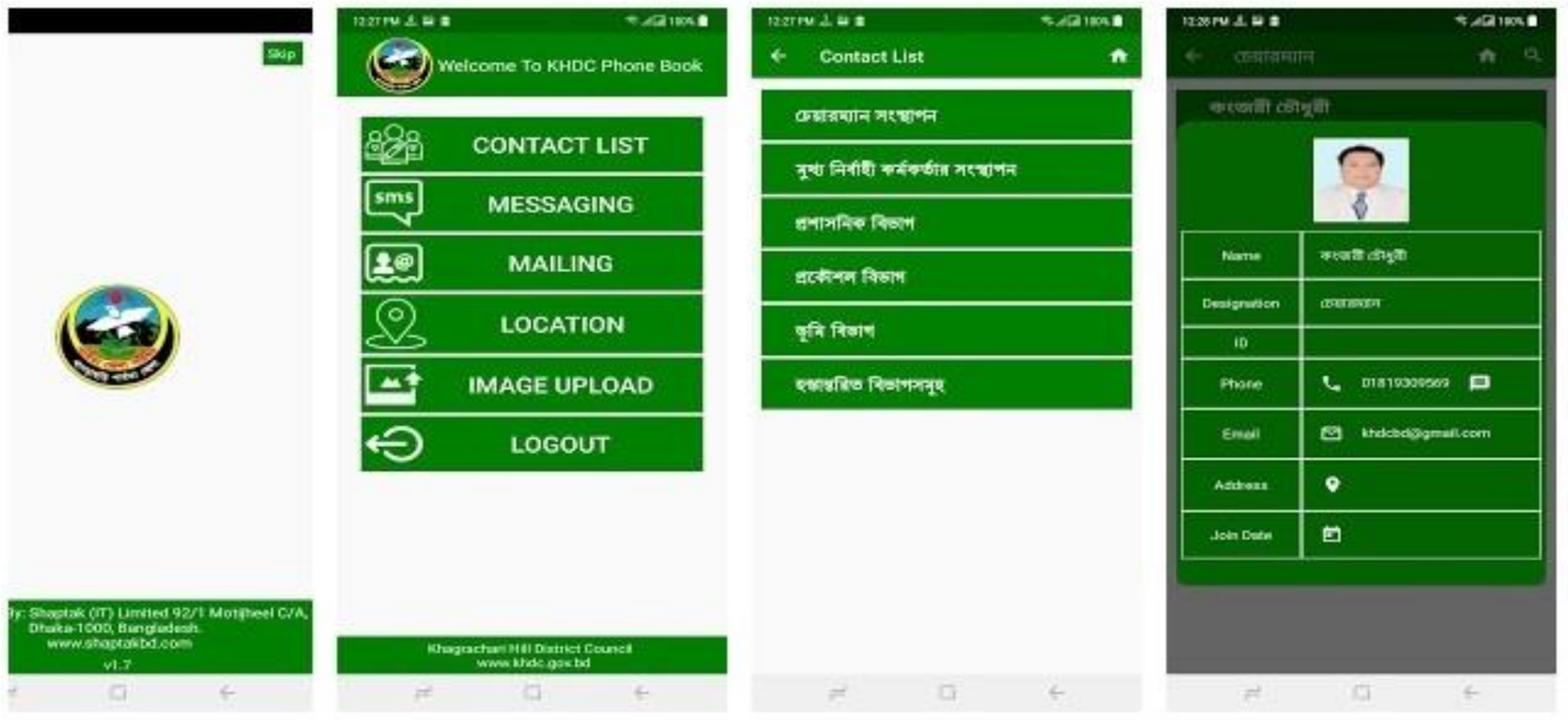

উদ্ভাবনটির লিংক: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sr.khdc

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম:

সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	ছবি
জনাব মো: নূরুজ্জামান, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি ।	
জনাব টিটন খীসা, নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি ।	
জনাব জীবন রোয়াজা, নির্বাহী প্রকৌশলী, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি ।	
জনাব প্রভাঙ্কর দেওয়ান, আইটি কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি ।	

মন্ত্রণালয়ের নাম: বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

১৩। উদ্ভাবনের শিরোনাম: লোগো ব্র্যান্ডিং

কীভাবে যাত্রা শুরু/ পটভূমি

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে যুগ্ম সচিব প্রশাসন ও চিফ ইনোভেশন অফিসার জনাব খুরশীদ আলম "প্রাকৃতিক তন্তু, সূতা ও পাটের আঁশ দ্বারা প্রস্তুতকৃত বস্ত্র ও পাট পণ্য আলাদাভাবে পরিচিতির জন্য লোগো ব্রান্ডিং" – শীর্ষক ইনোভেশন আইডিয়া প্রদান করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইনোভেশন টিমের ০৮-০৮-২০১৮ তারিখের সভায় আইডিয়াটি বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়। আইডিয়াটি বাস্তবায়নের কার্যক্রম হিসেবে একজন বিশিষ্ট চিত্রকরকে দিয়ে ইনোভেশন টিমের সদস্যদের এ সংক্রান্ত পৃথক পৃথক ধারণাগুলোর বিভিন্ন দিক বিচার বিশ্লেষণ করে একটি লোগো তৈরী করা হয়। পরবর্তীতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় সম্মতিক্রমে লোগোটি ২৪.০০.০০০০.১১১.২০.০৩০.১৬-১৭৬ স্মারক মূলে ৪ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে পরিপত্র আকারে প্রকাশিত হয়।

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছে / কত ব্যক্তির জীবনমানে পরিবর্তন আনলো

লোগোটি ব্যবহারের ফলে পাটজাত পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ আগের চাইতে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রায় ৫ লক্ষ ৭ হাজার ২০০ জন উদ্যোক্তার জীবন মানে পরিবর্তন এনেছে।

সুদূর প্রসারী কী কী অবদান রাখবে

লোগো ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন জুট ও টেক্সটাইল মিল বা উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রাকৃতিক ভাবে উৎপাদিত তন্তু, সূতা বা পাটের আঁশ দ্বারা প্রস্তুতকৃত বস্ত্র ও পাটজাত পণ্যকে কৃত্তিম তন্তু বা সূতা বা আঁশ দ্বারা প্রস্তুতকৃত বস্ত্র ও অন্যান্য পণ্য হতে আলাদা করে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। এছাড়াও লোগোটি ভোক্তাকে নিশ্চিত করবে যে, পণ্যটি পরিবেশ বান্ধব এবং প্রাকৃতিক তন্তু , সূতা বা পাটের আঁশ

হতে তৈরী করা হয়েছে। সাধারণভাবে যে কোন পণ্য বাজারজাত, বিক্রয় , প্রসার বা বিপননের জন্য প্রচার করা ব্যয়বহুল তবে, এ লোগো ব্যবহারের মাধ্যমে কম খরচে এ সকল পণ্যের পরিচিত ও প্রচার করা সহজ হবে। এছাড়াও এই লোগোটি ব্যবহারের ফলে পাটজাত পণ্যের বিক্রয়ের হার আগের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

পদ্ধতি/ সময়/ ভোগান্তি/ ব্যয়/ সেবার মানে কী কী পরিবর্তন এনেছে

এ লোগো ব্যবহারের ফলে বস্ত্র ও পাট পণ্যের পরিচিতি, বিপনন, বাজারজাত, রপ্তানি ও উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাট পণ্যের বিপণন ও বাজার বৃদ্ধি পাওয়ায় পাটের চাহিদা বেড়েছে এবং কৃষক পাট চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। এর ফলে পাট চাষীদের জীবনযাত্রার মান দিন দিন আরও উন্নত হচ্ছে ।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি

উদ্যোক্তাগণ জানান, গত ০৯/০১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় পাটজাত পণ্যে এই লোগো ব্যবহারের ফলে পণ্যের বিক্রয় আগের তুলনায় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। উদ্যোক্তাগণ আরও জানান লোগোটি ব্যবহারের ফলে ক্রেতাদের কাছ থেকে খুবই ভাল সাড়া পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও ৬-৭ মার্চ জাতীয় পাট দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মেলা, ১৩-১৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত বৈশাখী মেলা এবং অন্যান্য মেলায় পাটজাত পণ্যে লোগোটি ব্যবহারের ফলে উদ্যোক্তাদের বিক্রয় আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এই লোগো ব্যবহারের ফলে ভবিষ্যতে বিক্রয়ের ধারা অব্যাহত থাকবে বলে উদ্যোক্তাগণ আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	ছবি
১। জনাব খুরশীদ আলম, যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) এবং চিফ ইনোভেশন অফিসার, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ২। জনাব সাবিনা ইয়াসমিন, যুগ্ম সচিব (সদস্য), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ৩। জনাব খেনচান, উপসচিব (সদস্য), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ৪। জনাব এ.টি.এম আলিমুজ্জামান, সিস্টেম এনালিস্ট (সদস্য), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ৫। জনাব আমিনুল ইসলাম, প্রোগ্রামার (সদস্য), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা। ৬। জনাব নাসির উদ্দিন, সহকারী প্রোগ্রামার (সদস্য সচিব), বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	

মন্ত্রণালয়ের নামঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।

১৪। উদ্ভাবনের শিরোনামঃ “আলোর ফেরিওয়ালা” (গ্রাহক অফিসে নয়, অফিসই গ্রাহকের বাড়ি বাড়ি)

পটভূমিঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগ “ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ” এর আওতায় সারাদেশে উপজেলা শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রত্যন্ত গ্রামের সকল মানুষকে দ্রুত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান এর দিকনির্দেশনায় সারাদেশে স্পট মিটারিং কার্যক্রম শুরু করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় নির্দিষ্ট একটি স্থানে নির্দিষ্ট দিনে গ্রাহকদের আসার জন্য মাইকিং করে জানানো হয়। গ্রাহকগণ উক্ত স্থানে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় টাকা জমা দিয়ে ঐ দিনই মিটার সংযোগ গ্রহণ করতে পারতেন। বিদ্যুৎ সংযোগের প্রক্রিয়াকে আরও দ্রুত, সহজ, হয়রানিমুক্ত ও গ্রাহক বান্ধব করার লক্ষ্যে মিটার সংযোগের যাবতীয় প্রক্রিয়া যেমনঃ মিটার, সার্ভিস ড্রপ তার, টাকা জমা গ্রহণের রশীদ বই, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ০২জন লাইনম্যান, একজন ওয়্যারিং পরিদর্শকসহ “আলোর ফেরিওয়ালা” নামে একটি গ্রাম্য ভ্যানে করে গ্রাহকের বাড়ি বাড়ি পৌছে স্পটে আবেদন গ্রহণ, পরিদর্শন, প্রয়োজনীয় অর্থ জমা নিয়ে মাত্র ৫মিনিটে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে। এখানে আবেদন ফি ভ্যাটসহ ১১৫/- টাকা, জামানত

বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জ সমূহঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষনা অনুযায়ী আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌছানোর জন্য সনাতন পদ্ধতিতে চ্যালেঞ্জ ছিলো। এক শ্রেণীর দালাল গ্রামের অসহায় দরিদ্র লোকজনকে পুঁজি করে ৮/১০ হাজার টাকা নিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে দিনের পর দিন হয়রানি করে আসছিল। ফলশ্রুতিতে যথাসময়ে হয়রানিমুক্ত ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো কিছুটা বিঘ্নিত হয়। “আলোর ফেরিওয়ালা” কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রাহককে অফিসে নয়, অফিসই গ্রাহকের বাড়িতে হাজির হয়। ফলে গ্রাহক ভোগান্তি সম্পূর্ণভাবে দূর হয়েছে এবং স্থানীয় দালালদের উপদ্রব বন্ধ হয়েছে।

অনুপ্রেরণার উৎসঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায়ই বলেন-“আমাদের সেবাসমূহকে জনগণের দোর গোড়ায় নিয়ে যেতে হবে। জনগণকে আপন ভাবতে হবে”। গ্রাহকসেবা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যুৎ ও জ্বালানী উপদেষ্টা, বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব মহোদয়গণ বিভিন্ন সময় তাগিদ দেন। এছাড়া বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মঈন উদ্দিন (অবঃ) গ্রাহক সেবা আরো দ্রুত, সহজ ও উন্নত করার জন্য বারংবার দিকনির্দেশনা দেন। হয়রানিমুক্ত গ্রাহক সেবা প্রদানের জন্য সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন। সকলের দিকনির্দেশনা ও গ্রাহক সেবার স্বার্থে ঘুষ, দুর্নীতি ও হয়রানিমুক্ত বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রাহকের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য “আলোর ফেরিওয়ালা” কার্যক্রম অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ২০২১ সালের মধ্যে সকল গ্রাহকের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছিয়ে দেয়াসহ আরো দ্রুত, সহজ ও হয়রানিমুক্ত গ্রাহক সেবার জন্য "আলোর ফেরিওয়ালা" কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ক) গ্রাহক সচেতনতার জন্য মাইকিং, পোষ্টার, লিফলেট প্রচার করা হয়েছে।

খ) বিভিন্ন উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ, স্কুল, কলেজ, হাটবাজারে জন সাধারণকে নিয়ে মোটিভেশন সভা আয়োজন করা হয়েছে।

গ) স্থানীয় ডিস চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে।

বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিল

নতুন সংযোগসহ গ্রাহক সেবার জন্য আরো পরিধি বৃদ্ধির জন্য বিআরইবি এর চেয়ারম্যান মহোদয় গত ০৩/০১/২০১৯ তারিখ এক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারাদেশে প্রতিদিন ৮০ টি পল্লী বিদ্যুতে ১০টি করে ৮০০টি ভ্যানের মাধ্যমে "আলোর ফেরিওয়ালা" কার্যক্রম শুরুর নির্দেশনা প্রদান করেন।

"আলোর ফেরিওয়ালা" বাস্তবায়নে স্থানীয় দালালদের বাঁধা ছিল। যা স্থানীয় আইন শৃঙ্খালা বাহিনীর সহযোগিতায় ও গ্রাহক মোটিভেশন করে বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা হয়েছে।

টেকসই করণে গৃহীত ব্যবস্থাদি

"আলোর ফেরিওয়ালা" ভ্যান গ্রামে গ্রামে গ্রাহকের বাড়িতে বাড়িতে গমন করছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়া হবে বিধায় "আলোর ফেরিওয়ালা" কার্যক্রমকে টেকসই করণে বিআরইবি চেয়ারম্যান মহোদয় নিম্নবর্ণিত বহুমুখী কাজে ব্যবহারের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। যেমনঃ-

১। "আলোর ফেরিওয়ালা" মোবাইল অভিযোগ কেন্দ্র হিসেবে স্পটে গ্রাহকের অভিযোগ সমাধান করবে।

২। গ্রামে গ্রামে গমনের সময় লাইন পরিদর্শন করবে এবং লাইন পরিদর্শনে প্রাপ্ত ছোট ছোট রক্ষণাবেক্ষণ কাজ তাৎক্ষণিক সমাধান করবে।

৩। মিটার পরিবর্তন, পুনঃসংযোগ ও বিচ্ছিন্ন কাজ সম্পাদন করবে।

৪। বিতরণ ট্রান্সফরমার ওভারলোড/আন্ডারলোড/ লোড বিভাজন কাজ সম্পাদন করবে।

৫। বকেয়া আদায় তথা রাজস্ব আদায় কাজ করবে।

৬। গ্রামে গ্রামে গমনকালে বৈদ্যুতিক মালামাল চুরি ও নিরাপদ পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য গ্রাহকগণকে মোটিভেশন করবে।

পরিবর্তনের শুরু কথা

(ক) যেখানে আজ থেকে ১০ বছর আগেও বিদ্যুৎ পাওয়াটা ছিল মানুষের জন্য স্বপ্নের ব্যাপার। দিন-রাত ২৪ ঘন্টায় যে এলাকার মানুষের ভাগ্যে বিদ্যুৎ জুটতো মাত্র ৪/৫ ঘন্টা, বাসা বাড়ি কিংবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুতের লাইন নিতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমনকি বছর পেরিয়ে গেলেও মানুষ কাঙ্খিত বিদ্যুতের সুবিধা পায়নি। হাজার হাজার টাকা দিয়েও যেখানে মানুষের কপালে জোটেনি বিদ্যুৎ সংযোগ, সেখানে মাত্র ৫ মিনিটে ঘরে বসেই পাচ্ছে বিদ্যুৎ সংযোগ। এ যেন সত্যিই স্বপ্ন। যা বাস্তবে রূপ

নিয়েছে ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ভাগ্যে। এখানে যেমন বর্তমানে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সেবা লোড শেডিং এক অকল্পনীয় ব্যাপার তেমনি এখানে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির উদ্যোগে মানুষের ঘরে ঘরে ভ্যানে করে পৌছে দেয়া হচ্ছে বিদ্যুতের মিটার। পল্লী বিদ্যুৎ দুয়ার মিটারিং কার্যক্রম এর আওতায় উপজেলার সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি ভ্যানে করে পল্লী বিদ্যুতের সংযোগ ও মিটার পৌঁছে দেয়ার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

কত ব্যক্তির জীবন মানে পরিবর্তন আনলো

“আলোর ফেরিওয়ালা” কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে গ্রামের শতভাগ মানুষের নতুন সংযোগের পাশাপাশি অভিযোগ সমাধানসহ অন্যান্য কাজ দ্রুত সম্পাদনের মাধ্যমে গ্রামে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ দেয়া সম্ভব হয়েছে। এতে গ্রামীন জনপদে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ থাকার ফলে লেখাপড়া, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, পোল্ট্রি ও মৎস্য খামার, সেচ, কলকারখানার কর্মঘন্টা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে গ্রামের জন সাধারণ আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি হয়েছে এবং গ্রামীন জীবন মানে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে।

সুদুর প্রসারী কি কি অবদান রাখবে

“আলোর ফেরিওয়ালা” কার্যক্রম বহুমুখী ব্যবহারের ফলে গ্রামের জনগণকে অফিসে আসার আর প্রয়োজন পড়বে না। ঘরে বসেই তারা কাঙ্খিত সেবা পাবে। দালাল দ্বারা অর্থনৈতিক ভাবে হয়রানি ও ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে না। একই এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন কাজে পল্লী বিদ্যুতের কর্মচারীকে বারবার গমনের প্রয়োজন হবে না। এতে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জনবল ও পরিবহন ব্যয় অনেকাংশে হ্রাস পাবে। তাৎক্ষনিক গ্রাহক সেবা প্রদানের কারণে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ পাবে। এতে গ্রাহকের কর্মঘন্টা বৃদ্ধি পাবে। আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে। দেশ উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছিয়ে যাবে।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভুতি

ঝিনাইদাহ জেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলার বাকচুয়া গ্রামের রাসেল আহম্মদ জানান, পল্লী বিদ্যুতের “আলোর ফেরিওয়ালা” কার্যক্রম তাঁদের অনেক সুবিধা এনে দিয়েছে। সংযোগ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট অফিসে গিয়ে ধরনা দিতে হচ্ছে না। টাকা জমা দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়ানো লাগছে না। দিনের পর দিন ঘুরতে হচ্ছে না। মাত্র পাঁচ মিনিটেই নতুন সংযোগ পেয়ে যাচ্ছেন, যা এর আগে ভাবতেও পারেননি তাঁরা।

হরিণাকুন্ডু পৌর শহরের মো. টুলু মিয়া জানান, “পল্লী বিদ্যুতের এই কার্যক্রম দেখে মনে হচ্ছে, সরকারি কর্মকর্তা–কর্মচারীদের কাছ থেকে জনগণ প্রকৃত সেবা পাচ্ছেন।

বিদ্যুৎ পেয়ে গৃহবধূ মোমেনা খাতুন বলেন, “আমার কোন লোকজন নেই, তাই অফিসে গিয়ে আবেদন করা সম্ভব হচ্ছিল না। এভাবে বাড়ি বসে বৈদ্যুতিক মিটার পেয়ে যাবো তা স্বপ্নেও ভাবিনি”।

ভাটিতাহিরপুর গ্রামের নতুন বিদ্যুৎ লাইন পাওয়া গ্রাহক মুকলেছ মিয়া বলেন, “আজ আমি নতুন বিদ্যুৎ লাইন পাইছি, আমার ফটো ও কাগজ দিতে কিছু সময় দেরি হইছে কিন্তু বিদ্যুৎ লাইন পাইতে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় লাগছে”।

গৃহবধূ সায়েরা বেগম বলেন, “এত সহজে নতুন সংযোগ পাওয়া যাবে, তা আমাদের স্বপ্নেও ছিল না”।

হরিণাকুন্ডু উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের শফিকুর রহমান বললেন “ভোগান্তি ছাড়াই এতো অল্প সময়ে বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া ছিল আমাদের কল্পনার অতীত। এই কার্যক্রম আমাদের মতো অনেককে সুবিধা দিয়েছে”।

হরিণাকুন্ডু উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম জানান “আগে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগে স্থানীয় বিভিন্ন দালাল শ্রেণী কর্তৃক ৮/১০ হাজার টাকা গ্রহণের পরও মাসের পর মাস হয়রানি হতে হতো। বিভিন্ন গ্রাহকগণ মাঝে মাঝে আমার কাছে অভিযোগ করত। কিন্তু “আলোর ফেরিওয়ালা” কার্যক্রম চালুর পর মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে সেবা প্রদানের কারণে এখন আর কোন গ্রাহকের অভিযোগ নাই। পল্লী বিদ্যুতের আলোর ফেরিওয়ালাকে ধন্যবাদ জানাই”।

এত সহজ পন্থায় এর আগে কখনো সংযোগ মেলেনি বলে সাধারণ গ্রাহকরা জানিয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের নাম: বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

১৫। উদ্ভাবনের শিরোনাম: অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

পটভূমিঃ

বিদেশ গমনেচ্ছুকদের এয়ারলাইন্সের টিকেটসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার জন্য ট্রাভেল এজেন্সির উপর নির্ভর করতে হয়। এ সকল ট্রাভেল এজেন্সিকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় হতে নিবন্ধন সনদ নিয়ে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় তিন হাজারের অধিক নিবন্ধিত ট্রাভেল এজেন্সি রয়েছে। ট্রাভেল এজেন্সি নিবন্ধন/নবায়ন সংক্রান্ত ভোগান্তি লাঘবসহ এ সংক্রান্ত সকল প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় "অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম" চালু করেছে।

পূর্বের পদ্ধতিতে বাংলাদেশের যে কোন স্থান হতে যে কোন প্রতিষ্ঠানকে ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন/নবায়নর সনদসহ এ সংক্রান্ত অন্যান্য সেবা নিতে হলে তাকে অবশ্যই মূল্যবান সময় ও অর্থ খরচ করে ঢাকা এসে বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে আবেদনপত্র জমা প্রদান করতে হতো। যেহেতু বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত সেহেতু অনেক আবেদনকারীর জন্য সচিবালয়ে প্রবেশ করাটা কষ্টসাধ্য ছিল। ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন/নবায়ন সনদের জন্য আবেদন করার পর আবেদনটি কি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত হয়েছে নাকি বাতিল হয়েছে অথবা কোন তথ্যে ঘাটতি আছে কিনা সে বিয়য়টি জানতে হলে আবেদনকারীকে স্বশরীরে মন্ত্রণালয়ে এসে অথবা টেলিফোনের মাধ্যমে জানতে হতো। এছাড়াও আবেদনটি বর্তমানে কি অবস্থায় রয়েছে সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যেত না। এ বিষয়ে কোন তথ্য পেতে হলে আবেদনকারীকে পূণরায় মন্ত্রণালয়ে আসতে হতো অথবা টেলিফোনের মাধ্যমে জেনে নিতে হতো। এসব ক্ষেত্রে আবেদনকারীগণ ৩য় (তৃতীয়) কোন ব্যক্তির শরনাপন্ন হতেন। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নতুন কোন ট্রাভেল এজেন্সির নামে ট্রেড লাইসেন্স নেওয়ার পূর্বে একই নামে অন্য কোন ট্রাভেল এজেন্সি ইতোপূর্বে এ মন্ত্রণালয় হতে নিবন্ধন নিয়েছে কিনা তা যাচাই করাটা খুবই কষ্টসাধ্য ছিলো এবং অনেক ক্ষেত্রেই যাচাই করা হতো না। ফলে আবেদনের পরবর্তীতে যদি কোন ট্রাভেল এজেন্সির নামের সাথে নতুন আবেদনের মিল খুজে পাওয়া যেত তাহলে নতুন আবেদনকৃত ট্রাভেল এজেন্সির ট্রেড লাইসেন্স পূণরায় সংশোধন করতে হতো। পূর্বে ট্রাভেল এজেন্সির কোন দৃশ্যমান তালিকা/ডাটাবেজ ছিল না বিধায় নিষ্ক্রিয়/মেয়াদ উত্তীর্ণ লাইসেন্সধারী ট্রাভেল এজেন্সি দ্বারা মানুষ সহজেই প্রতারণার শিকার হতো।

পূর্বে ট্রাভেল এজেন্সি সংক্রান্ত সকল বিষয়াদি হার্ড ফাইলে নিষ্পত্তি করা হতো। এক্ষেত্রে একটি আবেদন সচিবালয়ের পত্র গ্রহণ শাখা হতে মন্ত্রণালয়ের গ্রহণ-প্রেরণ শাখা অথবা সরাসরি মন্ত্রণালয়ের গ্রহণ-প্রেরণ শাখা হতে বিভিন্ন দপ্তর হয়ে সংশ্লিষ্ট শাখায় যেতে কয়েক দিন সময় লাগতো। এছাড়াও আদ্যাক্ষর অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের সকল শাখায় ট্রাভেল এজেন্সি বরাদ্দ ছিল বিধায় কোন ট্রাভেল এজেন্সির বিষয়ে কার সাথে কথা বলতে হবে এ বিষয়ে আবেদনকারীরা না জেনে কর্মকর্তাদের ফোন করে অথবা মন্ত্রণালয়ে এসে বিরক্ত করতেন। পূর্বের নিয়মে সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তার অনুমোদন সাপেক্ষে একটি আবেদন নিষ্পত্তি করা হতো বিধায় ধাপে ধাপে সময় ক্ষেপণ হতো এবং আবেদন নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে সময় বেশি প্রয়োজন হতো।

উপরিউক্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ট্রাভেল এজেন্সি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদনের নিমিত্তে একটি কাস্টমাইজড সফটওয়্যার তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের অনুমোদন পাওয়ার পরে মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার জনাব মোঃ মেহেদী হাসান সফটওয়্যারের টেকনিক্যাল

স্পেসিফিকেশন এবং টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত করেন। পরবর্তীতে টেন্ডারের (EOI) মাধ্যমে বিজনেস অটোমেশন লিমিটেড নামক সফটওয়্যার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান সফটওয়্যারটি তৈরির কাজ পায়।

সফটওয়্যার তৈরির কাজ সম্পন্ন হলে ২৩ জুন ২০১৭ তারিখে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন, এমপি সফটওয়্যারটি উদ্বোধন করেন। সফটওয়্যারটি উদ্বোধনের পরপরই মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধিত প্রায় তিন হাজারের অধিক ট্রাভেল এজেন্সির সকল তথ্য সিস্টেমে এন্ট্রি প্রদান করা হয় যা মন্ত্রণালয়ের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। এছাড়াও সফটওয়্যারটির পাইলটিং-এ হার্ডফাইলে আবেদন বন্ধ করে ট্রাভেল এজেন্সি সংক্রান্ত সকল আবেদন অনলাইনে গ্রহণের সিদ্ধান্তটি এ মন্ত্রণালয় একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছিল।

জনসাধারণের ভোগান্তি লাঘবসহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য সফটওয়্যারটি চালু করা হলেও অনেক ট্রাভেল এজেন্সি বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে নেয়নি। অনেক মধ্যপন্থী সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠান/মানুষ এই সফটওয়্যারটির ব্যবহার একটি জটিল প্রক্রিয়া মর্মে সকলের কাছে ভুল তথ্য প্রচার করেছে। প্রাথমিকভাবে অনেক আবেদনকারী আবেদনের নিয়মাবলী অনুসরণ না করে আবেদন করার ফলে/নিয়মিত আবেদনকারীর ই-মেইল, মোবাইল এসএমএস চেক না করা/সিস্টেমে লগইন করে তথ্য অনুসন্ধান না করার ফলে তাদের মনে সিস্টেমটি নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতো। পরবর্তীতে এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ (ATAB) এর প্রতিনিধিবৃন্দদেরকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করাসহ তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে সফটওয়্যার সম্পর্কে সকল ভ্রান্ত ধারণা দূর করা সম্ভব হয়েছে। সফটওয়্যার সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মিথ্যা/বানোয়াট অভিযোগ/তথ্য প্রাপ্তি সত্ত্বেও সফটওয়্যারটি চালু রাখতে মন্ত্রণালয় কঠোর ভূমিকা পালন করেছে।

এই উদ্যোগে যে সকল কল্যাণ বয়ে এনেছে:

অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু হওয়ায় মন্ত্রণালয়ে নিবন্ধিত প্রায় তিন হাজারের অধিক ট্রাভেল এজেন্সির নবায়ন/ডুপ্লিকেট সনদ ইস্যুসহ অফিস পরিবর্তনের কার্যক্রম সহজতর হয়েছে। এছাড়াও শতশত নতুন আবেদনকারী সহজেই ঘরে বসে নির্বিঘ্নে ট্রাভেল এজেন্সির লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারছেন। লক্ষ লক্ষ বিদেশ গমনেচ্ছুকগণ সহজেই সক্রিয় ট্রাভেল এজেন্সির তালিকা অনলাইনে যাচাই করতে পারছেন। এছাড়াও ট্রাভেল এজেন্সি সংক্রান্ত সেবার জন্য মন্ত্রণালয়ের কোন শাখায় কোন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে হবে তা জানা যাচ্ছে। এ সকল সুবিধাদি ছাড়াও মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক কার্যক্রম সহজতর করা হয়েছে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ যে কোন সময়ে যে কোন স্থানে বসে অনলাইনে ট্রাভেল এজেন্সি সংক্রান্ত নথি নিষ্পত্তি/পত্র প্রেরণ/সার্টিফিকেট ইস্যুকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারছেন।

অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে বাংলাদেশের যেকোন স্থান হতে যেকোন প্রতিষ্ঠান ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন/নবায়ন/ডুপ্লিকেট সনদ প্রাপ্তিসহ এজেন্সি বাতিল/অফিস পরিবর্তনের জন্য আবেদন করতে পারছেন। প্রতিটি ধাপে আবেদনকারী তার ই-মেইলে পত্র এবং মোবাইলে নোটিফিকেশন পাচ্ছেন যার মাধ্যমে তিনি তার আবেদনের অগ্রগতি জানতে পারছেন। সিস্টেমে সকল ট্রাভেল এজেন্সির তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ রয়েছে যেখানে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নতুন কোন ট্রাভেল এজেন্সির নামে ট্রেড লাইসেন্স নেওয়ার পূর্বে একই নামে অন্য কোন ট্রাভেল এজেন্সি ইতোপূর্বে এ মন্ত্রণালয় হতে নিবন্ধন নিয়েছে কিনা তা যাচাই করতে পারছেন। সিস্টেমে/পোর্টালে সক্রিয় ট্রাভেল এজেন্সির তালিকা সংবলিত ডাটাবেজ দেশি-বিদেশি সাধারণ মানুষ/প্রতিষ্ঠানের কাছে দৃশ্যমান হয়েছে যার ফলে লাইসেন্সবিহীন ট্রাভেল এজেন্সির দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে। প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত ট্রাভেল এজেন্সির বিরুদ্ধে অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে ট্রাভেল এজেন্সি কর্তৃক প্রতারিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান বিশ্বের যেকোন স্থান থেকে অভিযোগ দাখিল করতে পারছেন।

অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়িত হওয়ায় মন্ত্রণায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ সহজেই অনলাইনে অফিস সময়ে অথবা অফিস সময়ের পরে অথবা ছুটির দিনেও এ সংক্রান্ত নথি নিষ্পন্ন করতে পারছেন। বর্তমানে ট্রাভেল এজেন্সি সংক্রান্ত সকল তথ্য ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করা হচ্ছে বিধায় এ সংক্রান্ত সকল রিপোর্ট মুহূর্তের মধ্যেই তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও এ সংক্রান্ত নথি নিষ্পত্তিসহ সকল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন হওয়ায় হার্ড ফাইল এবং কাগজের ব্যবহার কমে গেছে। সিস্টেমটি পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড হওয়ায় অথোরাইজড ইউজার ছাড়া কোন তথ্য অন্য কোন ব্যক্তি দেখতে পারবেন না। ট্রাভেল এজেন্সি সিস্টেমটি বাংলাদেশের ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারে রক্ষিত বিধায় সকল তথ্য সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে এবং নিয়মিত তথ্যের ব্যাকআপ নেওয়া হচ্ছে। বিধায় তথ্য/ফাইল/আবেদন হারানোর কোন সুযোগ নেই।

অংশীজনের প্রতিক্রিয়া:

ট্রাভেল এজেন্সি নিবন্ধন ও নবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইন হওয়ায় এসোসিয়েশন অব ট্রাভেল এজেন্টস অব বাংলাদেশ (ATAB), হজ্জ এজেন্সীস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (HAAB), ট্যুর অপারেটরস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (TOAB), বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল হোটেল এসোসিয়েশন , ধর্ম মন্ত্রণালয়, ট্রাভেল এজেন্সি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সাধারণ জনগণ মন্ত্রণালয়কে সাধুবাদ জানিয়েছে। তারা এ ধরণের একটি সফটওয়্যার তৈরির মাধ্যমে জনগণের ভোগান্তি লাঘবের জন্য মন্ত্রণালয়ের এই মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে এবং এই সফটওয়্যারটি কখনও বন্ধ না করার জন্য অনুরোধ জানানোসহ সফটওয়্যারটি ব্যবহারের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়কে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছেন। ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন/নবায়ন/ডুপ্লিকেট সনদ, অফিস পরিবর্তনের আদেশ প্রাপ্তির কোন ক্ষেত্রেই একজন আবেদনকারীকে মন্ত্রণালয়ে আসতে হয়না এবং কোন ধরনের হয়রানি/ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে না বিধায় আবেদনকারীরা স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও ট্রাভেল এজেন্সি সংক্রান্ত সকল সার্টিফিকেট অনলাইন জেনারেটেড হওয়ায় সুবিধাভোগীরা বর্তমানে অত্যন্ত খুশি।

টিসিভি/ছবি:

পূর্বে একজন আবেদনকারীকে ট্রাভেল এজেন্সি নিবন্ধন/নবায়ন সংক্রান্ত যে কোন আবেদন করার জন্য বাংলাদেশের যে কোন বিভাগ/জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন থেকে ঢাকায় আসতে হতো এবং বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে হার্ডকপির মাধ্যমে আবেদন জমা দিতে হতো। একই ভাবে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা

এবং আবেদনের অগ্রগতি জানা অথবা কোন তথ্যের ঘাটতি থাকলে তা পূণরায় জমা প্রদানের জন্য আবেদনকারীকে কমপক্ষে ৩ (তিন) বার ঢাকা আসতে হতো। ধারণা করা হচ্ছে একটি আবেদনের জন্য আবেদনকারীর কমপক্ষে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা খরচ হতো। পূর্বে এ সংক্রান্ত একটি নথি ৩ (তিন) স্তরে নিষ্পন্ন করা হতো এবং আবেদনকারী কর্তৃক সকল তথ্য সঠিকভাবে প্রদান করা হলে একটি এজেন্সি নিবন্ধন/নবায়ন-এর কার্যক্রম সম্পন্ন করতে বিধি অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৪৫ দিন সময় প্রয়োজন হতো।

বর্তমানে ট্রাভেল এজেন্সি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন হওয়ায় আবেদনকারী বাংলাদেশের যে কোন স্থান হতে অনলাইনে আবেদন করতে পারেন এবং প্রতিটি ধাপে ধাপে তার আবেদনের অগ্রগতি ই-মেইল ও মোবাইল এসএমএস-এর মাধ্যমে জানতে পারেন। কোন অবস্থাতেই একজন আবেদনকারীকে তার মূল্যবান সময় এবং অর্থ অপচয় করে ঢাকা আসতে হয় না। উল্লেখ্য, অনলাইন জেনারেটেড সার্টিফিকেট প্রদান করার ফলে আবেদনকারীকে সার্টিফিকেট সংগ্রহের জন্যও মন্ত্রণালয়ে আসতে হচ্ছে না। আরো উল্লেখ্য যে, অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে সকল কর্মকর্তাবৃন্দ অনলাইনে অফিস সময়ের পরে অথবা ছুটির দিনেও এ সংক্রান্ত নথি নিষ্পন্ন করতে পারছেন। এছাড়াও নথি নিষ্পত্তির ধাপ সংখ্যা কমিয়ে ০২ (দুই) স্তর করা হয়েছে বিধায় বর্তমানে বিধিতে নির্ধারিত ৪৫ দিনের কম সময়ে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিমঃ

ক্রঃ নং	সদস্যের নাম ও ঠিকানা	ক্রঃ নং	সদস্যের নাম ও ঠিকানা
০১।	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর যুগ্ম-সচিব বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	০৫।	জনাব মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান উপসচিব বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
০২।	জনাব এ.এইচ.এম গোলাম কিবরিয়া যুগ্ম-সচিব বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	০৬।	জনাব মোঃ খাইরুল আলম সুমন সিনিয়র সহকারী সচিব বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
০৩।	জনাব মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী যুগ্ম-সচিব বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	০৭।	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান সহকারী প্রোগ্রামার বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
০৪।	জনাব অঞ্জনা খান মজলিশ উপসচিব বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়		

মন্ত্রণালয়ের নাম: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

১৬। উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম: ইউনিয়ন প্রাণিসম্পদ সেবাকেন্দ্র স্থাপন

উদ্ভাবনী প্রকল্পের পূর্ববর্তী ধারণা/ কোন উপলব্ধি থেকে এই উদ্ভাবনী প্রকল্পের চিন্তা মাথায় আসল?

কর্মময় জীবনে প্রতিনিয়ত নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। কিছু কিছু ঘটনা হৃদয়ে দাগ কেটে যায়। ঠিক তেমনি একটি ঘটনা, যা আমার মনকে আজও নাড়া দেয় তা হলো দিনমজুর আবদারের স্বপ্নভঙ্গের করুন আর্তনাদ। সেদিন উদভ্রান্ত, উৎকণ্ঠিত, হতবিহ্বল দিনমজুর আবদারের কান্নাজড়িত আকুতিতে কাল বিলম্বের সুযোগ থাকেনা। অফিস থেকে ১৫ কিমি দূরে তার বাড়িতে পৌঁছে ঋনের টাকায় কেনা অনেক স্বপ্নে ও মায়ামমতায় লালন-পালন করা ডিসটোকিয়ায় (প্রসব বিঘ্ন) আক্রান্ত বকনাটির বাচ্চা প্রসব করে ঠিকই কিন্তু সময়ের ব্যবধানে তা ছিল মৃত। সেদিন সে বাড়ির দৃশ্য, পরিবারের প্রতিটি সদস্যের স্বপ্নভঙ্গের করুণ আকুতি ও কান্নার রোল আজও মনকে নাড়া দেয়। হৃদয়াকাশে আলোড়িত হয় এরকম আরও অনেক স্বপ্নভঙ্গের করুণ আর্তনাদ। মনকে নাড়া দিতে থাকে এমন আরও পরিবারের বেঁচে থাকার প্রতিনিয়ত সংগ্রামের একমাত্র অবলম্বনের মৃত্যু পরবর্তী করুণ অবস্থা। সেদিন থেকে সেবা দিতে কোন কার্পন্য নেই আমার, মোবাইল ফোনে পরামর্শ চাইলেও দিয়ে থাকি নিদ্ধির্ধায়। কিন্তু সেবাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে না পারার বেদনা বয়ে চলেছি সদা সর্বদা। এভাবে চলতে চলতে শুভ সূচনার মাহিন্দ্রক্ষনটি চলে আসে আমার সামনে, ১১ মে ২০১৪ একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালায় অংশগ্রহন চেতনাকে করেছিল জাগ্রত, গতানুগতিক প্রথা থেকে বেরিয়ে ভালো কিছু করবার আত্মোপলব্ধি হয়েছিল। সেবাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার লক্ষ্যে “ইউনিয়ন প্রাণিসম্পদ সেবাকেন্দ্র” স্থাপন বিষয়ক সৃজনশীলতাটি বাস্তবায়নের সুযোগ তৈরি হয়েছিল।

মূল সমস্যাঃ

সংক্রামক রোগের প্রাদূর্ভাব, বিস্তার সহ প্রাণির অকাল মৃত্যু ও জাত উন্নয়ন না হওয়া

সমস্যার মূল কারণ:

১। ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবাদানের ব্যবস্থা না থাকা (উপজেলা কেন্দ্রিক সেবাদান ব্যবস্থা)

২। প্রাণিসম্পদ বিভাগের জনবল স্বল্পতা;

৩। অসচেতনতা;

৪। যাতায়াত অসুবিধা;

৫। সার্ভিলেন্স কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারা;

৬। উপযুক্ত প্রযুক্তি জ্ঞান না থাকা;

৭। সঠিক সময়ে কৃত্রিম প্রজনন সেবা গ্রহনে অপারগতা।

বিদ্যমান অন্যান্য সমস্যা:

১। প্রান্তিক কৃষকদের জন্য প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ কষ্টসাধ্য, ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ

২। টিকা গ্রহনে প্রান্তিক কৃষকদের অধিক যাতায়াত ব্যয়

৩। সঠিক সময়ে কৃত্রিম প্রজনন সেবা গ্রহনে অপারগতা

৪। প্রযুক্তি ও পরামর্শ সেবা গ্রহনে যাতায়াতের অসুবিধায় কাঙ্ক্ষিত সেবাগ্রহনে অনীহা

৫। ছোটখাট সমস্যায় দূরবর্তী হাসপাতালে গমনের অনীহায় রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি,কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাণির মৃত্যু

৬। সার্ভিলেন্স কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যা

সমস্যার প্রভাব:

১। সেবা গ্রহনে ভোগান্তি সেইসাথে সময় এবং যাতায়াত বৃদ্ধিসহ অধিক ব্যয়।

২। সংক্রামক রোগের প্রাদূর্ভাব বৃদ্ধি ও বিস্তার।

৩। গবাদিপশু এবং হাঁসমুরগির মৃত্যুহার বৃদ্ধি।

৪। জাত উন্নয়ন কৌশল সফল হয় না।

৫। প্রাণিজ উৎপাদন হ্রাস পায়।

৬। পুষ্টি চাহিদা পুরণ সম্ভব হয় না।

৭। দুধ, ডিম আমদানির মাধ্যমে দেশীয় অর্থের অপচয়।

৮। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

৯। ফুড সেফটি ও ফুড সিকিউরিটি নিশ্চিত করন সম্ভব হয় না।

১০। প্রাণিসম্পদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

১১। পশুপাখী থেকে প্রাপ্য সম্ভাব্য আর্থিক সুবিধা গ্রহণে কৃষকগণ বঞ্চিত হয়।

১২। নারী, শিশু, প্রতিবন্ধীগন সেবা গ্রহনে বঞ্চিত হন।

১৩। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে এবং খামার স্থাপনে মানুষ আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

১৪। বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়।

১৫। বায়োগ্যাস ব্যবহার সম্প্রসারিত হয় না।

১৬। জৈব সার উৎপাদন হ্রাস পায়।

১৭। রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরতা বাড়ে।

১৮। জুনোটিক রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায়।

পাইলট এই প্রকল্পের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কি কি সমস্যার সমাধান হবেঃ

১। টিকা, কৃত্রিম প্রজনন, প্রযুক্তি গ্রহন ও পরামর্শ গ্রহনে সময়, যাতায়াত এবং ব্যয় হ্রাস পাবে।

২। সেবা গ্রহণে ভোগান্তি কমবে।

৩। দোরগোড়ায় সেবাপ্রদান নিশ্চিত হবে।

৪। সংক্রামক রোগের প্রাদূর্ভাব রোধ করা সম্ভব হবে ।

৫। গবাদিপশু এবং হাঁসমুরগির মৃত্যুহার হ্রাস পাবে।

৬। সঠিক সময়ে কৃত্রিম প্রজনন সেবা গ্রহন সম্ভব হবে।

৭। জাত উন্নয়ন কৌশল সফল হবে ।

৮। প্রাণিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

৯। বেকারত্ব হ্রাস পাবে।

১০। বায়োগ্যাস ব্যবহার সম্প্রসারিত হবে ।

১১। জুনোটিক রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস পাবে।

উদ্ভাবন সম্পর্কে

১। ইউনিয়ন পরিষদে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন। যেখানে দুইজন প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/ ভেটেরিনারি সার্জন এর তত্বাবধানে সেবা বিতরণ/বিপণন করবে। এক্ষেত্রে তারা সরকারী উপকরণ সমূহ সরকারী নিয়ম অনুযায়ী প্রদান করবে। স্বেচ্ছাসেবীগণ প্রাণির প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও রোগের ইতিহাস গ্রহণপূর্বক রোগের চিকিৎসা/ব্যবস্থাপত্র প্রদান করবে। প্রয়োজনে মোবাইল ফোনে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা/ভেটেরিনারি সার্জন এর সহিত পরামর্শ করে জনগণের দোরগোড়ায় সমৃদ্ধ সেবাপ্রদান নিশ্চিত করবে। জটিল রোগের ক্ষেত্রে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে সেবা গ্রহনের পরামর্শ দিবে। উন্নত জাতের ঘাস চাষ কৌশল, প্রয়োজনীয় পরামর্শ, টিকা, কৃত্রিম প্রজনন সেবা, খামার ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ সহ প্রযুক্তি সেবা কেন্দ্র থেকে গ্রহণ করা যাবে।

২। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগিকে সময়মত টিকা ও কৃমিনাশক প্রদান নিশ্চিত করতে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে পূনর্বার টিকা প্রদান বন্ধ করতে। APP-DLS এর সহায়তায় Vaccination Management System- www.iappdls.com তৈরি করেছি যা কুড়িগ্রাম সদরের মোগলবাসা ইউনিয়নে পাইলটিং চলছে। এতে প্রত্যেক পশু-পাখি ও মালিকের ID সহ ডাটাবেইজ আছে। ডাটাবেইজ অনুযায়ী টিকা ও কৃমিনাশক প্রদান নিশ্চিতকরণে মেয়াদ উর্ত্তীনের সাত দিন আগেই টিকা এবং কৃমিনাশক প্রদানে মোবাইল ফোনে মালিক, উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ও প্রাণিসম্পদ সেবাকর্মীকে বার্তার মাধ্যমে সতর্ক করা হয়। তদুপরি সঠিক সময়ে কৃত্রিম প্রজনন, উন্নত জাতের ঘাস চাষ ও অন্যান্য বিষয়ে বিষয়ে সচেতনতা তৈরী করা হয় নিয়মিত।

প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও ধরন ও কার্যপ্রণালীঃ

প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে ২ জন করে শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত এবং আগ্রহী তরূণকে নির্বাচিত করে উপজেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগে ৬ মাসের প্রশিক্ষন প্রদান করা হবে। তারা সরকারের দিক থেকে দেয়া সেবা উপকরণসমূহ সরকারী নিয়ম অনুযায়ী প্রদান করবে। তারা প্রত্যেকেই প্রত্যহ প্রদানকৃত সেবার বিবরন একাটি নির্দিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ/রেকর্ড করবেন। সেবাকর্মীদের প্রত্যেকেই প্রতি কর্ম সপ্তাহে অন্ততঃ ৩টি পরামর্শ বৈঠক করবেন প্রাণিসম্পদ লালন-পালন কারীদের নিয়ে এবং তারও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। এইসব পরামর্শ সভায় তারা প্রাথমিক পরিচর্যা, সেবা এবং সেবাপ্রাপ্তির সরকারী ও বেসরকারী উৎস সম্পর্কে অবহিত করবেন।

সেবাকর্মীরা প্রাণিসম্পদের জাত উন্নয়নের মাধ্যমে অধিকতর আর্থিক সুবিধা অর্জনের বিষয়ে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরণের কাজ করবেন এবং ক্ষুদ্র খামার স্থাপনেও উৎসাহ প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে সরকারের প্রাণিসম্পদ বিভাগ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরী ও রক্ষা করবেন।

এই প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি ইউনিয়নে বৎসরে অন্তত ৩/৪টি টিকাদান ক্যাম্পেইনের আয়োজন করা হবে। এই ক্যাম্পেইনে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগনকে তাদের প্রাণিসম্পদের প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হবে ।

বর্তমানে অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় জুনোটিক (প্রাণি থেকে মানুষে এবং মানুষ থেকে প্রাণিতে সংক্রমিত রোগ) রোগের প্রাদূর্ভাব ঘটছে যাহা মানব স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে, এ সকল রোগের প্রতিরোধ ও ব্যাপ্তি রোধে সার্ভিলেন্স কার্যক্রম অত্যন্ত জরূরী স্বেচ্ছাসেবীগণ নিয়মিত সার্ভিলেন্স কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং রিপোর্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট পেশ করবেন।

প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি সেবাকেন্দ্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং বীজ ও টিকা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষনের জন্য ১টি রেফ্রিজারেটর থাকবে যাতে সেবাকর্মীরা সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ সেবাকেন্দ্রের জন্য একটি কক্ষ বরাদ্দ করবেন এবং ইউনিয়ন চেয়ারম্যান স্থানীয় অভিভাবক হিসাবে প্রকল্পের তত্বাবধান করবেন। এই প্রকল্পে উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহ তাদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় রাখা ৫% বরাদ্দ কোন একটি নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় করবেন।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটিতে প্রত্যেক সেবাকর্মী নিজেরাই নিজেদের আয়ে চলবেন এবং তাঁরা জামানত হিসাবে এককালীন ৫,০০০ টাকা যাহা নির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্ট এ জমা থাকবে এবং আয়ের ২% ঘুর্নায়মান তহবিল হিসাবে প্রতিমাসে জমা প্রদান করবেন, যা তারা প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী সংগ্রহে ব্যবহার করতে পারবে। এই তহবিল প্রতি মাসেই সংশ্লিষ্ট সমন্বয়ক/দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা মনিটরিং করবে।

সেবাকর্মীগণ প্রতিমাসের ৩০ তারিখের মধ্যে টিকা ও সিমেনের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরকারী নির্দ্দিষ্ট খাতে জমাদানের নিমিত্তে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার নিকট জমাপ্রদান করবেন। প্রতিমাসে নির্দিষ্ট ছক ও বিবরনের মাধ্যমে অগ্রগতি/কার্যাবলী প্রতিবেদন তৈরী করবেন। প্রতিবেদনের এক কপি সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরে প্রেরণ ও প্রাপ্তি নিশ্চিত করবেন। তারা প্রতিটি প্রতিবেদনের কপি তাদের নিজস্ব ফাইলে সংরক্ষণ নিশ্চিত করবেন।

উদ্ভাবনী প্রকল্পের পাইলট উদ্যোগ

প্রকল্প শুরু: ২৫ জুন ২০১৪ : প্রকল্প শেষ: ৩০ মে ২০১৫

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা: বর্তমানে প্রকল্পটি চালু রয়েছে

প্রকল্পের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রকল্প গ্রহণের কারণ: দেশের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত জেলা কুড়িগ্রাম।। ৯টি উপজেলা নিয়ে গঠিত এই জেলার একটি উপজেলা কুড়িগ্রাম সদর। প্রায় ১৬টি নদী বেষ্টিত এই জেলা মঙ্গাপ্রবন দারিদ্রপীড়িত এলাকা হিসাবে পরিচিত থাকলেও ইদানিং এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয়। তারপরও বি.আই.ডি.সি. এর জরীপে এই জেলা সবচেয়ে দরিদ্র জেলা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এই জরীপ অনুযায়ী এলাকার মোট জনসংখ্যার ৬৩ ভাগ দরিদ্র। ৯টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এই উপজেলার সামগ্রিক জীবনযাত্রা কোন না কোন নদী দ্বারা প্রভাবিত। নদীর প্রতিনিয়ত ভাঙ্গাগড়ার কারণে ব্যাপক সংখ্যার মানুষের বসতি ও জীবনযাত্রা সব সময় অনিশ্চিত। কেননা এই জনসংখ্যার ৯০ ভাগই হচ্ছে কৃষিজীবি কিংবা কোন না কোন ভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এখানে কৃষি বলতে শস্য উৎপাদন ও প্রাণি সম্পদ উভয়কেই বুঝানো যায়।

কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজে প্রাণি সম্পদের ভূমিকা শষ্যকেন্দ্রিক কৃষির চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। বরং সামাজিক পরিসরে আরো বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতেই প্রাণিসম্পদের ভূমিকা স্পষ্ট হবে।

১। পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাণিসম্পদের ভূমিকা অপরিসীম

২। যেহেতু কৃষি ব্যবস্থা এখনও তেমন আধুনিক বা যান্ত্রিক হায়ে যায়নি সে কারনে হাল চাষের ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদের ভূমিকা স্পষ্ট।

৩। হাল চাষের সংগে যুক্ত বিশাল সংখ্যক কৃষি শ্রমিকের জীবন জীবিকা এর সংগে জড়িত।

৪। গরুর গোবর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সার/কম্পোষ্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

৫। গরু, ছাগল ও ব্রয়লার এর মাংস,দুধ এবং ডিম গ্রামীণ শহর উভয়ক্ষেত্রেই প্রাণিজ আমিষ সরবরাহের একমাত্র উৎস। এখনও মাথাপিছু প্রাণীজ আমিষ গ্রহণের মাত্রা কাংখিত মাত্রার চেয়ে অনেক নীচে।

৬। দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য প্রস্তুতের একমাত্র উৎস এই প্রাণিসম্পদ।

৭। তুলনামূলকভাকে সহজে লালন করা যায় বলে প্রাণিসম্পদ গ্রামীণ সমাজে অন্যতম সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হয়।

৮। অন্যান্য সম্পদে অভিগম্যতা সৃষ্টি ও বিশেষতঃ কন্যার বিয়ের ব্যয় মিটানোর ক্ষেত্রে এই পশু সম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৯। আত্মকর্মসংস্থানে ও ভূমিহীনদের আয়ের উৎস হিসাবে প্রাণীসম্পদের ভুমিকা অপরিসীম

সুতরাং, উপরোক্ত বিষয়ের বিবেচনায় প্রাণীসম্পদের ভূমিকা যে কত বড় তা অনুমান করা যায়।

আর্থিক উৎস:

আমি সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় রিসোর্সের মাধ্যমে উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করেছিলাম। উৎসগুলো ছিল নিজ অফিস, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্থানীয় এনজিও (জীবিকা)। রিসোর্স সংগ্রহে কোন সমস্যা ছিলনা।

টাকার পরিণাম: ৪টি কেন্দ্রে মোট ব্যয় = (৮০,০০০×৪) = ৩২০,০০০/-

আপনার উদ্ভাবন কি মোবাইল অ্যাপ? যদি হ্যাঁ হয়, অনুগ্রহপূর্বক অ্যাপ্লিকেশনের নাম এবং ডাউনলোড লিঙ্কটি লিখুন

www.iappdls.com

অর্থ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ নিতে হয়েছে? কোন চ্যালেঞ্জ ছিল না

প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কি কি চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হতে হয়েছে?

১। স্বেচ্ছাসেবী নির্বাচনে স্থানীয় প্রভাব

২। সহকর্মীদের মাঝে আয় কমে যাওয়ার ভয়, এবং সেকারণে প্রকল্পে কাজ করতে অনাগ্রহ

৩। প্রান্তিক কৃষকগণ কর্তৃক প্রয়োজনীয় পরামর্শ, প্রযুক্তি, গ্রহন অন্যান্য কাঙ্ক্ষিত সেবা গ্রহণে অনিহা

৪। জনবল স্বল্পতা

প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিজের আবেগ অনুভূতি বিস্তারিত তুলে ধরুন।

কাঙ্খিত সেবা পেয়ে আমেনা, আবদার,ও আখেরের মত অনেকেই আজ স্বনির্ভর; প্রতিষ্ঠিত খামারী। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেও বেকার দিন কাটছিল হামিদ, রফিকুল, নরেশ ও সালামের মত অনেকেরই। হতাশা আর অনিশ্চয়তা ছিল তাদের নিত্য সঙ্গী। কাজের সুযোগ পেয়ে তারা এখন ভালো আছে। স্বপ্নমূল্যে ভোগান্তিহীন সেবা পেয়ে আজ তারা পরিতৃপ্ত। তাদের প্রশান্তি ভরা মুখগুলি আমাকে অনাবিল আনন্দ ও অনুপ্রেরণা দেয় প্রতিনিয়ত।

স্কেল আপ

পাইলট প্রকল্পটি স্কেল আপ হয়েছিল? হ্যাঁ

স্কেল আপের ফলে সুবিধা ভোগীর সংখ্যা: ৪,৮০০,০০০+

মোট সুবিধা ভোগীর সংখ্যা (pilot+Scaleup): ৪,৯০০,০০০+

TCV

টিসিভি ছাড়াও অন্য কোন ধরনের উপকার বা সুযোগ হয়েছে কি? সেগুলো কি কি?

গ্রামাঞ্চলে সাধারনত পুরুষরা কাজের জন্য বাড়ির বাহিরে থাকে বিধায় নারী ও শিশুরাই মূলত প্রাণিদের দেখভাল করে, কাজেই দোরগোড়ায় সেবাকেন্দ্র নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য সেবা গ্রহনে বিশেষ অবদান রাখবে। এছাড়া সেবাকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে প্রাণী পালনকারিদের সেবা গ্রহনে ভোগান্তি নিরসন পূর্বক গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগি পালনে এবং খামার স্থাপনে মানুষ কে অনুপ্রানিত করা সহ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সম্ভব। এ কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন গবাদিপ্রাণির জাত উন্নয়নে, সংক্রামক রোগসহ জুনোটিক রোগের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রনে ও প্রাণির মৃত্যুহার হ্রাসে সহায়ক হবে, সেইসাথে সার্ভিলেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করন, জৈব সারের পাশাপাশি বায়োগ্যাস ব্যাবহার সম্প্রসারন এবং প্রাণিজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখবে, পরিণতিতে ইহা দেশকে সমৃদ্ধ করা সহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানের পথকে করবে সুপ্রশস্ত করবে।

কোন পুরস্কার এবং স্বীকৃতি পেয়েছেন কি? পেয়ে থাকলে কি কি? বিস্তারিত লিখুন।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে সেরা কর্মকর্তা পুরস্কার।

বিভাগীয় ইনোভেশন পুরস্কার।

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে উদ্ভাবনী কার্যক্রমে বিশেষ অবদানে সম্মাননা।

মহাপরিচালক মহোদয়ের ডিও লেটার

প্রশিক্ষণঃ-

১। দেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সিঙ্গাপুরে প্রশিক্ষণ গ্রহনের সুযোগ।

২। সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপ

৩। উদ্ভাবকের দেশে সন্মাননা

৪। রিসোর্স পার্সন এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়

৫। বিভিন্ন পর্যায়ে পরিচিতির সুযোগ।

নাগরিক/ব্যবহারকারীদের মন্তব্য/ নির্দেশিকা

এটুআই সম্পর্কে নাগরিকরা কতটুকু জানেন?

তারা জানে, সেবাকে সহজ ও ভোগান্তি মুক্ত করতে ভুমিকা রাখে

এই উদ্ভাবনের ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁদের কি ধরণের মানসিক প্রশান্তি লাভ হয়েছে?

আবদার “স্যার আমাদের জন্য যা করেছে তা বাবা-মাও করতে পারেনি”

ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা

চিন্তা ও চেতনার সামান্য পরিবর্তনই নতুন করে স্বপ্ন দেখাতে পারে এই সব প্রান্তিক কৃষকদের। সেবার বাড়িয়ে দেয়া হাত হতে পারে অনেকের জীবন ও জীবিকার পথের দিশারী। কাঙ্ক্ষিত সেবা পেয়ে আবদার, আখেরদের মত অনেকেই আজ স্বনির্ভর, এলাকার প্রতিষ্ঠিত খামারী। বর্তমানে ইউনিয়নগুলোর ৯৫ ভাগ মানুষ সেবাকেন্দ্র থেকে সেবাগ্রহন করছে, ৯৭ ভাগ মানুষের যাতায়াত ও দূরত্ব কমছে এবং ৯৯ ভাগ মানুষের সেবা গ্রহনে অধিক সুবিধা নিশ্চিত হয়েছে। তারা স্বপ্নমূল্যে ভোগান্তিহীন, স্বাচ্ছন্দ্য সেবা পেয়ে পরিতৃপ্ত। তাদের প্রশান্তি ভরা মুখগুলি আমাকে অনুপ্রেরনা দেয় প্রতিনিয়ত, অনাবিল আনন্দ আর পরম আত্মতৃপ্তিতে ভরে ওঠে মন। আবদারের উপলব্ধি ‘স্যার আমার জন্য যা করেছেন; তা আমার বাবাও আমার জন্য করেনি’ হয়ত বেশিই বলেছে, কিন্তু তার আন্তরিক এবং স্বতস্ফূর্ত এ উচ্চারণ একজন উদ্ভাবকের জন্য পরম পাওয়া।

উদ্ভাবকের ব্যক্তিগত তথ্য

নামঃ অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

উপাধি / পদঃ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা

মোবাইলঃ ০১৭১২২০৬৬৪৪

ইমেইলঃ amitavodvm@gmail.com

ফেসবুক আইডি লিংকঃ https://www.facebook.com/amitavo.chakrabartty.9

কর্মস্থলঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা

মন্ত্রণালয়ের নাম: মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়

১৭। উদ্ভাবনের শিরোনাম: ই ভেট সার্ভিস
(জনগণের দোরগোড়ায় ভোগান্তি ও ক্লেশমুক্ত সেবা পৌছানোর লক্ষ্যে ভেটেরিনারি চিকিৎসা সেবার কৃষকবান্ধব ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রবর্তন)

কীভাবে যাত্রা শুরু/ পটভূমি :

দেশ খাদ্যশষ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। চলছে মূল্যবান প্রানিজ আমিষের মাধ্যমে পুষ্টি নিরাপত্তা মোকাবেলার চ্যালেঞ্জ। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ইতোমধ্যেই মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্নতার ঘোষণা দিয়েছে। বাজার চাহিদার নীরিখে ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতার কাছাকাছি। প্রবৃদ্ধির বিদ্যমান ধারা অব্যাহত থাকলে ডিম ও দুধ উৎপাদনে অচিরেই স্বয়ংসম্পূর্নতার ঘোষণা দেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের পথ ধরে ২০৪১ নাগাদ উন্নত বাংলাদেশ গড়ার অপরিহার্য পূর্বশর্ত মেধাবী জাতি গঠন। আর তা করতে হলে প্রয়োজন প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে অব্যাহত স্বয়ংসম্পূর্ণতা। অপরদিকে, মানুষের রোগবালাই এর কম বেশী ৭৫% আসে গবাদিপ্রাণি, হাস-মুরগী এবং বন্যপ্রাণি হতে। এমতাবস্থায়, নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় গবাদিপ্রাণির সুস্বাস্থ্য অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ। অপর দিকে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের দেশব্যাপি চলমান সকল কার্যক্রমের মধ্যে জনগণ, জনগুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় কার্যক্রম “প্রাণিকূলের চিকিৎসা”। সারা দেশের ৪৯২টি উপজেলার ভেটেরিনারি হাসপাতালে প্রতিদিন আগত প্রায় ৯৫% কৃষক-খামারীগণ (প্রায় এক লক্ষ) পশুপাখির চিকিৎসা সেবার জন্যেই আসেন। কিন্তু প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জনবল সংকট, কৃষক-খামারীগণ এর বাস্তব অবস্থান এর তুলনায় হাসপাতালের সংখ্যা ও অবস্থান, প্রাণি চিকিৎসার স্বতন্ত্র প্রকৃতি প্রভৃতি কারনে বিদ্যমান ব্যবস্থায় সময়, অর্থ এবং ধাপ (ক্লেশ) সমূহ সেবা বাস্তবায়নে জটিলতার সৃষ্টি করছে। ফলে, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, রপ্তানিমুখী প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন, অভিবাসন বিমূখ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রাণিসম্পদ শিল্পায়নে কাংখিত লক্ষ অর্জন বাধাগ্রস্ত, হচ্ছে। সেকারণে, ভোগান্তিবিহীন, ক্লেশমুক্ত, স্বচ্ছ ও স্বল্পব্যয় ভিত্তিক এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্বলিত আধুনিক মানসম্মত ভেটেরিনারি সেবা কাঠামো গড়ে তোলা অপরিহার্য বলে সকলে মনে করে আসছিলেন। বিবৃত প্রেক্ষাপটে ভেটেরিনারি সার্ভিসের সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্প এবং কেবিনেট ডিভিশনের যৌথ কারিগরী সহায়তায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সবচাইতে জনপ্রিয় সেবাটিকে ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বিদ্যমান সমস্যা / চ্যালেঞ্জসমূহ:

শুরুতেই যে চ্যালেঞ্জগুলো আসে তার মধ্যে প্রথমত: হচ্ছে, সংস্থা প্রধানকে অবহিত করা। মাস দুয়েকের মধ্যে তাকে সংস্থা প্রধানকে অবহিত করা গেলেও ভেটেরিনারি কমিউনিটিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে গতানুগতিক ধারার বাইরের একটা নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেয়া বেশ দূরুহ ছিল। দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ আসলো অর্থের। কোন কূল কিনারা না পেয়ে একটি বছর চলে গেলো। আমার হতাশার চুড়ান্ত পর্যায় চলে আসলো। তৃতীয় বাধা ছিল আমাদের জনবল সংকট। ছিল ডেডিকেটেড কর্মকর্তার অভাব।

অনুপ্রেরণার উৎস:

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথা সরকারের ঘোষণা, গ্রামকে শহর করার প্রতিশ্রুতি ও পরিকল্পনা এবং জনভোগান্তিরোধে সরকারের উদ্যোগগুলো অনুপ্রেরণার উৎস। মূল অনুপ্রেরণাটি আসে এটুআই এর উদ্যোগে ই-সার্ভিস ডিজাইন ও

পরিকল্পনার ওয়ার্কশপ হতে। ভেটেরিনারি চিকিৎসা সেবা গ্রহণে জটিলতা ও জনভোগান্তির কথা বিবেচনা করেই ২৫-৩১ জানুয়ারী ২০১৭ খ্রী. একটি কর্মশালার মাধ্যমে বায়োলজিক্যাল ভাষাকে আইসিটি ভাষায় রুপান্তরের মধ্য দিয়ে ই-ভেট সার্ভিসের ডিজাইন ও পরিকল্পনা করা হয়।

কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল:

সফটওয়্যারটির ডিজাইন এবং প্ল্যানিং সম্পন্ন হবার পর আর্থিক সংস্থান না থাকায় প্রায় একবছর পেরিয়ে যায় সফটওয়্যার তৈরীর কাজ শুরু করতে। অত:পর কেবিনেট সচিব মহোদয় এবং এটুআই এর উদ্যোগে একাধিক বৈঠকের ফলে সংস্থাপ্রধান অর্থাৎ মহাপরিচালক মহোদয় ই-ভেট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। মাননীয় কেবিনেট সচিব মহোদয়ের সরাসরি হস্তক্ষেপে তাৎক্ষনিকভাবে অর্থ সংস্থান নিশ্চিত করা হয়। অবশেষে টিম লিডার এবং সমন্বয়ক হিসেবে আমাকে নিজ কাজের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হলো। শুরু হলো ই-ভেট এর যাত্রা।

বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিল:

পিপিআর অনুসরণপূর্বক সফটওয়্যার নির্মান ক্রয় কার্যক্রমের লক্ষ্যে ডকুমেন্ট তৈরী করে বাংলা ও ইংরেজী দুটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ইওআই প্রকাশের পর ২৬টি সফটওয়্যার নির্মান প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। নির্মান প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে সংস্থাপ্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত রেখে ক্রমাগতভাবে ছোট ছোট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই অগ্রসর হতে হয়েছে। ক্রয় প্রক্রিয়ার কারিগরী, আর্থিক ও প্রশাসনিক সকল ক্ষেত্রে কিছু নেতিবাচক মানসিকতার চ্যালেঞ্জ ছিল। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে সরকারের অদম্য ইচ্ছা ও অনুপ্রেরণায় অবশেষে ই-ভেট সফটওয়্যার নির্মান কাজ শেষ হয়। ই-ভেট সার্ভিস এর সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এবং ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার এ হোস্টিং ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, ডোমেইন নাম বিটিসিএল এ রেজিস্ট্রেশন হয়েছে (www.evet.gov.bd), মোবাইল অ্যাপ (ই-ভেটেরিনারি সার্ভিস/e-veterinary Service) চালু রয়েছে, বিভিন্ন ধরণের ট্রায়াল সম্পন্ন করা হয়েছে, দুটি উপজেলায় (গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি এবং গাজীপুর সদর উপজেলা) একটি করে ল্যাপটপ, ইউপিএসসহ দুটি করে ডেস্কটপ, একটি করে প্রিন্টার, একটি করে রাউটার সরবরাহ করাসহ সব ধরনের ইউজার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে, একটি ওয়ার্কশপের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে এবং পরীক্ষামূলক ব্যবহার সাফল্যের সাথে চলছে। যদিও জনবল সংকট এবং আইসিটি দ্রব্যাদির বিলম্বিত সরবরাহজনিত কারনে পরীক্ষামূলক ব্যবহার কাংখিত পর্যায়ে সম্পন্ন করা যায়নি। পরবর্তীতে জুন ২০১৮ খ্রী. সফটওয়্যার তৈরীর কাজ এবং জানুয়ারী ২০১৯ খ্রী. এ গোপালগঞ্জের কাশিয়ানি ও গাজীপুর সদর উপজেলায় পরীক্ষামূলক ব্যবহারের কার্যক্রম শুরু করা হয়। ভেটেরিনারি চিকিৎসার মৌলিক বিষয় সংশ্লিষ্ট ১১টি মডিউল এর ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপ ভিত্তিক তথ্যভান্ডারসমৃদ্ধ এ সফটওয়্যার এর সেবাকেই “ই ভেটেরিনারি সার্ভিস” নামে অভিহিত করা হচ্ছে, যেখানে সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকছে, সেবা হয়েছে স্বচ্ছ, জনগণ পাচ্ছেন স্বাচ্ছন্দ।

টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণ:

টেকসই করণের লক্ষ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি ডিজিটাল লিফলেট (ইউটিউব ও বড় স্ক্রীন এ চালু), একটি টিভিসি (ইউটিউব ও বড় স্ক্রীন এ চালু), পোষ্টার, এডহেসিভ ষ্টিকার, নোট প্যাড, বিলবোর্ড ও ব্যানার এবং ইউজার ডাইরেক্টরী তথা ডেমো প্রস্তুত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, অধিদপ্তরের এলডিডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে স্কেল আপ/রেপ্লিকেশন এর সুযোগ রয়েছে।

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যান বয়ে এনেছে:

খামারী ও গবাদিপশু-পাখির ইউনিক নম্বর ও তথ্য সম্বলিত অনলাইন একাউন্ট, রোগীর প্রোফাইল, অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট, টেলিমেডিসিন, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেট, ঔষধের তথ্য ও নিয়মাবলী, ল্যাব ডায়াগনোষ্টিক, খামারীগণের অনুযোগ (কল্যাণ) ব্যবস্থাপনা, ড্যাশবোর্ড, আউটডোর ম্যানেজমেন্ট (পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট), রিপোর্টেবল রোগের নোটিফিকেশন এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে (২৭ টি) চিকিৎসার প্রতিবেদন সম্পর্কিত মডিউল রয়েছে এ সফটওয়্যারে। ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে দুর দুরান্তে বসে মাঠ পর্যায়ের চিকিৎসা ব্যবস্থা, খামারীগণের অনুযোগ, ঔষধ-ভেকসিন-সিমেন মজুদ পর্যবেক্ষন এবং কাংখিত যে কোন আঙ্গিকে তাৎক্ষনিক প্রতিবেদন প্রস্তুত এর মাধ্যমে উন্নত প্রাণিচিকিৎসা নিশ্চিত করার সুযোগ রয়েছে এ সার্ভিস ব্যবস্থায়।

কত ব্যক্তির জীবনমানে পরিবর্তন আনলো:

পরীক্ষামূলক পরিচালনার সময় সকল খামারী কৃষক এবং ইউজারগণ ব্যাপক সন্তুষ্টির সাথে ইভেট সফটওয়্যার ব্যবহার করেছে। ফলে, দুটি উপজেলার সংশ্লিষ্ট সকলেরই জীবনমানে ধনাত্মক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

কেবিনেট সচিব মহোদয়ের নিকট থেকে ই ভেট সফটওয়্যার এর সনদ গ্রহণ

সুদূরপ্রসারি কী কী অবদান রাখবে:

এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে আমাদের অর্থনীতির প্রাণশক্তি কৃষকগণের সময়, অর্থ ও যাতায়াত বর্তমানের তুলনায় ৮০% সাশ্রয় হবে। তাছাড়া, সময়মত স্বল্প খরচে সঠিক চিকিৎসার ফলে গবাদিপশুর মৃত্যুহার কমবে, প্রাণিজাত আমিষ উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, ফলে রপ্তানি সম্ভাবনা বাড়বে, নোটিফাইয়েবল রোগ সতর্কীকরণ তাৎক্ষনিকভাবে জানা যাবে, ফলে জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ সহজতর হবে, ভেটেরিনারি ডিজিজ সার্ভিলেন্স (এপিডেমিওলজিক্যাল তথ্য) ও তাৎক্ষনিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে। মাঠ পর্যায়ের চিকিৎসা কার্যক্রম সরাসরি অবলোকন করা যাবে ও চিকিৎসা সেবা ৯-৫ টার পরিবর্তে ২৪/৭ করা সম্ভব হবে। সেবার মানে এসেছে অভূতপূর্ব ধনাত্মক পরিবর্তন।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভুতি:

অংশীজনের সকলেই ভূয়সী প্রশংসা করেছেনে। জ্ঞাত তথ্যানুসারে, দেশব্যাপি ভেটেরিনারি সার্ভিস এর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা একটি সফটওয়্যারে সমন্বিত আকারে উন্নয়নশীল কোন দেশেই এখনো শুরু হয়নি। আসন্ন জনবল কাঠামো চুড়ান্ত অনুমোদন পেলে এবং দেশব্যাপি ইভেট সার্ভিস এর ব্যবহার শুরু হলে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনের মূল রেগুলেটরী ধারায় শৃংখলা বজায় রেখে আধুনিক এ ব্যবস্থাপনা কার্যকর করে ভবিষ্যতের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর আশান্বিত এই কারণে যে, জনস্বাস্থ্য সংরক্ষন সহজতর হবে, ভেটেরিনারি ডিজিজ সার্ভিলেন্স (এপিডেমিওলজিক্যাল তথ্য) ও তাৎক্ষনিক প্রতিবেদন পাওয়া যাবে। মাঠ পর্যায়ের চিকিৎসা কার্যক্রম সরাসরি অবলোকন করা যাবে ও চিকিৎসা সেবা ৯-৫ টার পরিবর্তে ২৪/৭ করা সম্ভব হবে।

টিভিসি/গ্রাফ/ইনফোগ্রাফিক্স/ছবি/ভিডিও:

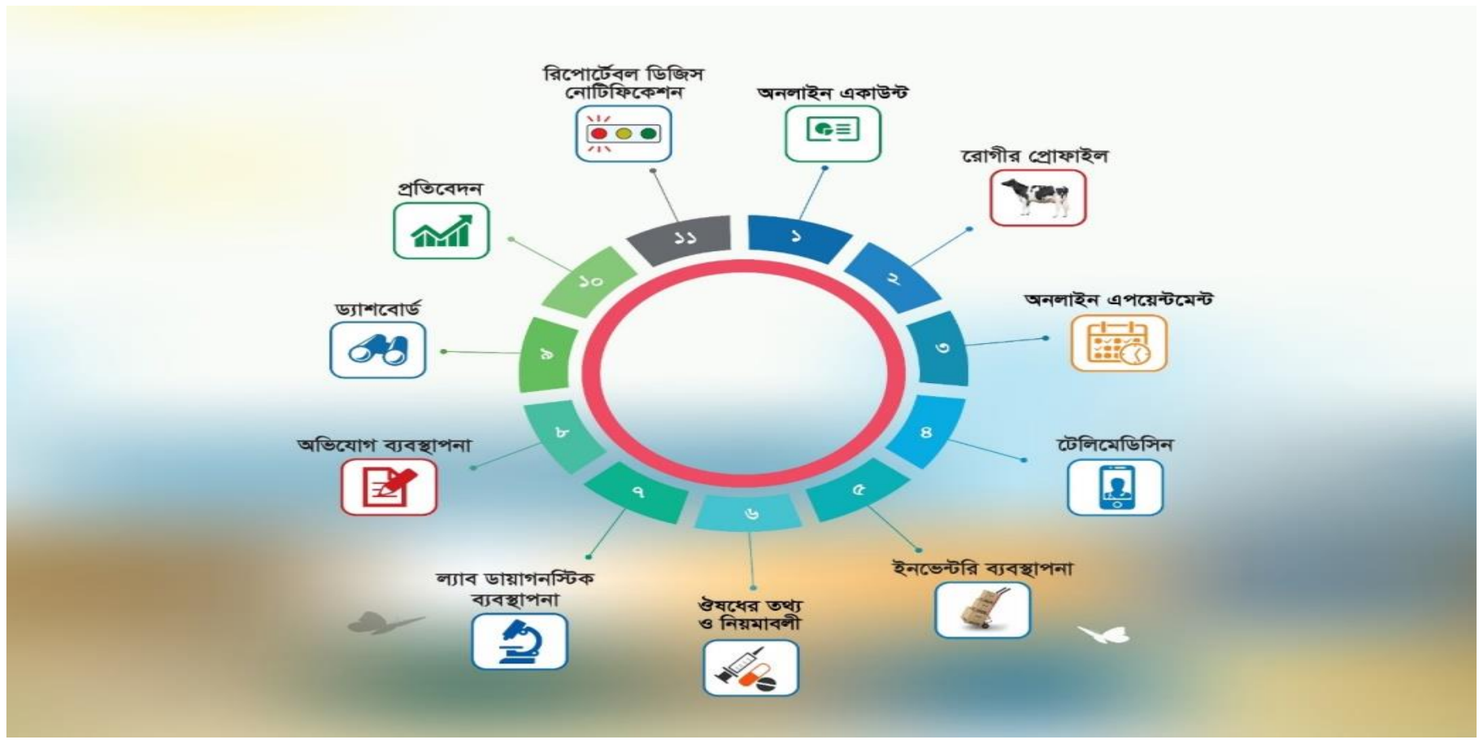

টিভিসি:

https://www.youtube.com/watch?v=uaVxCKpR0M0&feature=share&fbclid=IwAR0ogQdxIPg1gFH6VNSbi23tY6kk5slBJCnmCebbEFRY5-dhnXXti6jHIQM

ডিজিটাল লিপলেট:

https://www.youtube.com/watch?v=MU0UveOn4ho&feature=share

বাস্তবায়নকারী টীম

ড. সৈয়দ আলী আহসান, টিম লিডার ও পিসি, সহকারী পরিচালক এল/আর, ইপিডেমিওলজী ইউনিট, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা

ডিএলএস ই-সার্ভিস টিম

ড. সৈয়দ আলী আহসান
টিম লিডার

ডা. অখিল চন্দ্র

ডা. ফিরোজা বেগম

ডা. মো. মুখলেছুর রহমান

মোঃ আশরাফুল কবির

মন্ত্রণালয়ের নাম: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর)

১৮। উদ্ভাবনের নাম: যুবঋণ বিতরণ সহজীকরণ

পটভূমি :

২০১৪ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ, হঠাৎ একদিন বিকালে নোয়াখালী জেলার ডিডি মহোদয় জানালেন যে (উনি তখন অফিসের কাজে মন্ত্রণালয়ে গিয়েছিলেন)। মন্ত্রণালয় থেকে তাঁর জেলার একজন উপজেলা অফিসারের নাম চাওয়া হয়েছে কোন এক বিশেষ বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য। মন্ত্রণালয় থেকে ফোন আসলে আমি যেন সম্মতি জ্ঞাপন করি। ঐ ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পর সত্যিই মন্ত্রণালয় থেকে এক ভদ্রমহিলা আমার প্রশিক্ষণে সম্মতি আছে কিনা এবং আমার ইনোভেশন বিষয়ে আগ্রহ আছে কিনা জানতে চায়। আমি সম্মতি প্রকাশ করার ২\৩ দিন পরই ১২ মার্চ ২০১৪ খ্রিঃ মন্ত্রণালয় থেকে ৬ জন কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করে (২ জন উপপরিচালক, ১ জন সহকারী পরিচালক এবং ৩ জন যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা) একটি চিঠি এটুআই প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক বরাবর প্রেরণ করেন যার একটি অনুলিপি মহাপরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে দেয়া হয়। পত্র নং ৩৪.০৫১.০১৮.০১.০০.৭৩.২০১২(অংশ)-১১১, তাং ২৮ ফাল্গুন ১৪২০ বাং, ১২মার্চ ২০১৪খ্রিঃ। চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন মোঃ রফিকুল ইসলাম ,সহকারী সচিব মহোদয়। চিঠিতে ১৮-২১ মার্চ, ২০১৪ খ্রিঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কোটবাড়ী, কুমিল্লায় ৪ দিন ব্যাপী “নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন” বিষয়ক আবাসিক প্রশিক্ষণে অংশ নিতে বলা হয়। নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন এটি তখন আমার কাছে একেবারেই নতুন বিষয় ছিল।

১৮-২১ মার্চ অন্যরকম এক প্রশিক্ষণ এর স্বাদ পেলাম। চেয়ারের অন্য দিক থেকে দেখে কিভাবে জণগনের দুর্ভোগ কমানো যায়, কিভাবে সরকারি সেবাকে আরো সহজ করা যায় এবং গ্রাহকের মনের কথা বুঝে সকল বিদ্যমান আইনের মধ্যে থেকেই যা কিছু সম্পদ আছে তাকে একটু ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করে গ্রাহকের কাছে পৌছে দেয়া যায়, সেই অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলার প্রশিক্ষণ পেলাম। সিম্প্যাথি বা সহানুভূতি শব্দটার সাথে পরিচিত ছিলাম কিন্তু এম্প্যাথি শব্দটা প্রথম শিখলাম।

উপপরিচালক, সহকারি পরিচালক ও যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাদের কাজ এক নয়। তাই, যে সমস্যাটি আমি অনুভব করেছি হৃদয় দিয়ে এবং যে জায়গায় আমার মনে হয়েছে পরিবর্তন দরকার, যেভাবে আমি সমাধান ভেবেছি তার সাথে মত পার্থক্য দেখা দিল। দিন শেষে অনেক আলোচনা ও সমঝোতার পর সবাই একমত হলেন যুব ঋণের প্রাথমিক আবেদন এবং প্রকল্প যাচাই বাছাই প্রক্রিয়া যদি অনলাইনে করা যায় তবে যুবরা অনেক হয়রানি থেকে বাঁচবে। মোটামুটি একটা সমাধান পদ্ধতি উপস্থাপন করে যার যার কর্মস্থলে ফিরে গেলাম। অনলাইনে আবেদনের কথা তো বলেছি কিন্তু কিভাবে করবো, আমিতো কম্পিউটার চালাতেও পারি না, থাক তো প্রোগ্রাম তৈরি করা। এরই মধ্যে দুই মাস পেরিয়ে গেছে। শারীরিক অসুস্থতার জন্য একটা অপারেশনও হয়ে গেল। মাথা থেকে ইনোভেশন চলে গেল। হঠাৎ জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে অধিদপ্তর থেকে একটি চিঠিতে চট্টগ্রাম এলজিইডি ভবনে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণে আমার নাম দেখে ভয় পেলাম। ভাবলাম প্রথম প্রশিক্ষণে যা করবো বলে এসেছি নিশ্চয়ই তার অগ্রগতি জানাতে ডেকেছে। যাব কি যাব না, কি উত্তর দেব ভাবতে ভাবতেই গেলাম। গিয়ে জানতে পারলাম মার্চ মাসের প্রশিক্ষণটি ছিল পাইলটিং। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। ভাবলাম একটা সুযোগ আমি বেশি পেলাম। এবার সব উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা। মতভেদ হওয়ার সম্ভাবনা কম, তাই মন প্রান ঢেলে আগের আইডিয়াটি নিয়ে কিভাবে কাজ করা যায় তার চেষ্টা করলাম। টিমের সদস্যদের মধ্যে একমাত্র হাটহাজারির শাকিলা খাতুনকে সাথে পেলাম, বাকিদের ইনোভেশন নিয়ে কোনো আগ্রহ বা চেষ্টা দেখলাম না।

খুব সহযোগিতা পেলাম মিজান স্যারের। স্যার যেহেতু জানতেন আমি আগেই এই কাজটি করতে চেয়েছি কিন্তু সফল হইনি, অথচ এই আইডিয়াটি যুবদের উপকারে আসবে তাই স্যারের পরামর্শ, সহযোগিতা ও আন্তরিকতা ছিল সীমাহীন। ১৫ বছরে যুবদের যে কষ্ট নিজ চোখে দেখেছি,অনুভব করেছি, তা সহজ করার, কষ্ট ও ব্যয় কমানোর পদ্ধতির ভাবনায় ডুবে গেলাম।

কি কি কল্যাণ বয়ে এনেছে;

একজন প্রশিক্ষিত যুব অনেক স্বপ্ন নিয়ে আসে আমাদের কাছে। চোখে থাকে প্রশিক্ষণ কাজে লাগানোর, খামার করার আগ্রহ।কিন্তু জানা থাকে না কোনো তথ্য। কোথায় যাবে, কোথায় গেলে পরামর্শ পাবে, কোথায় গেলে ঋণ পাবে, কিভাবে আবেদন করবে, আবেদন করতে কি কি লাগবে, কে কখন তার প্রকল্প দেখবে, কেমন প্রকল্প ঋণ পাবার উপযুক্ত হবে ইত্যাদি কিছুই তার জানা নেই। কোনো ভাবে খুঁজে খুঁজে উপজেলা অফিসে এসেই পড়ে যায় নানা হয়রানিতে। অনেকসময় একজন সৎ, নিষ্ঠাবান কর্মকর্তার অফিসে ও তিনি জানতে পারেন না কতজন তার কাছে আবেদন করছে। কিংবা কে কিভাবে হয়রানি হচ্ছে। কারন প্রাথমিক আবেদনের কোনো রেজিস্টার রাখা হয় না এবং যে কেউ ইচ্ছা করলেই আবেদনটি তার কাছে রেখে দেওয়ার সুযোগ আছে। কতদিনে প্রকল্প দেখতে যাবে ম্যানুয়েলে তা উল্লেখ থাকলেও মানা হয় না তার কোনোটাই এবং এর মনিটরিং প্রক্রিয়াও সহজ নয়। তাই কোথাও অভিযোগ করা বা বিচার পাওয়া কঠিন। আমি যখন চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলায় কর্মরত ছিলাম তখন এরকম অনেক অভিযোগ পেতাম কিন্তু চক্রটি এত শক্তিশালী ছিল যে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেক বড় বিপদে পড়তে পড়তে বেঁচে যাই। এই সমস্ত বিষয় আমাকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন এবং কিছু করার প্রেরণা যুগিয়েছে।

সকল ভালো কাজ করতে গেলে কিছু মানুষ আছে কোনো কারণ ছাড়াই বাধা দেয়, ভয় দেখায়। আর যাদের স্বার্থে লাগে তাদের বাধা তো আসবেই। আবার কেউ কেউ আছে দায়িত্বকে ভয় পেয়ে দূরে সরে থাকতে চায়। এই সকল বিরুদ্ধ শক্তিকে জয় করে, রুটিন কাজের বাইরে গিয়ে একটি চলমান পদ্ধতির পরিবর্তন আনা সহজ কাজ নয়। তাছাড়া আমার আইডিয়াটি ছিল অনলাইন ভিত্তিক; তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর।

গুগল ড্রাইভ থেকে যুব ঋণের প্রাথমিক আবেদন ফরম তৈরি করে একটি সীটের সাথে লিংক করে সেই লিংকটি আমি উপজেলা পোর্টালে আপলোড করে দিই। সাথে থাকে যুব ঋণ পাওয়ার সকল নিয়ম-কানুন। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সকল উদ্যোক্তাকে বিষয়টি জানিয়ে দিই। উপজেলা এবং জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে লিফলেট দিয়ে এবং ক্লাস নিয়ে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করে দেই। একজন যুব নিজ মোবাইল ফোন কিংবা যেকোনো কম্পিউটার সেন্টার থেকে ওয়েব পোর্টালে ঢুকে লিংকে ক্লিক করলেই আবেদনটি পাবে। নুন্যতম তথ্য পূরণ করে সাবমিট করলে তা চলে আসবে আমার মেইল থেকে খোলা গুগল সীটে, তার কাছে যাবে প্রাপ্তি স্বীকার ম্যাসেজ। আমি তার আবেদন দেখে ম্যাসেজ কিংবা ফোনে জানিয়ে দিব কবে দেখা হবে তার প্রকল্প। ২/১ দিনের মধ্যেই সিএসওয়াইডিও একত্রে প্রকল্প দেখে সাথে সাথে জানিয়ে দেবে সে ঋণ পাবে কী পাবে না। না হলে, কেন নয় এবং পেতে হলে তাকে কি করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় ঋণ না পেলে তাকে একবারও অফিসে আসতে হবে না। পেলে মূল আবেদন জমা এবং চেক গ্রহণ এই দুইদিন আসলেই চলবে ।

বলা তো সহজ, করা অনেক কঠিন। ঋণ কার্যক্রমের সাথে জড়িতদের নিয়ে টিম গঠন করলাম। কোনো লাভ ছাড়া রুটিন কাজের বাইরে কাজের অভ্যাস করানো, অল্প শিক্ষিত প্রযুক্তি ভীতু গ্রামের যুবদের অনলাইনে আবেদনে উৎসাহিত করা, সহকর্মীদের তিরস্কার ইত্যাদি, কাজে নিবেদিত থেকে মনের জোর দিয়ে মোকাবিলা করলাম। আমার টিম মেম্বারদের সহযোগিতা পেলাম। কাজের কোনো সময় থাকলো না। অসংখ্য রাত কেটে গেল পরের দিনের পরিকল্পণা ঠিক করতে এবং ব্যক্তিগত সময় ঢুকে গেল অফিসের কাজের মধ্যে। ঘর এবং অফিস একাকার হয়ে গেল। সফলতা দেখতে শুরু করলাম। আবেদন আসা শুরু হলো। দ্রুততম সময়ে সর্বনিম্ন ভিজিটে সর্বনিম্ন খরচে ঋণ পেতে শুরু করলো যুবরা। প্রচুর লিফলেট ছাপালাম, বিভিন্ন জায়গায় লাগিয়ে দিলাম,

প্রশিক্ষণ ক্লাসে বিতরণ করতে থাকলাম, ক্লাবগুলোকে সম্পৃক্ত করলাম, উপজেলার সকল সভায় সরকারি বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে শেয়ার করলাম। ডিজিটাল মেলায় উপস্থাপন করলাম।

ঋণ গ্রহণে আগ্রহীদের আবেদন জমা এবং যাচাই বাছাই প্রক্রিয়া শেষ করে চেক প্রদান পর্যন্ত সময়, বার এবং খরচ কমে গেল প্রায় তিন ভাগের এক ভাগে। পাইলটিং চলা কালে ৪৭৩ জন এই সুবিধা গ্রহন করেছে। অল্প সময়ের মধ্যে সেবা পেয়ে বেকার কর্মপ্রত্যাশী যুবদের সরকারি সেবা বিষয়ে ইতিবাচক ধারণা জন্ম হয়েছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। অহেতুক হয়রানি, সময়ক্ষেপন এবং অর্থের অপচয় রোধ হয়ে যুবদের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। প্রশিক্ষণে আগ্রহ বেড়েছে, এলাকায় প্রচুর খামারি সৃষ্টি হচ্ছে, যা দেশের অর্থনীতিতে অল্প সময়ে বড় ধরণের ভুমিকা রাখবে।

পাইলটিং শেষ হওয়ার পরও নোয়াখালী সদর উপজেলায় এখন পর্যন্ত অনলাইন আবেদন অব্যহত আছে। ইতিমধ্যে অধিদপ্তর এই আইডিয়াটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। বেশ কয়েকটি জেলায় অনলাইনে যুবঋণের প্রাথমিক আবেদন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্রমান্বয়ে দেশ ব্যাপী তা চালু হওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

উপকারভোগীর প্রতিক্রিয়া

বর্তমান সময় তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। বাংলাদেশে এমন একটি পরিবার খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে পরিবারে একটিও মোবাইল ফোন নেই। তাছাড়া ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার গ্রাম অঞ্চলের মানুষকে দিচ্ছে প্রযুক্তির সেবা । এরকম একটা সময়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে যুবরা ঋণ পাওয়ার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে উপজেলায় এসে তাদের মূল্যবান সময় বার বার নষ্ট না করে নিজ নিজ মোবাইলে অথবা পাশের কোনো কম্পিউটার দোকানে বসে উপজেলায় আসার কাজ শেষ করতে পারার অনুভূতি আনন্দের তো বটেই তৃপ্তিরও। যার স্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায় তাদের চেহারায় এবং অভিব্যক্তিতে। ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল ঘরে ঘরে পৌছে দেওয়ার সরকারি ঘোষণার এটি একটি অন্যতম উদ্যোগ বলেও উপকার ভোগীদের কেউ কেউ প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করেছেন।

বলতে গেলে কাজ করার সময় তেমন কোন ডকুমেন্টই রাখার কথা মনে আসেনি, পরবর্তি কালে প্রয়োজনের তাগিদে অল্প কিছু ছবি সংগ্রহ করি। এই গল্প শেষ হওয়ার নয়। ২০১৪ থেকে ২০১৯ দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় শিখেছি যেমন অনেক কিছু, সমৃদ্ধ হয়েছে অভিজ্ঞতার ঝুড়ি, তেমনি বহু ত্যাগও স্বীকার করতে হয়েছে। এই গল্পের মধ্যে লুকিয়ে আছে বহু ছোট ছোট গল্প,যা কোন দিন বলা হবে না। তবু এ এক অন্য রকম আনন্দ, অন্য রকম তৃপ্তি।

পাইলটিং চলাকালীন আমি প্রচারের জন্য একটি ইনফোগ্রাফিক্স করেছিলাম এরকম

গুগল ড্রাইভ থেকে তৈরি করা ফরম এবং পোর্টালে দেয়া প্রয়োজনীয় তথ্যসহ লিঙ্ক

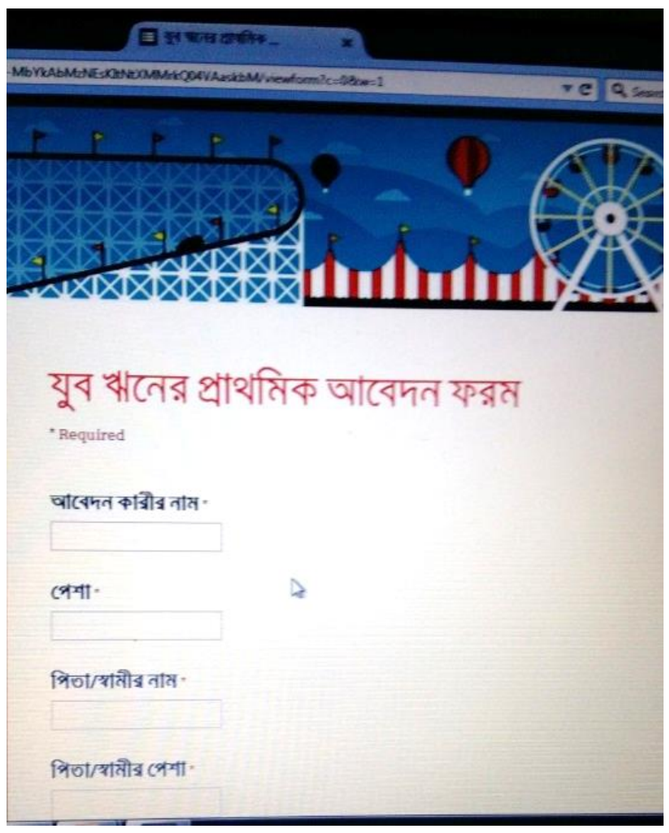

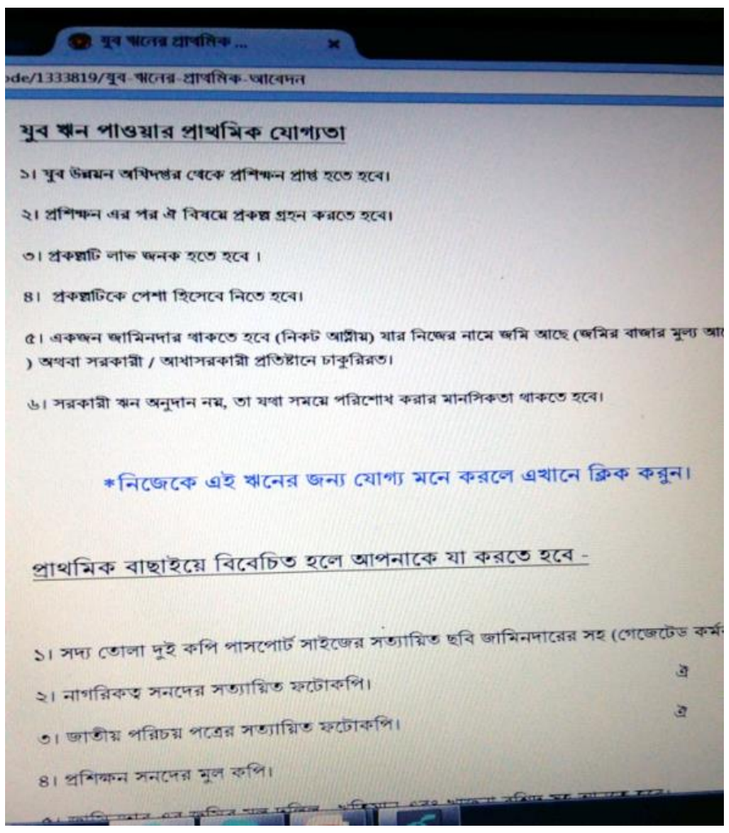

“নিজেকে যোগ্য মনে করলে এখানে ক্লিক করুন”

এই কথাটির নীচে লুকানো আছে যে লিঙ্কটি –www.sadar.noakhali.gov.bd/node/1333819

প্রচারনা

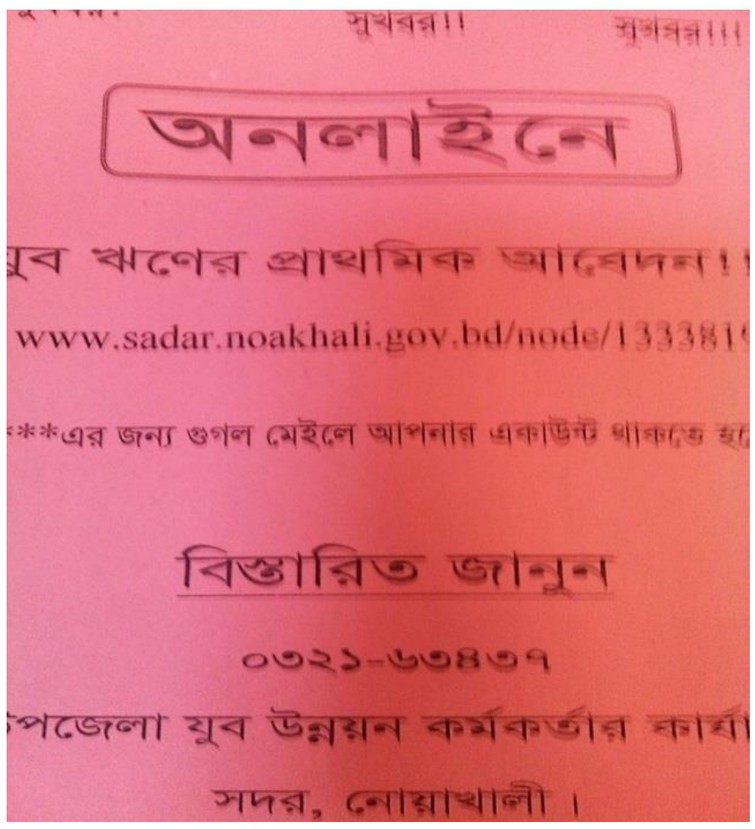

অনলাইনে এসে জমা হওয়া যুবঋণের প্রাথমিক আবেদন

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Timestamp	আবেদন কারীর নাম	পেশা	পিতা/স্বামীর নাম	পিতা/স্বামীর পেশা	মাতার নাম	মাতার পেশা	জন্ম তারিখ	বয়স
2	10/27/2014 11:50:12								
3	11/3/2014 18:29:18	Rashed	Student	Aziz	Retired	Fatema	House Wife	1/21/1985	
4	11/20/2014 14:10:10	ABU RAHAT	AGRICULTURE	LATE SHAHADAT HOSS	LATE	JANNATUL FERDOUS	HOUSEWIFE	4/1/1989	
5	12/14/2014 19:56:34	মোঃ আলী আকবর	ব্যাবসা	মোঃ কেপায়েত উল্যা	মোঃ কেপায়েত উল্যা	আমেনা খাতুন	আমেনা খাতুন	10/10/1994	
6	1/12/2015 12:24:56	নুসরাত জাহান তান্নি	ছাত্রী	মোঃ আবুল খায়ের	ব্যবসা	বকুল বেগম	গৃহীনি	1/26/1997	
7	2/16/2015 14:00:53	মোঃ মাহমুদুল হাসান	ব্যবসা	মৃত আনোয়ার হোসেন	-	জান্নাতুল ফেরদৌস	গৃহীনি	1/1/1996	
8	2/17/2015 14:00:36	মোঃ ইলিয়াছ	ব্যবসা	মোঃ আবু তাহের	কৃষক	নূর জাহান বেগম	গৃহিনী	8/9/1990	
9	2/22/2015 23:00:48	মোঃ জহিরুল হক	ব্যবসা	মৃত জাহেদুল হক	ব্যবসা	ছখিনা খাতুন	গৃহিণী	10/25/1981	
10	3/24/2015 0:04:17	আলেয়া বেগম	গৃহিনী	স্বামীঃ হুমায়ুন কবির	কৃষক	রহিমা খাতুন	গৃহিনী	5/1/1981	
11	5/12/2015 13:13:20	মোঃ আজাদ হোসেন	মৎস চাষী	সিরাজুল ইসলাম	ড্রাইভার	মেরী বেগম	গৃহীনি	1/4/1996	
12	4/19/2015 12:01:12	MD. MAHMUDUL HASA	BUSINESS	LATE. ANOWAR HOSSA	N/A	ZANNATUL FERDOUS	HOSWIFE	3/1/1996	
13	4/29/2015 17:22:27	মো: আবদুর রাজ্জাক	কৃষি	নুরু উল্যাহ	কৃষি	বিবি আছিয়া	গৃহিনী	6/2/1983	
14	5/6/2015 16:15:28	মোশাররফ হোসেন	ছাত্র	নূর নবী	কৃষক	জহুরা বেগম	গৃহিনী	12/17/1992	
15	5/12/2015 13:31:02	মোঃ তাসলিম মিয়া	মৎস চাষী	মোঃ দুলাল হোসেন	চাকুরী	তাজনাহার বেগম	গৃহীনি	7/8/1996	
16	5/17/2015 11:54:42	আবুল হাসেম	ব্যবসা	মৃত আবদুর রশিদ	কৃষক	তফুরা খাতুন	গৃহিনী	11/2/1991	
17	5/28/2015 13:13:48	মো: ইসমাইল হোসেন	খামারী	মৃত মো: হাবিবউল্যাহ	চাকুরী	মোসা: অজিফা খাতুন	গৃহীনী	6/15/1980	

বিভিন্ন সভা ও কর্মশালায় প্রচার

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম:

উদ্ভাবন টিম

উদ্ভাবন সদস্য	ঠিকানা
নার্গিস আরা বেগম, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা,	নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।
শাকিলা খাতুন, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা,	হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
ফেরদৌসি বেগম, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা,	বন্দর, নারায়নগঞ্জ ।

বাস্তবায়নকারী টিম

নাম	পদবি	ঠিকানা
নার্গিস আরা বেগম	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা,	নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।
মো;ফজলুল হক	ক্রেডিট সুপারভাইজর	নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।
এবিএম মোয়াজ্জম হোসেন	ক্রেডিট সুপারভাইজর	নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।
মায়মুনা খানম	ক্রেডিট সুপারভাইজর	নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।
আব্দুল হালিম	অফিস সহকারী	নোয়াখালী সদর, নোয়াখালী।

বাস্তবায়ন টিম

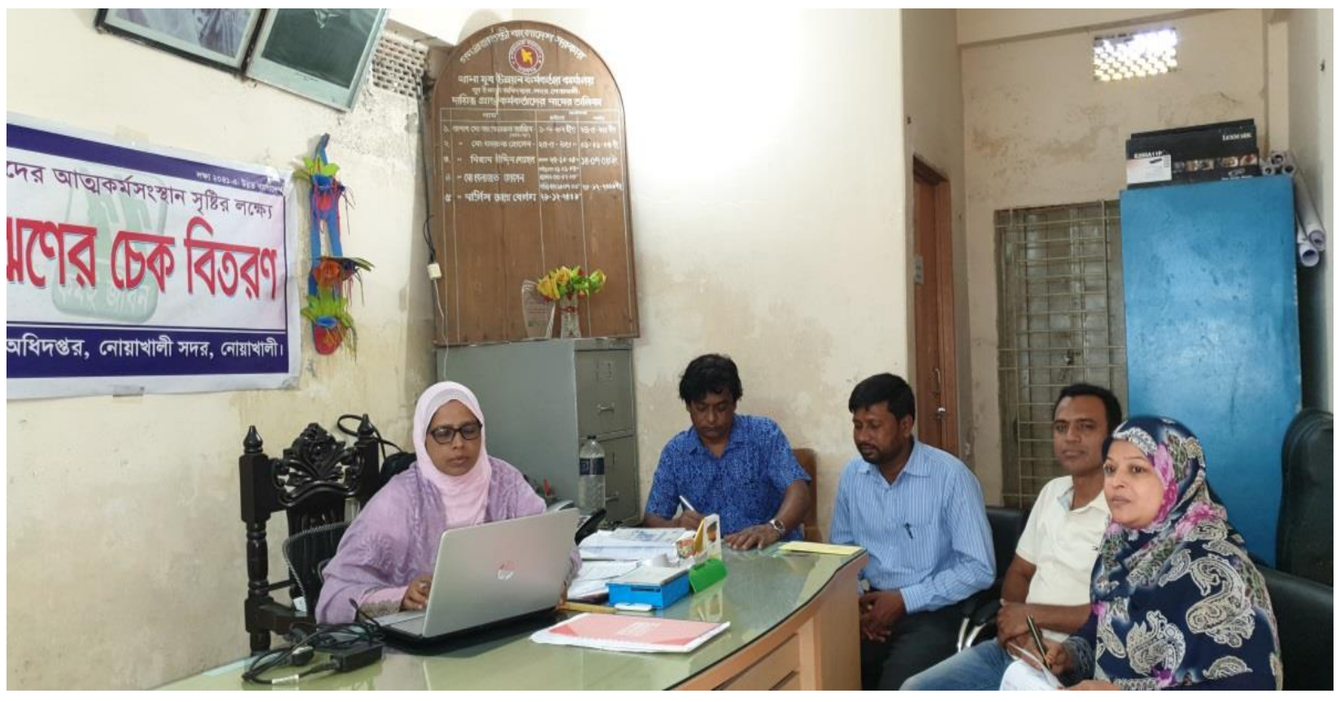

মন্ত্রণালয়ের নাম: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

১৯। উদ্ভাবনের শিরোনাম: পরিবেশগত ছাড়পত্র সংক্রান্ত সেবা অটোমেশন

প্রেক্ষাপট:

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবা হলো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান। প্রচলিত ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয় এবং আবেদন সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তি, ফরম পূরণ ও দাখিলের জন্যও উদ্যোক্তাগণকে পরিবেশ অফিসে একাধিকবার যাতায়াতসহ নানা ধরণের দীর্ঘসূত্রিতামূলক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়। তাছাড়া ছাড়পত্র প্রদান বিষয়ে কেন্দ্রিয় তথ্য ভান্ডার না থাকায় সরকারি প্রয়োজনে বা তথ্য অধিকার আইনে বা অন্য যে কোন জরুরি প্রয়োজনে স্বল্প সময়ে চাহিদা মোতাবেক কোন তথ্য প্রদান করা সম্ভব হয়ে উঠে না। অধিকন্তু, মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিয়েও অনেক সময় প্রশ্ন দেখা দেয়।

এ সকল সমস্যা থেকে উত্তোরণের মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণসহ মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের সহযোগিতায় পরিবেশ অধিদপ্তর বিগত ৮ এপ্রিল, ২০১৫ হতে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়ার অনলাইন প্রক্রিয়া বা অটোমেশন পদ্ধতির চালু করে। পরিবেশগত ছাড়পত্র অটোমেশনের কার্যক্রম সুইজারল্যান্ডের জেনেভা ভিত্তিক WSIS Forum কর্তৃক ICT Application: E-Government ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন প্রজেক্ট হিসেবে WSIS Prize ২০১৬ অর্জন করে।

বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জ সমূহ

১। সফটওয়্যার এর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
২। সময় ও প্রয়োজনের নিরিখে সময়ে সময়ে সফটওয়্যার উন্নয়ন বা হালনাগাদ
৩। আবেদনের দ্বৈততা প্রতিরোধ করা
৪। সফটওয়্যার ইন্টিগ্রেশন
৫। ডেটাবেজ এর পারফর্মেন্স বৃদ্ধি করা

কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল/ গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

১। সমস্যা চিহ্নিতকরণ;
২। ব্যয় প্রাক্কলন;
৩। কষ্ট এন্ড বেনিফিট এনালাইসিস;
৪। সিস্টেম এনালাইসিস;
৫। অংশীদার চিহ্নিতকরণ;
৬। সফটওয়্যার ডিজাইন;

চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহযোগিতা

এটুআই প্রদত্ত ইনোভেশন বাজেট, এটুআই এর কারিগরি সহযোগিতা, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের (বিসিসি) অবকাঠামো ও কারিগরি সহযোগিতা গ্রহণ করা হয়।

টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণ/বাস্তবায়ন গৃহীত ব্যবস্থা

১। পাইলটিং

২। অভিজ্ঞতার আলোকে সমস্যা চিহ্নিতকরণ;

৩। প্রশিক্ষণ;

৪। সারাদেশে বাস্তবায়ন।

কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল/ গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

১। সমস্যা চিহ্নিতকরণ;

২। ব্যয় প্রাক্কলন;

৩। কষ্ট এন্ড বেনিফিট এনালাইসিস;

৪। সিস্টেম এনালাইসিস;

৫। অংশীদার চিহ্নিতকরণ;

৬। সফটওয়্যার ডিজাইন;

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছে:

একসেস টু ইনফরমেন (এ টু আই) প্রকল্পের ইনোভেশন ফান্ডের আর্থিক সহায়তায় ৪ অক্টোবর ২০১৩ থেকে ০৩ অক্টোবর ২০১৪ সময়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র অটোমেশন প্রকল্প গ্রহণ করে। ১২ এপ্রিল ২০১৪ তারিখে ঢাকা অঞ্চল কার্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে অনলাইনে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন গ্রহণ শুরু হয় ০৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে সারাদেশে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ শুরু হয় এবং ১ জুন ২০১৫ তারিখে অনলাইনে আবেদন বাধ্যতামূলক করা হয়।

উদ্ভাবনটির (পরিবেশগত ছাড়পত্র সংক্রান্ত অটোমেশন প্রক্রিয়ার) উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

১। ছাড়পত্র সংক্রান্ত সকল আবেদন ও প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রাদি অনলাইনে গ্রহণ;

২। অনলাইনে কাগজপত্র যাচাই বাছাই ও প্রক্রিয়াকরণ;

৩। এসএমএস ও ই-মেইলের মাধ্যমে পুরো প্রক্রিয়াটিতে তথ্য আদান-প্রদান;

৪। প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি ধাপ উদ্যোক্তা ও নিয়ন্ত্রণকারী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক মনিটরিং;

৫। অনলাইনে ডিজিটাল ছাড়পত্র প্রদান;

৬। উদ্যোক্তা যেকোনো সময় যে কোনো বছরের ছাড়পত্র/নবায়ন সনদ সফটওয়্যার থেকে ডাউনলোড করতে পারেন।

৭। ইলেকট্রনিক সার্টিফিকেট;

৮। প্রকল্প/শিল্প প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার সৃষ্টি;

৯। অনলাইনে ছাড়পত্র যাচাই করার সুযোগ রয়েছে; বিশেষ করে ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম সহজতর হয়েছে;

১০। গ্রুপ অব কোম্পানীর পৃথক ড্যাশবোর্ডের সুবিধা।

উদ্ভাবনাটির (পরিবেশগত ছাড়পত্র সংক্রান্ত অটোমেশন প্রক্রিয়ার) ফলে যে সকল সমস্যার সমাধান হয়েছে তা নিম্নরুপ:

১. সহজে তথ্য প্রাপ্তি: প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্রের তথ্যাদি অনলাইন আবেদন ফর্মের সাথে সংযুক্ত রয়েছে, ফলে উদ্যোক্তাগণ খুব সহজেই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্পর্কে জানতে পারছেন;

২. সেবা সহজিকরণ: উদ্যোক্তা নিজ অফিসে অথবা সুবিধাজনক স্থানে বসেই আবেদনপূরণ ও দাখিল করতে পারছেন এবং প্রক্রিয়া শেষে অনলাইনেই ডিজিটাল ছাড়পত্রের কপি পাচ্ছেন;

৩. সেবা প্রদানের সময় হ্রাস: আবেদন দাখিল ও তথ্য প্রাপ্তির জন্য উদ্যোক্তার পরিবেশ অফিসে গমনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া, অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদির জন্য অনলাইনেই যোগাযোগের ফলে ম্যানুয়াল পদ্ধতির তুলনায় দ্রুত সময়ে ছাড়পত্র প্রদান করা যাচ্ছে;

৪. স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও দুর্নীতি হ্রাসঃ সকল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করায় এবং প্রত্যকটি ধাপ উদ্যোক্তা ও নিয়ন্ত্রণকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক মনিটরিং সুবিধা থাকায় দুনীর্তির ক্ষেত্র হ্রাস পেয়েছে এবং কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া এ প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল ছাড়পত্র প্রদান করা হয় বিধায় ছাড়পত্র নকল করা বা শর্ত পরিবর্তন করার সম্ভাবনাও হ্রাস পেয়েছে;

৫. নির্ভরযোগ্য তথ্য ভান্ডার: অটোমেশন প্রক্রিয়ার সকল তথ্য সেন্টার ডেটাবেইজে সংরক্ষিত হয় বিধায় যে কোন প্রয়োজনে স্বল্প সময়ে চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

উদ্ভাবনটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বর্তমানে অনলাইন ব্যতিত সরাসরি ছাড়পত্র সংক্রান্ত কোন আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে না। বিগত ৮ এপ্রিল, ২০১৫ হতে চালু হওয়ার পর থেকে ২ আগস্ট, ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে অনলাইন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৬০,৯৭০ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের পরিবেশগত ছাড়পত্র/নবায়ন আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে এবং যার মধ্যে ৩৫,৫৩৭ টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

অনলাইনে ছাড়পত্র নিষ্পত্তি বিষয়ক তথ্য (আগস্ট, ২০১৮ পর্যন্ত)

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭ এর বিধি ৭ মোতাবেক প্রকল্প/শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রাপ্ত আবেদন	ছাড়পত্র প্রদান	প্রক্রিয়াধীন	আবেদন খারিজ
সবুজ	৮৯২	৪৭১	৩৯৩	২৮
কমলা (ক)	১৪,৭৮৩	১০,৬৪৯	৩,৭৬২	৩৭২
কমলা (খ)	৩৭,২১৭	২০,৭৩১	১৫,২৩৯	১,২৪৭
লাল	৮,০৭৮	৩,৬৮৬	৪,১১৯	২৭৩
মোট =	৬০,৯৭০	৩৫,৫৩৭	২৩,৫১৩	১,৯২০

পদ্ধতি/সময়/ভোগান্তি/ব্যয়/সেবার মানে কী কী পরিবর্তন এনেছে:

ধরা যাক ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার একজন উদ্যোক্তা তার প্রতিষ্ঠানের পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করবেন। পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য প্রয়োজনীয় কি কি কাগজপত্র প্রয়োজন তা জানার জন্য উদ্যোক্তা একদিন পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা জেলা কার্যালয়ে

আসলেন। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হওয়ার লক্ষ্যে তিনি আরো একজনকে সাথে নিয়ে আসলেন। এতে দুই জনের প্রায় যাতায়াত ও খাওয়াসহ আনুমানিক ৭০০/- টাকা খরচ হতো এবং পূর্ণাঙ্গ একটি দিন অতিবাহিত হতো। পরবর্তীতে উদ্যোক্তা প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবদেন দাখিল করার জন্য পুনরায় ঢাকা জেলা কার্যালয়ে এসে আবেদন দাখিল করলেন। এতে উদ্যোক্তার আরো ৫০০/- টাকা খরচ এবং একটি পূর্ণাঙ্গ দিন অতিবাহিত হতো। এরপর উদ্যোক্তার আবেদনটির নথি প্রস্তুত করে একজন পরিদর্শককে প্রদান করা হয়। অত:পর পরিদর্শক প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিন পরিদর্শন করেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ নথিটি অফিস প্রধানের নিকট উস্থাপন করা হয় । অফিস প্রধান নথিটি যাচাই-বাছাই/পর্যালোচনান্তে নথিটি ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ে নথিটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিতে উপস্থাপিত হয় এবং ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়টি অনুমোদিত হলে পুনরায় নথিটি ঢাকা জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। এরপর ছাড়পত্র প্রস্তুত করে স্বাক্ষরিত হলে ছাড়পত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তাকে আরো একদিন উপস্থিত হতে হতো। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তার আরো ৫০০/- টাকা খরচ হতো। উপরোল্লিখিত ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতিতে দেখা যায়, একজন উদ্যোক্তার তিন দিন এবং যাতায়াত বাবদ ১৭০০/- টাকা ব্যয় হতো। অটোমেশন পদ্ধতি চালু হওয়ায় একজন উদ্যোক্তা ঘরে বসেই অনলাইনে তার প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্রের আবেদন দাখিল এবং ছাড়পত্র গ্রহণ করতে পারছেন। ফলে একজন উদ্যোক্তার ৩ (তিন) দিন সময় এবং ১৭০০/- টাকা ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। অনুরূপভাবে গবেষণাগারের ফলাফলের জন্য অনলাইনে আবেদন দাখিল ও রিপোর্ট গ্রহণ করতে পারেন। পরিবেশ অধিদপ্তরের অটোমেশন প্রক্রিয়া শুরু হওয়া থেকে অদ্যাবধি প্রায় ৭২,০০০ (বাহাত্তর) হাজার আবেদন দাখিল করা হয়েছে। এতে করে উদ্যোক্তাগণের প্রায় ১২,২৪,০০,০০০/-(বারো কোটি চব্বিশ লক্ষ) টাকা ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

অটোমেশনের ফলে অর্জিত দাপ্তারিক সুবিধা :

১) অটোমেশনের ফলে দাপ্তারিক কাগজ খরচ হ্রাস পেয়েছে;

২) জেলা অফিসের নথি আঞ্চলিক কার্যালয়ে বহন করতে হয়না। ফলে খরচ ও সময় হ্রাস পেয়েছে :

৩) নথির গতিবিধি সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা যায়। ফলে কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে;

৪। স্বচ্ছতাও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

টিভিসি/গ্রাফ/ইনফোগ্রাফিকস/ছবি/ভিডিও

৩০ এপ্রিল ২০১৫ হতে ১১ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত অটোমেশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রদত্ত নাগরিক সেবার একটি তথ্যচিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো :

প্রকল্পের ধরণ	প্রাপ্ত আবেদন	ছাড়পত্র প্রদান	প্রক্রিয়াধীন	আবেদন খারিজ
সবুজ	৮৯২	৪৭১	৩৯৩	২৮
কমলা (ক)	১৪,৭৮৩	১০,৬৪৯	৩,৭৬২	৩৭২
কমলা (খ)	৩৭,২১৭	২০,৭৩১	১৫,২৩৯	১,২৪৭
লাল	৮,০৭৮	৩,৬৮৬	৪,১১৯	২৭৩
মোট =	৬০,৯৭০	৩৫,৫৩৭	২৩,৫১৩	১,৯২০

টিসিভি বিশ্লেষণ :

টেবিল বা গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপন –

অটোমেশন সফটওয়্যার চালু করার ফলে পরিবেশগত ছাড়পত্র ও ই-গবেষণাগার রিপোর্ট প্রদান TCV (Time, Cost, Visit) :

শ্রেণি ও কার্যক্রম	সময়		খরচ		যাতায়াত (বার)		মন্তব্য
	পূর্বে	বর্তমানে	পূর্বে	বর্তমানে	পূর্বে	বর্তমানে	
সবুজ	১৫ কার্যদিবস	৭ কার্যদিবস	সরকার নির্ধারিত ফি	সরকার নির্ধারিত ফি	২ বার	০ বার	
কমলা-ক	১৫ কার্যদিবস	৭ কার্যদিবস	সরকার নির্ধারিত ফি	সরকার নির্ধারিত ফি	২ বার	০ বার	
কমলা-খ	৩০ কার্যদিবস	২০ কার্যদিবস	সরকার নির্ধারিত ফি	সরকার নির্ধারিত ফি	৩ বার	১ বার (ইআইএ, ইএমপি)	
লাল	৬০ কার্যদিবস	৩০ কার্যদিবস	সরকার নির্ধারিত ফি	সরকার নির্ধারিত ফি	৩ বার	১ বার (ইআইএ, ইএমপি)	
ই-গবেষণাগার রিপোর্ট	৩০ কার্যদিবস	২০ কার্যদিবস	সরকার নির্ধারিত ফি	সরকার নির্ধারিত ফি	২ বার	০ বার	

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা

১। পরিচালক (আইটি), চিফ ইনোভেশন অফিসার, পরিবেশ, অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

২। বেগম সোনিয়া সুলতানা, উপপরিচালক (সমন্বয়), ইনোভেশন অফিসার, পরিবেশ, অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

৩। জনাব মো : সাদিকুল ইসলাম, সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট (আইটি), ইনোভেশন অফিসার, পরিবেশ, অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

৪। জনাব মোহাম্মদ হাসান হাছিবুর রহমান, উপপরিচালক (পরিকল্পনা), ইনোভেশন অফিসার, পরিবেশ, অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

৫। জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মোতালিব, সিনিয়র কেমিস্ট (বায়ুমান ব্যবস্থাপনা), ইনোভেশন অফিসার, পরিবেশ, অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

৬। জনাব সৈয়দ আহমেদ কবীর, সিনিয়র কেমিস্ট (ঢাকা গবেষণাগার), ইনোভেশন অফিসার, পরিবেশ, অধিদপ্তর, সদর দপ্তর, ঢাকা।

মন্ত্রণালয়ের নাম: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

২০। উদ্ভাবনের শিরোনাম: ওয়েবভিত্তিক বনভূমি/কভারেজ

তথ্যাদি জানা (বাসতৈল রেঞ্জ, টাঙ্গাইল বন বিভাগ)

কিভাবে যাত্রা শুরু/পটভূমি :

মাঠ পর্যায়ে বন অধিদপ্তর বনভূমি ব্যবস্থাপনায় CS/RS/BS হার্ডকপি মানচিত্র ব্যবহার করে থাকে। যেমন: বনভূমি সম্পর্কিত মামলা নিরসনে, বনভূমির অবস্থা মূল্যায়নে বনভূমির পরিকল্পনা প্রণয়নে ইত্যাদি। বন ব্যবস্থাপনার কাজে বনভূমি সম্পর্কিত বিশদ তথ্য প্রয়োজন হয় বিধায় বনভূমির অবস্থা ও অবস্থানসহ এ সকল মানচিত্রের ডিজিটাল উপস্থাপনে অনেক প্রশ্নের উত্তর সহজলভ্য করার ধারণা মাথায় রেখে উল্লিখিত উদ্ভাবনটি টাঙ্গাইল বন বিভাগের বাশতৈল রেঞ্জে piloting করা হয়। বাশতৈল রেঞ্জের বন এলাকার (Revisional Survey) RS মানচিত্র যোগার করে ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে (Geographical Information System) GIS ডাটাবেজ তৈরী করা হয়। RS মানচিত্র ৫০ এর দশকে তৈরী বিধায় এতে কোন অক্ষাংশ/দ্রাঘিমাংশ ছিলনা। বর্তমান সময়ে এ সকল মানচিত্রের সাথে মাঠ পর্যায়ে অবস্থিত বৈশিষ্ট্য সমূহের মিল পাওয়া কঠিন। এ কারণে Differential Global Positioning System (DGPS) ব্যবহার করে RS মানচিত্র ব্যবহার করে প্রস্তুতকৃত ডিজিটাল ডাটাবেইজের সঠিকতা যাচাই করে চূড়ান্ত করা হয়, যা বর্তমানে Bangladesh Forest Information System (BFIS) Geoportal এ যুক্ত আছে। এই পদ্ধতি টেকসই করণে উত্তর ও দক্ষিণ কক্সবাজার বন বিভাগের বনভূমির মানচিত্র ডিজিটালাইজড করে বনভূমির অবস্থান ও অবস্থা বিভিন্ন কাজে এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহারের জন্য BFIS Geoportal এ সংযোজন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ পদ্ধতি ব্যবহার করে পর্যায়ক্রমে বন বিভাগের সকল বিভাগের জন্য ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা হবে।

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা উদোগ কি কি কল্যান বয়ে এনেছে :

বনভূমির GIS ডাটাবেজ দাগ ভিত্তিক বনভূমির অবস্থান, বন আচ্ছাদন এর সকল তথ্য থাকায় বর্তমান অবস্থা জানা সম্ভব হচ্ছে। যা ব্যবহার করে বন উন্নয়নে জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করছে। এ পদ্ধতিতে বন কতটা ক্ষতিগ্রস্ত বা ভালো তা অনুমান করা যায় বিধায় কোন এলাকার বনে সামাজিক কার্যক্রম নেয়া দরকার তা নির্ধারণ করা হচ্ছে। বর্তমানে বন অধিদপ্তরের SUFAL প্রকল্পের আওতায় উক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে কক্সবাজার বন বিভাগের জন্য Site Specific Plan (SSP) তৈরী করা হচ্ছে যা অন্যান্য পরিকল্পনার ব্যতিক্রম। তাছাড়া জনগণ BFIS Geoportal ব্যবহার করে বনভূমির অবস্থা ও অবস্থান জানতে পারবেন।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি :

এই পদ্ধতি দাগ ভিত্তিক অনেক তথ্য উপস্থাপনা করেছে বিধায় এ থেকে বনভূমি সংক্রান্ত পূর্বের ও বর্তমান তথ্য উপাত্ত পাওয়া যাচ্ছে। জনগণের বন সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন গবেষণা মূলক কাজেরও এ পোর্টাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বন সম্পর্কিত সকল তথ্য প্রয়োজন অনুযায়ী BFIS Geoportal থেকে Download করা যাচ্ছে।

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা

১। জনাব মো: জাহিদুল কবির, বন সংরক্ষক, বনপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা ও ইনোভেশন অফিসার, এটুআই প্রোগ্রাম।

২। জনাব ইমরান আহমেদ, সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক, উন্নয়ন পরিকল্পনা ইউনিট, বন ভবন আগারগাঁও, ঢাকা।

৩। ড : মো : জাহিদুর রহমান মিয়া, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, সামাজিক বন বিভাগ, বন ভবন, মহাখালী, ঢাকা।

৪। জনাব অজিত কুমার রুদ্র, সহকারী প্রধান বন সংরক্ষক, অর্থ, বাজেট ও সাধারণ নির্দেশনা ইউনিট, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

৫। জনাব মো : জহির ইকবাল, উপ-বন সংরক্ষক, রিমস ইউনিট, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

৬। জনাব মাহমুদা রোকসেনা সুলতানা, সহকারী বন সংরক্ষক, উন্নয়ন পরিকল্পনা ইউনিট, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

৭। ড: মরিয়ম আক্তার, সহকারী বন সংরক্ষক, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।

মন্ত্রণালয়ের নাম: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

দপ্তরের নাম: কারা অধিদপ্তর

২১। উদ্ভাবনের শিরোনাম: "Prison link – Smart Communication System for Inmates & Relatives"

কিভাবে যাত্রা শুরু/পটভূমিঃ

বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহঃ

কারাগারে বন্দিদের আগমনের পর স্বজনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা বা দেখা-সাক্ষাত তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মূলতঃ পরিবারের সাথে সংযোগ বজায় রেখে আইনী সহায়তা নিয়ে দ্রুত কারাগার থেকে বের হয়ে যাওয়াই থাকে প্রতিটি বন্দির কামনা। এক্ষেত্রে প্রতিটি কারাগারে একটি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয় সাক্ষাত কক্ষের সংকীর্ণতা। দেশের অধিকাংশ কারাগারই বহু পূর্বে নির্মিত এবং ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত বন্দি নিয়ে ভারাক্রান্ত। ফলে সাক্ষাত কক্ষগুলি বিপুল সংখ্যক বন্দির আত্মীয়-স্বজন তথা দর্শনার্থী জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। বাংলাদেশের কারাগারগুলিতে সাজাপ্রাপ্ত বন্দির চেয়ে বিচারাধীন বন্দির সংখ্যা বেশি এবং এই বিচারাধীন বন্দিদের দেখা-সাক্ষাতের প্রয়োজনীয়তাও বেশি। তদুপরি, একজন বন্দির সাথে সাক্ষাত করতে তার বেশ কয়েকজন স্বজন কারা প্রাঙ্গনে এসে থাকেন। ফলে সব মিলিয়ে সংকীর্ণ সাক্ষাত কক্ষে কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে সাক্ষাতের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। পাশাপাশি, দালাল চক্রের অনৈতিক সুবিধা নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং প্রচন্ড ভিড় ও লোক সমাগমের ফলে জনবল সংকটে ভুগতে থাকা কারাগারগুলিতে অহেতুক চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে কারাগারের প্রশাসনিক কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটে এবং বন্দিদের সংশোধনমূলক কার্যক্রমে কারা কর্তৃপক্ষের মনোযোগ দেয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে কারাবন্দিদের জন্য সুষ্ঠুভাবে কথা বলার একটি সুযোগের প্রয়োজনীয়তা প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

অনুপ্রেরণার উৎসঃ

উন্নত বিশ্বের অনেক দেশেই বন্দিদের জন্য কথা বলার ফোন বুথ কারাভ্যন্তরে স্থাপিত হয়েছে।বাংলাদেশ ও অনুন্নত দেশ এর কাতার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ এর সুবিধা পৌঁছে যাচ্ছে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতেও। বাংলাদেশের প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশ সহ উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ দেশের কারাগারে বহু পূর্ব থেকেই ফোন সুবিধা চালু রয়েছে। যেমন প্রতিবেশী ভারতে ২০১১ সালে দিল্লীর তিহার জেলে প্রথম ফোন সুবিধা চালু করা হয়। সর্বশেষ ২০১৭ সালের নভেম্বরে আহমেদাবাদের সাবারমাতি কেন্দ্রীয় কারাগারে ফোন সুবিধা সংযুক্ত করা হয়। মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে টেলিভিজিট নামে ভিডিও কনফারেন্স সুবিধা চালু আছে। জাপানে কারাগারে ভিডিও ফোন ও স্মার্ট ট্যাবলেট এর ব্যবহারের মাধ্যমে বিদেশী বন্দিরা এমনকি অনুবাদের সুবিধাও পেয়ে থাকে। এশিয়ার অন্যান্য কারাগার যেমন আবুধাবি, দুবাই কারাগারে বেশ আগে থেকেই ফোন কলিং সুবিধা বিদ্যমান। অন্যদিকে, উন্নত দেশ সমূহে যেমন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডে বন্দিদের ফোনে আত্মীয়-স্বজনের সাথে কথা বলা একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার। বাংলাদেশ ও বন্দিদের জন্য ফোন সুবিধা চালু করে বন্দির প্রতি মানবতা, বন্দি সংশোধন ও ডিজিটালাইজেশনে আরো এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।এরই মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তরিত ঢাকা

কেন্দ্রীয় কারাগার উদ্বোধনের সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বন্দিদের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাধীনে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ফোনে কথা বলার সুযোগ সৃষ্টির ঘোষণা একটি বিশেষ অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে।

কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলঃ

২০১৩ সালের ১৮ আগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে কারা অধিদপ্তরকে মোবাইল ফোন বুথ স্থাপন সংক্রান্ত নির্দেশনা দেয়া হয়। এর পেছনে ছিল পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ ‘কারাগারে বসেই চাঁদাবাজি’ ও ’কারাগার থেকে খুনের নির্দেশ আব্বাসের’। উক্ত সংবাদের বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশ এর ‘ক’ অনুচ্ছেদ ছিলঃ “তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের এ যুগে মানুষকে পারস্পরিক যোগাযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা একদিকে যেমন দুরূহ অন্যদিকে তা সমীচীনও নয়। তাছাড়া সামনা সামনি সাক্ষাতে কোন প্রমাণের অস্তিত্ব না রেখেই যেখানে বন্দিগণ আত্মীয়-স্বজনের সাথে কথাবার্তা বলার সুযোগের প্রাধিকার ভোগ করছেন সেখানে যুক্তিসংগত পরিমাণ টেলিফোন/মোবাইল বুথ কারাগারে স্থাপন করে কথোপকথনের রেকর্ড সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে নির্ধারিত বিধি-বিধানের আওতায় সহজতর উপায়ে কারা বন্দিদের তথ্য আদান-প্রদানের সুযোগ দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।”

মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক মোবাইল ফোন বুথ স্থাপন সংক্রান্ত প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপনের অনুরোধ করা হয়। ফলে কারাগারে মোবাইল বুথ স্থাপনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় থেকে নীতিগত ও প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়। কারাগারে মোবাইল বুথ স্থাপন ও মোবাইল বুথ পরিচালনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে একটি SOP তৈরির কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক SOP তৈরির লক্ষ্যে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক ২১ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রণীত খসড়া SOP এর উপর কারা অধিদপ্তরে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সেমিনারে কারা উপ-মহাপরিদর্শক সহ কারা বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের মতামতের ভিত্তিতে ‘কারাগারে মোবাইল ফোন বুথ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা’ প্রস্তুত ও পরিমার্জন করা হয়। উক্ত খসড়া নীতিমালা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। কারাগারে মোবাইল ফোন বুথ স্থাপনের লক্ষ্যে মোবাইল ফোন বুথ পরিচালনা সংক্রান্ত পরিমার্জিত নীতিমালা অনুমোদনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৩ মার্চ ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। নীতিমালার উপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে এবং সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কারাগারে মোবাইল ফোন বুথ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা সম্পর্কে সদর দপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) এবং মহাপরিচালকের কার্যালয়, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তর (এনএসআই) এর মতামত গ্রহণ করা হয়। ডিজিএফআই ও এনএসআই কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে ফোন বুথ পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে পাইলট প্রজেক্ট পরিচালনার জন্য ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ এ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া যায়।

ঘ) বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিলঃ

ফোন বুথটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এর প্রাথমিক অর্থায়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ কাস্টোমাইজড সফটওয়্যার এর জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে এটুআই এর সাথে যোগাযোগ করা হয়। যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থাধীনে কারাবন্দিদের সাথে

তাদের আত্মীয় জনসাধারণের কথা বলা ও পারিবারিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বাংলাদেশ জেল ও এটুআই এর সক্রিয় সহযোগিতায় Prison Link নামক প্রকল্পের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও একটি কারাগারে পাইলট প্রকল্প পরিচালনার নিমিত্তে এটুআই এর সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড থেকে ২৪,৮০,০০০/- টাকা অর্থায়ন পাওয়া যায়। এ বিষয়ে পূর্বেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নীতিগত ও প্রশাসনিক অনুমোদন ছিল। উক্ত অর্থ দিয়ে সফটওয়্যার ডেভেলপ করা হয়।

পাইলট প্রজেক্টটির সফটওয়্যার নির্মাণ ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় বিষয় তথা সার্ভার, নেটওয়ার্ক, সুইচ, রাউটার ইত্যাদি স্থাপন, ডেটা এন্ট্রির জন্য প্রয়োজনীয় ল্যাপটপ সহ আনুষঙ্গিক সকল কাজ এবং ফোন বুথ কক্ষের কিউবিকল স্থাপনসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ বাংলাদেশ জেল তথা কারা অধিদপ্তর এবং টাঙ্গাইল জেলা কারাগার সম্পন্ন করে। এক্ষেত্রে, ফোন বুথটির অবকাঠামোগত কাজে আনুমানিক ৫ লক্ষ টাকা এবং হার্ডওয়্যার সংক্রান্ত আনুমানিক ৪.৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

বুথটির অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রায় ০২ মাস সময় ব্যয় হয়। উল্লেখ্য, ফোন বুথ কক্ষটি প্রায় ২০০ বর্গফুট এর, এবং এতে শাপলা, গোলাপ, বেলি ও ডালিয়া নামের চারটি বুথ রয়েছে। এর মধ্যে একটি মহিলা বন্দি ও মায়ের সাথে শিশুদের জন্য সংরক্ষিত। বাকি তিনটি সাধারণ বন্দিদের জন্য। বন্দিদের সহজে সনাক্তকরণের জন্য বুথগুলিকে লাল, নীল, সবুজ ও হলুদ বর্ণে Color Coding করা হয়েছে। ফোন বুথটির কারিগরি উন্নয়নের সময়কাল নিচে দেয়া হলোঃ

প্রকল্পের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট শুরুঃ ডিসেম্বর ২০১৭

প্রকল্পের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সমাপ্তঃ মার্চ ২০১৮

সার্ভার স্থাপন ও কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক শুরুঃ ২৮ মার্চ ২০১৮

টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণঃ

টাঙ্গাইল কারাগারে স্থাপিত ফোন বুথটির পাইলট কার্যক্রম সফলভাবে সমাপ্ত হওয়ায় কারা অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের সকল কারাগারে ফোন বুথ চালুকরণ সংক্রান্ত একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। তাছাড়া, ফোন কল এর খরচ আপাততঃ বন্দিগণ বহন করছেন, যা তাঁদের পিসি (প্রিজনারস ক্যাশ) হিসাব থেকে কেটে নেয়া হয়। ফলে, প্রকল্পটি আর্থিকভাবে টেকসই হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

পরিবর্তন শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছেঃ

আলোচ্য উদ্ভাবনী কার্যক্রমটি কারাগারগুলোতে অবস্থান করা প্রায় ১ লক্ষ বন্দি, প্রতিনিয়ত আগমনকারী নতুন বন্দি এবং তাদের অসংখ্য পরিবার পরিজনের জীবনে স্বস্তি ও ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে। এতে কারান্তরীণ থাকাবস্থায় বন্দিদের পারিবারিক বন্ধন অক্ষুণ্ন থাকছে, ফলে তারা মুক্তি পাওয়ার পর সহজেই সুস্থ সমাজে ফিরে যেতে পারছে। বন্দিদের সংশোধন প্রক্রিয়ায়ও ফোন বুথ কার্যক্রমটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব হিসেবে সমাজে অপরাধের হার কমে আসার সুযোগ রয়েছে, কারণ পরিবারের সাথে সংযোগ অক্ষুণ্ন থাকলে বন্দি সুস্থ জীবনে ফিরে আসতে আগ্রহী হয় এবং গবেষণায় দেখা গেছে যে, পরিবার বিচ্ছিন্নতা বাড়লেই সমাজে অপরাধপ্রবণতা অধিক হয়ে থাকে।ফোন বুথ ব্যবহারে পরিলক্ষিত সুবিধাগুলি এক নজরে নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

১। বন্দি ও আত্মীয়ের অমূল্য পারিবারিক বন্ধন অবিচ্ছিন্ন ও দৃঢ় থাকে। ফলে সমাজে এর ইতিবাচক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে। কারামুক্তির পর বন্দির সুস্থ জীবনে ফিরে আসা ও পুনর্বাসন সহজ হয়।

২। বন্দির মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে। ফলে বিষণ্নতা, অস্থিরতা ও মানসিক চাপ কমায় মানসিক অবসাদ, আত্মহত্যা ও পলায়ন প্রবণতা হ্রাস পাবে।

৩। কারাগারে নিয়মিত বন্দির আত্মীয়ের ব্যক্তিগত উপস্থিতির দরকার না হওয়ায় দর্শনার্থীর চাপ হ্রাস পায়। ফলে দেখা সাক্ষাত সংক্রান্ত দুর্নীতির সুযোগ ও কমে যায়।

৪। অহেতুক কোলাহল ও জনসমাগম কম হওয়ায় কারাগারের প্রশাসনিক কাজের চাপ হ্রাস পায়। ফলে কারা নিরাপত্তা আরো সুসংহত হয়।

এটি সকল কারাগারে চালু হলে বাংলাদেশের জনগণের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দৃশ্যমান ডিজিটাল সেবা পাবে। এতে খরচ, সময় এবং জনশক্তির বিপুল সাশ্রয় হবে। কারাগারে একটি নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার আওতায় বন্দি ও তাদের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে কথা বলা বা যুক্তিসঙ্গত জরুরী বার্তা বিনিময়ের সুযোগ থাকলে কারাগারগুলো প্রকৃত সংশোধনাগার হওয়ার পথে একধাপ এগিয়ে যাবে। সর্বোপরি, বিশাল এক জনগোষ্ঠীর বহুবার গমনাগমনের প্রয়োজন কমে যাওয়ায় ব্যস্ত এলাকায় যানজট হ্রাসে তা অবদান রাখবে, এবং মূল্যবান জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যয় হ্রাস ও কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করে দীর্ঘমেয়াদে দেশের ব্যাপক উপকার সাধন করবে।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতিঃ

টাঙ্গাইল কারাগারের ফোন বুথ এর উপকারভোগী দর্শনার্থী মিজানুর রহমান জানান যে, তিনি পেশায় ব্যবসায়ী এবং তাঁর কিছু দোকান রয়েছে। কারাগারে আটক তাঁর ছেলের সাথে দেখা করতে আসলে তাঁর দোকানের কার্যক্রম ব্যাহত হয়ে তাঁর উপার্জনে প্রভাব পড়ে। তা সত্ত্বেও ছেলের মায়ায় ব্যবসায়িক ক্ষতি সত্ত্বেও সময় ও অর্থ ব্যয় করে এতোদিন দেখা-সাক্ষাতে আসতেন। তবে ফোন বুথটি চালুর পর থেকে তিনি নিজের দোকান বা বাসা থেকেই ছেলের সাথে কথা বলতে পারছেন এবং ফোন বুথটি আরো আগেই চালু হওয়া উচিৎ ছিল। বাংলাদেশের সকল কারাগারে এরূপ ব্যবস্থা চালু হওয়া উচিৎ বলে তিনি মনে করেন।

অন্যদিকে, কারাগারে আটক বন্দি হাবিবুর রহমান নয়ন বলেন যে, তাঁর বাড়ি ধনবাড়ি থানায়, যা টাঙ্গাইল শহর তথা কারাগার থেকে বেশ দূরে অবস্থিত। তাঁর বৃদ্ধা মাকে অনেক কষ্ট করে এবং ১০০ টাকা গাড়ি ভাড়া খরচ করে তার সাথে দেখা সাক্ষাত করতে আসতে হয়। ফোন বুথে কথা বলতে পেরে তিনি ও তাঁর মা অনেক উপকৃত হচ্ছেন এবং তিনি দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে পারেন, পরিবারের খবর জানতে পারেন, নিজের খবর জানাতে পারেন। বৃদ্ধ মা ছাড়া তাঁর খোঁজ খবর নেয়ার মতো সেরকম কেউই নেই। তবে সরকারের প্রতি তাঁর অনুরোধ, বর্তমানে প্রদত্ত ১০ মিনিট সময়টা একটু বাড়ালে এবং মাসে ২ বারের জায়গায় আরেকটু বেশিবার কথা বলতে দিলে তাঁর মতো অসহায় বন্দিদের অনেক উপকার হতো।

একইভাবে, মহিলা কারাবন্দি জামালপুর জেলার সাজলি শবনম প্রায় ৭ মাস ধরে কারাগারে আছেন। তিনি ও জানালেন যে, তাঁর মা-বাবা ও পরিবার সদস্যদের সাথে কথা বলতে পেরে তিনি মানসিক স্বস্তি পাচ্ছেন। অন্যথায় কারাজীবন তাঁদের জন্য আরো দুর্বিষহ হতো। তাঁর অনুরোধ প্রতিটি কারাগারে এরূপ ফোন বুথ স্থাপন করা। এটি বিশেষ করে মহিলা ও তাদের সন্তান যারা কারাগারের বাইরে বা বাসায় থাকে, তাদের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক ও কল্যাণকর হবে।

ফোন বুথে উপকারভোগী বন্দিদের আরো ২ টি কেস স্টাডি নিচে দেয়া হলোঃ

কেস স্টাডি-১: টাঙ্গাইল জেলা কারাগারের হাজতী নম্বর ১৮৫৫/১৮ ইয়াসমিন, স্বামী - মাহাবুব, সাং - কুতুপালং, উখিয়া, জেলা - কক্সবাজার টাঙ্গাইল মডেল থানার মামলা নং ৩৫ তাং ২০/০৩/১৮ জিআর ১২০/১৮, ধারা - মাঃ দ্রঃ নিঃ ১৯ এর (১) ৯ (খ) এ কারাগারে আগমন করেন। তিনি গর্ভবতী। ফোন বুথ এর সুবিধা ব্যবহার করে তিনি কক্সবাজারে অবস্থানরত স্বামীকে তাঁর কারাগারে

আগমনের কথা জানান এবং ফলে তাঁর স্বামী তাঁর মামলার উকিল নিয়োগ সহ তদারকির কাজ করতে পারেন। তাঁর তথ্য মতে, ফোন বুথ সুবিধা না থাকলে তিনি অনেক পরে জানতে পারতেন এবং সুদূর কক্সবাজার থেকে টাঙ্গাইলে আসা-যাওয়ায়ই তাঁর অন্ততঃ ২,০০০/- টাকা খরচ হতো, সময় আর পরিশ্রম এর কথা তো বাদই থাকল।

কেস স্টাডি-২: টাঙ্গাইল জেলা কারাগারের কয়েদি নম্বর ১৫১৩/এ রাশেদুল ইসলাম, পিতা - আনোয়ার হোসেন, সাং - গোপালনগর, পিএস জীবননগর, জেলা - চুয়াডাঙ্গা একজন সাবেক সেনা সদস্য। তিনি ২১/১/১৮ তারিখে আর্মি অ্যাক্ট এ ১ বছরের সশ্রম সাজা সহ কারাগারে আগমন করেন। তাঁর পরিবারে বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী ও শিশু সন্তান রয়েছে এবং একমাত্র উপার্জনক্ষম তিনি চাকুরিচ্যুত হয়ে কারাগারে আসায় বাড়ির পরিস্থিতি সম্পর্কে সবসময় উৎকণ্ঠায় থাকতেন। এখন অন্ততঃ মা, স্ত্রী ও সন্তানের সাথে মাসে ২ বার কথা বলতে পারায় মানসিকভাবে ভালো আছেন এবং বিভিন্ন পারিবারিক বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দিতে পারছেন।

টেলিফোন বুথের কিছু স্থির চিত্রঃ

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	ছবি
মুহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, জেল সুপার, টাঙ্গাইল	....
মোঃ ফোরকান ওয়াহিদ, জেলার কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার	
তানভীর কাদের, এটুআই	
মোঃ শাহজালাল, সিস্টেম এনালিস্ট, সিনেসিস আইটি লিঃ	
আমিনুল বারি শুভ্র, সিনেসিস আইটি লিঃ	

মন্ত্রণালয়ের নাম: সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

দপ্তরের নাম: ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর

২২। উদ্ভাবনের শিরোনাম: আন্তর্জাতিক পোস্টাল সার্ভিস ফেডেক্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ মিশনসমূহে মুদ্রিত পাসপোর্ট প্রেরণ।

কীভাবে যাত্রা শুরুঃ

প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিদেশে মিশন/দূতাবাসে পাসপোর্টের আবেদন করলে, আবেদনগুলো বাংলাদেশে অনলাইনে প্রেরণ করা হয় প্রিন্টের জন্য। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকাস্থ পার্সোনালাইজেশন সেন্টার হতে পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন বা মুদ্রণের পর মুদ্রিত পাসপোর্ট ডাক যোগে প্রথম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পরবর্তীতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে ডিপ্লোমেটিক ব্যাগে সংশ্লিষ্ট মিশন/দূতাবাসে প্রেরণ করা হতো। এতে ২ থেকে ৩ মাস পর্যন্ত সময় লেগে যেতো। এতে প্রবাসীদের ভিসা সংক্রান্ত জটিলতায় পড়তে হতো। অধিদপ্তরের তৎকালীন মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মাসুদ রেজওয়ান পিএসসি, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে বিদেশে বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাসপোর্ট পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেন। অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব সেলিনা বানুকে আহবায়ক করে কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পন্ন করে। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিস ফেডেক্সের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ফেডেক্স ২ এপ্রিল ২০১৭ হতে কার্যক্রম শুরু করে। এই উদ্যোগের ফলে এখন আর বিদেশে প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাসপোর্টের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় না। উদ্যোগটি বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বেসরকারি কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাসপোর্ট প্রেরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের কাষ্টমস ক্লিয়ারেন্স পেতে জটিলতা সৃষ্টি হত। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক দাপ্তরিক যোগাযোগের মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধান করা হয়।

পরিবর্তনের শুরুর কথা:

বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাসপোর্ট পেতে ২ থেকে ৩ মাস অপেক্ষা করতে হতো। এতে অনেক সময় প্রবাসীদের ভিসা জটিলতায় পড়তে হতো। প্রবাসী বাংলাদেশিরা পাসপোর্ট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ভোগান্তির বিষয়টি সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক পোস্টাল সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত পাসপোর্ট প্রেরণ প্রক্রিয়া চালুর ফলে প্রবাসী বাংলাদেশিরা স্বল্প সময়ে পাসপোর্ট পাচ্ছেন এবং প্রবাসীদের ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা ও অবৈধ হওয়ার শংকা দূর হয়েছে। তাছাড়া, এ প্রক্রিয়া চালুর পূর্বে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক মুদ্রিত পাসপোর্ট ডাক বিভাগের নিকট হস্তান্তরের পর পাসপোর্ট কোন পর্যায়ে আছে তা ট্র্যাক করা যেতো না। ফেডেক্সের নিকট পাসপোর্ট হস্তান্তরের পর পাসপোর্ট কোন পর্যায়ে আছে তা অনলাইনে জানা যায়।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/ অনুভূতি:

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে বিদেশস্থ মিশনসমূহে পাসপোর্ট গ্রহণে আগতদের সাথে আলাপচারিতায় লক্ষ্য করেন যে কম সময়ে পাসপোর্ট পাওয়ায় প্রবাসীদের মধ্যে স্বস্তি বিরাজ করছে। ভবিষ্যতেও এ প্রক্রিয়া চলমান থাকলে প্রবাসীদের পাসপোর্টের জন্য উৎকণ্ঠা দূর হবে।

টিসিভি/গ্রাফ/ইনফোগ্রাফিকস/ছবি/ভিডিও

টিসিভি বিশ্লেষণ: টেবিল বা গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপন

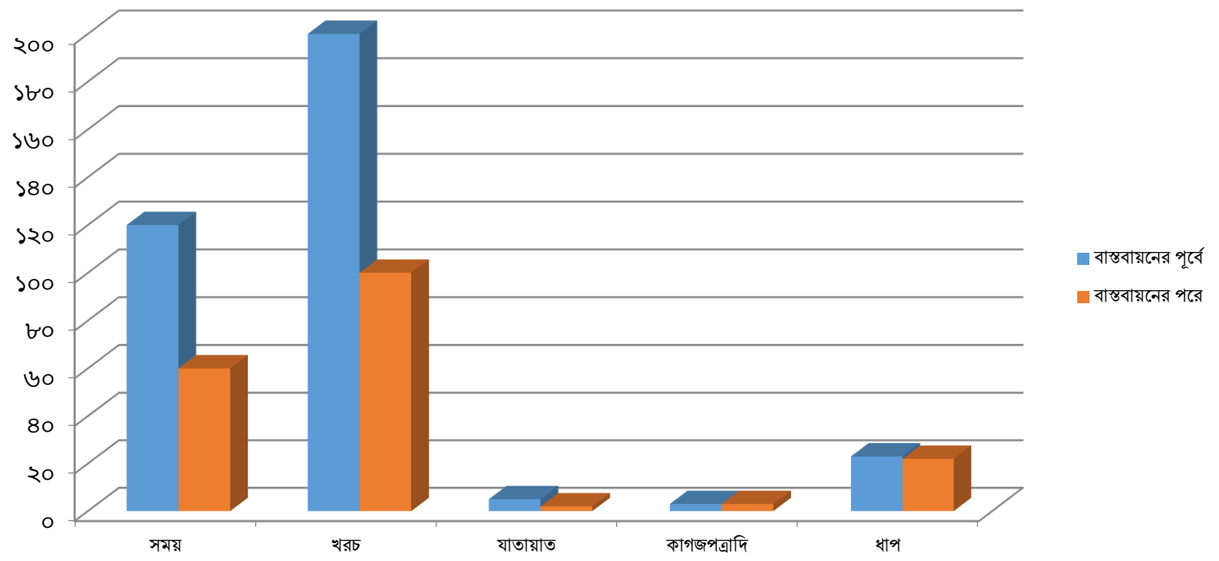

টিভিসি/ ভিডিও - https://www.youtube.com/watch?v=Pp_LHIlGgY

উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

১। জনাব সেলিনা বানু, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পাসপোর্ট, ভিসা ও ইমিগ্রেশন), ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।

২। জনাব, মোঃ শিহাব উদ্দিন খান, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।

৩। জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, স্কোয়াড্রন লীডার, এমআরপি এন্ড এমআরভি প্রকল্প।

৪। জনাব মোঃ শামীম হোসেন, সিনিয়র সহকারী সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।

৫। জনাব মোঃ ফজলে করিম প্রধান, সহকারী মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল।

৬। জনাব এ কে এম মাজহারুল ইসলাম, উপ-পরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা।

মন্ত্রণালয়ের নাম: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

২৩। উদ্ভাবনের শিরোনাম: ফেরা-ই প্লাটফর্ম অব মিসিং পিপল

পটভূমি: কীভাবে যাত্রা শুর

২০১৬ সালের ২৬ জুন সমাজসেবা অধিদপ্তরের ফেসবুক গ্রুপ: 'সমাজসেবা অধিদফতর ও ২৭ জুন পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন ইন বাংলাদেশ গ্রুপে সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার সমাজসেবা অফিসার হিসেবে 'মিসিং পিপল শনাক্তকরণ এবং তাদের আপন ঠিকানায় ফেরত প্রদান' শীর্ষক একটি আইডিয়া শেয়ার করি। আইডিয়াটি শেয়ার করা মাত্রই গ্রুপ দুটিতে যথেষ্ট আলোচনা শুরু হয় এবং গ্রুপের সকলের কাছে আইডিয়াটি সমাদৃত হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তরের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও উদ্ভাবন বান্ধব মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির ২৮ জুন ২০১৬ আইডিয়াটিকে একটি 'ইনোভেশন আইডিয়া' হিসেবে বাস্তবায়নের জন্য ইনোভেটরকে সদস্য সচিব করে ০৩ সদম্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন ও কর্মকৌশল নির্ধারণের দিকনির্দেশনাসহ প্রশাসনিক আদেশ জারি করেন। অনেক আলোচনা-পর্যালোচনার পর সম্মতিক্রমে ইনোভেটিভ আইডিয়ার শিরোনাম 'মিসিং পিপল শনাক্তকরণ এবং তাদের আপন ঠিকানায় ফেরত প্রদান' সংশোধিত হয়ে নির্ধারণ করা হয় 'ফেরা'।

কর্মপ্রক্রিয়া বাস্তবায়নের প্রথম ধাপে তৈরি করা হয় একটি ফেসবুক পেজ যার নাম 'ফেরা Fera: e-Platform of Missing People'। পরের ধাপে, ফেরা নামে পোর্টাল তৈরির কাজ শুরু হয় (লিংক http://103.48.16.17/fera/)|

'ফেরা' নামক অভিনব এই আইডিয়াটির পেছনে রয়েছে একটি ছোট্ট ঘটনা। সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলা সমাজসেবা অফিসার দায়িত্ব পালনকালে একদিন দাপ্তরিক কাজ শেষে বাসায় ফিরার সময় থানার ওসি সাহেব ফোন করে থানায় যেতে বলেন। পেশাগত কারণে একজন উপজেলা সমাজসেবা অফিসারকে প্রবেশন অফিসারের দায়িত্ব পালন করতে হয়। আমি তখন সিলেট সেফহোম এর উপতত্বাবধায়ক পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছি। থানায় উপস্থিত হয়ে আনুমানিক ১৬/১৭ বছরের একটি মেয়েকে দেখতে পায়। শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী ১৮ বছরের নীচে যে কোনো শিশু থানায় এলে প্রবেশন অফিসারকে বিষয়টি জানাতে হয়। ওসি সাহেব জানান, ৫ দিন আগে মেয়েটিকে স্থানীয় একজন বাসিন্দার বাড়ির টিউবওয়েলের পানি খেতে এসে মেয়েটিকে বসে থাকতে দেখে। স্থানীয় ঐ বাসিন্দা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে কোনো উত্তর পাননি। তিনি বুঝতে পারেন মানসিক প্রতিবন্ধী মেয়েটি আশে পাশের গ্রাম থেকে হয়তো হারিয়ে গেছে। কেউ মেয়েটির সন্ধানে আসতে পারে ভেবে মেয়েটিকে তাঁর তত্বাবধানে রাখেন। ৫ দিন পরে তিনি স্থানীয় চেয়ারম্যানের সহায়তায় থানার শরণাপন্ন হন।

আমি মেয়েটিকে নানাভাবে জিজ্ঞাসা করে শুধু নিজের নাম এবং ইব্রাহিমপুর শব্দ দুটি ছাড়া আর কিছুই জানতে পারিনি। পেশাগত দায়িত্ববোধ থেকে মেয়েটির পরিবারকে খুঁজে বের করতে থানার ওসির সহযোগিতায় 'ইব্রাহিমপুর' শব্দটিকে নিয়েই মিশন শুরু এবং একজন মহিলা কনস্টেবল সাথে রাখার ব্যবস্থা করি। পরপর ৩-৪ দিন যাতায়াত কালে একদিন থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) দেখা হলে তিনি আমার টেনশনের বিষয়ে জানতে চাইলে তাকে মেয়েটি বিষয়ে এবং সে শুধু ইব্রাহিমপুর বলতে পারে বলি। তখন থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) বলেন সুনামগঞ্জ জেলা সদরে ইব্রাহিমপুর গ্রাম আছে তিনি সেখানে চাকরি করেছেন। সাথে সাথে ইব্রাহিমপুরের স্থানীয় চেয়ারম্যানকে হারিয়ে যাওয়া মেয়েটির বিস্তারিত বিবরণ দিলে তিনি খোঁজ নিয়ে মেয়েটির মায়ের সাথে কথা বলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন। মেয়েটির মা অনেক কষ্ট করে বাসে, পায়ে হেঁটে বিয়ানীবাজার থানায় এসে উপস্থিত হন। মেয়েটিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় মায়ের কোলে, আপন ঠিকানায়। মেয়েটির মাকে একটি কম্বল, নগদ ১০০০ টাকা এবং থানার ওসি ১৫০০ টাকা প্রদান করেন। ওসির সহযোগিতায় একজন কনস্টেবল দিয়ে মা-সহ মেয়েটিকে ইব্রাহিমপুর বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হয়। শিশুর সর্বোত্তম আশ্রয়স্থান পরিবারে হারিয়ে যাওয়া শিশুকে ফিরিয়ে দেওয়া এবং এ ধরনের শিশুর পরিপালনে সরকারের ব্যয় হ্রাসকরণই ছিল 'ফেরা' নামক উদ্ভাবনী উদ্যোগটির মূল ভাবনা।

হারিয়ে যাওয়া মানুষের মধ্যে একজনকেও যদি আপন ঠিকানায় ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর জীবনের পরিবর্তন ঘটানো যায়-তবে সেটাই হবে 'ফেরা'র জয়, সমাজসেবার সোশ্যাল মিডিয়ার জয়, সমাজসেবা অধিদপ্তরের অর্জন।

বিদ্যমান সমস্যা/চ্যালেঞ্জসমূহ

১. হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির অনুসন্ধানের জন্য কোন সমন্বিত প্ল্যাটফর্মের অভাব
২. অনুসন্ধান করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নেই
৩. বিচ্ছিন্নভাবে এবং সনাতন পদ্ধতিতে অনুসন্ধান
৪. পেশাদারিত্বের অভাব ইত্যাদি।

অনুপ্রেরণার উৎস

এন এম জিয়াউল আলম, সাবেক সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, বর্তমানে সচিব,তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির, মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদফতর, ইনিভেশন টিম, সমাজসেবা অধিদপ্তর। মিজানুর রহমান,জেলা প্রশাসক, নওগা। পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন গ্রুপে যারা মতামত প্রদান করেছেন, এটুআই ইনোভেশন টিম সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, প্রায় প্রতি মাসে ২-৩ জন আমাদের সহকর্মীগণ হারোনো ব্যক্তিদের আপন ঠিকানায় ফিরিয়ে দিচ্ছে এবং সোশ্যাল মিডিয়া শেয়ার করছে সর্বোপরি ফেরার টিম মেম্বারগণ।

কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল

ইতোমধ্যে 'ফেরা' নামের ফেসবুক পেজটির মাধ্যমে ১৫ জন শিশুকে তাদের আপন ঠিকানায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। 'ফেরা' নামের একটি অনলাইন পোর্টাল চালুর উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নিখোঁজ মানুষের পরিচয়সংক্রান্ত জিডির কপি এন্ট্রি করা হবে সমাজসেবা অফিসারের মাধ্যমে এবং সমগ্র বংলাদেশ থেকে এই অনলাইন পোর্টালটি ব্যবহার করা যাবে, প্রতি জেলা কিংবা উপজেলা থেকে এই পোর্টালটিতে নিখোঁজ ব্যক্তির পরিচয় দেওয়া থাকবে। অপর পাশ থেকে যদি সেই নিখোঁজ ব্যক্তির নাম বা স্থান মিলে যায় তাহলে নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে অনায়াসেই। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে হারোনো ব্যক্তিদের তাদের পরিবারে হস্তান্তর এবং গ্রুপে শেয়ারের মাধ্যমে অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করা। সমাজসেবা অধিদফতর সকল অনুষ্ঠানে ও ফাউন্ডেশনসহ সকল ট্রেনিং এ ফেরা সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবেলা করা হয়েছিল

সমাজসেবা অধিদফতরের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও উদ্ভাবন বান্ধব মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ নূরুল কবির মহোদয়রে অনুপ্রেরণা, অধিদফতরের ইনোভেশন টিম, সমাজসেবা অধিদফতরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা এবং সর্বোপরি ফেরার টিম মেম্বারগণ।

টেকসইকরণে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণ

অধিদফতরের ইনিভেশন টিমের মাধ্যমে ফান্ড প্রদান ফেরা নামের ফেসবুক পেজটি সক্রিয়করণ। 'ফেরা' নামের একটি অনলাইন পোর্টাল চালুর উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নিখোঁজ মানুষের পরিচয়সংক্রান্ত জিডির কপি এন্ট্রি করা হবে সমাজসেবা অফিসারের মাধ্যমে এবং সমগ্র বংলাদেশ থেকে এই অনলাইন পোর্টালটি ব্যবহার করা যাবে, প্রতি জেলা কিংবা উপজেলা থেকে এই পোর্টালটিতে নিখোঁজ ব্যক্তির পরিচয় দেওয়া থাকবে। অপর পাশ থেকে যদি সেই নিখোঁজ ব্যক্তির নাম বা স্থান মিলে যায় তাহলে

নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে অনায়াসেই। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে হারোনো ব্যক্তিদের তাদের পরিবারে হস্তান্তর এবং গ্রুপে শেয়ারের মাধ্যমে অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করা। সমাজসেবা অধিদফতর সকল অনুষ্ঠানে ও ফাউন্ডেশসসহ সকল ট্রেনিং এ ফেরা সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে।

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছে

সিলেট সেফহোমে রকিব শুধু বলতে পারে কার বাড়ি নরসিংদীর পুইটা। নরসিংদী পৌরসভার প্রশাসনিক কর্মকর্তার কথা বলে জানতে পারি পুইটা নামে স্থান আছে। তখন তাকে মোটিভেশন করে পুইটা এলাকায় মসজিদে মাইকিং এর ব্যবস্থা করি। প্রায় ১৭ দিন পর তিনি আমাকে ফোন করেন হারানো ছেলে বাবা মার সাথে কথা বলিয়ে দেন কিন্তু রকিবের সাথে কথা বলে তারা জানান যে সে তাদের ছেলে নয়। তখন আমি ঐ বাবা মাকে মটিভেশন করি যে আপনারাতো জানেন ছেলে মেয়ে হারালে কত কষ্ট দয়া করে আপনারা আবার পটিয়া এলাকায় মাইকিং করেন। এরপর ০৫-০৬ দিন পর আর ফোন আসে তখন রাকিবের বাবা মার সাথে কথা বলে নিশ্চিত হই রাকিবই তাদের হারানো মানিক। পরবর্তীতে উপপরিচালক মহোদয়সহ রাকিবকে হস্থান্তর করি।

ইতোমধ্যে ‘ফেরা’ নামের ফেসবুক পেজটির মাধ্যমে ১৫ জন শিশুকে তাদের আপন ঠিকানায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ‘ফেরা’ নামের একটি অনলাইন পোর্টাল চালুর উদ্যোগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নিখোঁজ মানুষের পরিচয়সংক্রান্ত জিডির কপি এন্ট্রি করা হবে সমাজসেবা অফিসারের মাধ্যমে এবং সমগ্র বংলাদেশ থেকে এই অনলাইন পোর্টালটি ব্যবহার করা যাবে, প্রতি জেলা কিংবা উপজেলা থেকে এই পোর্টালটিতে নিখোঁজ ব্যক্তির পরিচয় দেওয়া থাকবে। অপর পাশ থেকে যদি সেই নিখোঁজ ব্যক্তির নাম বা স্থান মিলে যায় তাহলে নিখোঁজ ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে অনায়াসেই। সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে হারোনো ব্যক্তিদের তাদের পরিবারে হস্তান্তর এবং গ্রুপে শেয়ারের মাধ্যমে অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করা। সমাজসবো অধিদফতর সকল অনুষ্ঠানে ও ফাউন্ডেশনসহ সকল ট্রেনিং এ ফেরা সর্ম্পকে আলোচনা করা হচ্ছে । শিশুর সর্বোত্তম আশ্রয়স্থান পরিবারে হারিয়ে যাওয়া শিশুকে ফিরিয়ে দেওয়া এবং এ ধরণের শিশুর পরিপালনে সরকারের ব্যয় হ্রাসকরণই ছিল ‘ফেরা’ নামক উদ্ভাবনী উদ্যোগটির মূল ভাবনা। হারিয়ে যাওয়া মানুষের মধ্যে একজনকেও যদি আপন ঠিকানায় ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর জীবনের পরিবর্তন ঘটানো যায় তবে সেটাই হবে ‘ফেরা’র জয়, সমাজসেবার সোশ্যাল মিডিয়ার জয়, সমাজসেবা অধিদফতরের অর্জন।

কত ব্যক্তির জীবনমানে পরিবর্তন আনলো

এখন পযন্ত ৫০-৬০ জনকে হারানো ব্যক্তিকে এ ফেসবুক পেজ, সোশ্যাল মিডিয়া এবং সহকর্মীদের সহায়তায় আপন ঠিকানায় ফেরত প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে আমাদের সবার মাঝে কোন হারানো ব্যক্তিকে তার ঠিকানায় ফেরত প্রদানের ইতিবাচক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।

সুদূরপ্রসারী কী কী অবদান রাখবে

১। সহজে মানুষ তার হারানো ব্যক্তির অবস্থান জানতে পারবেন এবং খুঁজে পাবেন।

২। পদ্ধতি/ সময়/ ভোগান্তি/ ব্যয়/ সেবার মানে কী কী পরিবর্তন এনেছে

৩। ডিজিটাল ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে মুহুর্তের মধ্যে তার কাঙ্খিত সমাধান পাবেন

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি

১০ বছর পর ব্রাক্ষণবাড়িয়া শিশু পরিবারের শিশুকে তার ঠিকানায় ফেরত প্রদানের সময় আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয় যা বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। হারানো ব্যক্তি ফিরে পাওয়ার আনন্দ সীমাহীন শুধু ঐ পরিবার ই অনুভব করে আর আমরা পরিতৃপ্ত হই।

ফেসবুক ভিডিও লিংক https://www.facebook.com/100010966422016/posts/735752926800248/

টিভিসি/গ্রাফ/ ইনফোগ্রাফিকস্/ ছবি/ভিডিও

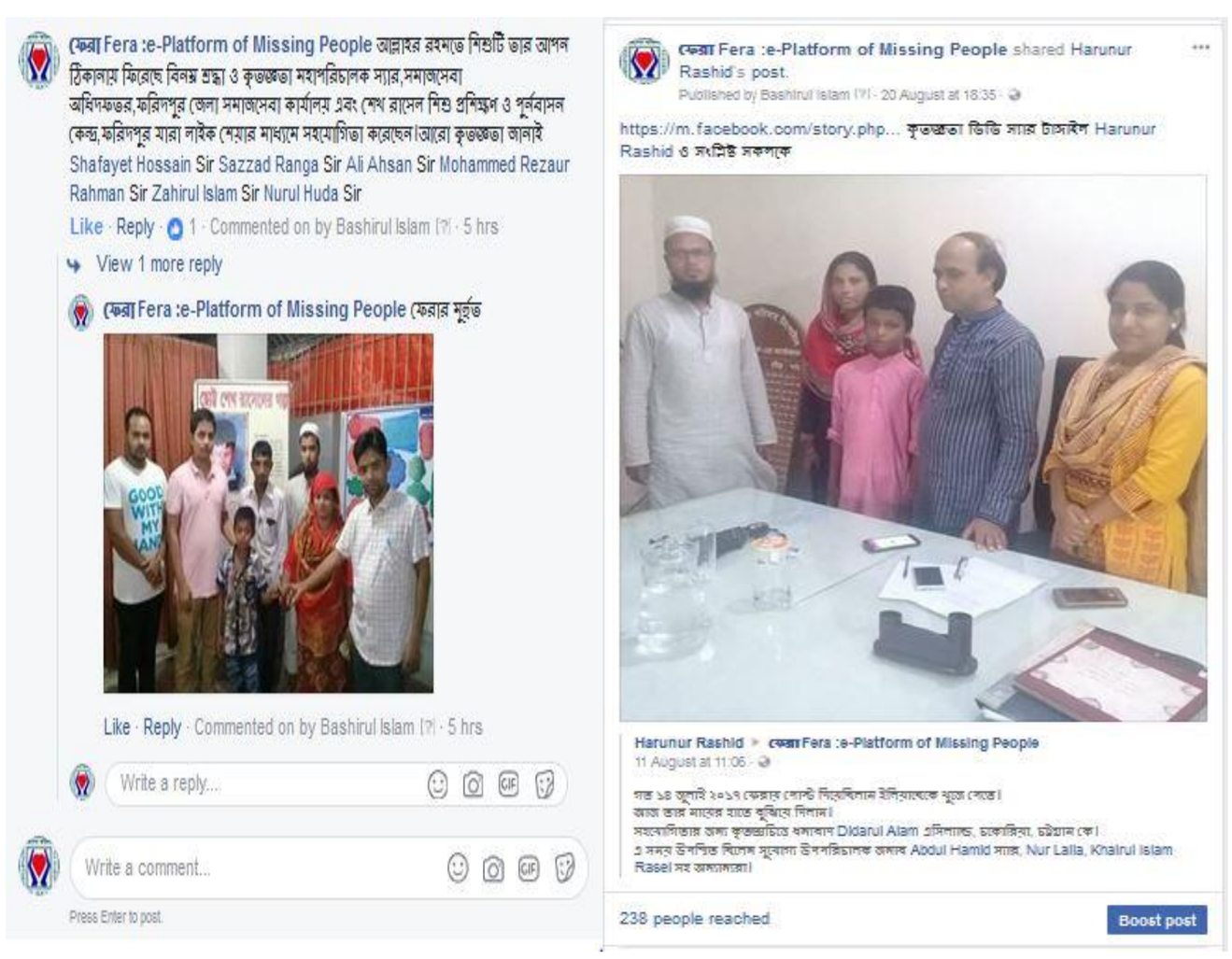

৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্য/সদস্যদের নাম ও ঠিকানা
১. মো: জহিরুল ইসলাম সভাপতি ও প্রভাষক, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমী ২. মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন সদস্য ও সমাজসেবা অফিসার, সমাজসেবা অধিদফতর ৩. মো: বশিরুল ইসলাম সদস্য সচিব ও সমাজসেবা অফিসার, সমাজসেবা অধিদফতর

মন্ত্রণালয়ের নাম: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

সংস্থা: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

২৪. উদ্ভাবনের শিরোনাম: বাপাউবো কর্তৃক নির্মিত ওয়েববেজড অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল অ্যাপ “বাপাউবো যশোর বাতায়ন”

যশোর জেলার বাপাউবো ৭৩ টি নিষ্কাশন অবকাঠামো রয়েছে। এছাড়া ৮২.০০ কিঃমিঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ বিদ্যমান রয়েছে। যশোর জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিস্তৃত এইসব অবকাঠামো জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ খুবই চ্যালেঞ্জিং একটি কাজ। জরুরী প্রয়োজনে প্রত্যন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান অবকাঠামোর বিদ্যমান সমস্যা ও তথ্য নিকটবর্তী পাউবো দপ্তরে অনেক সময় বেশি সময় লেগে যায়। আবার কখনও জরুরী তথ্য মাঠ পর্যায়ে Horizontal প্রশাসনিক Tire অতিক্রম করে তথ্য আসে। এতে অনাকাঙ্খিত সময় লাগায় এই সময়ের মধ্যে সমান্য ক্ষতিগ্রস্থ অংশ বড় আকার ধারণ করে। আপদকালীন জরুরী মেরামতের তথ্য বা বার্তা সরাসরি তাৎক্ষণিকভাবে বাপাউবো দপ্তরে প্রেরনের জন্য অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন বেজড এই অ্যাপটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

কীভাবে যাত্রা শুরু /পটভূমি - বিদ্যমান সমস্যা / চ্যালেঞ্জসমূহ:

যশোর জেলায় পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, নিষ্কাশন অবকাঠামো, মাটির বাঁধ, মাটির ক্লোজার ইত্যাদি অবকাঠামো রয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস, সাইক্লোন, লবণাক্তার প্রাদুর্ভাব প্রশমন ও সেচযোগ্য মিঠা পানির আধার সংরক্ষণের জন্য পানি সম্পদের এই অবকাঠামো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যশোর জেলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এই সমস্ত অবকাঠামো প্রত্যন্ত এলকার নদী খাল বা অন্যান্য জলাধারের উপর অবস্থিত। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের দৈর্ঘ্যের ব্যাপকতা এবং অন্যান্য নিষ্কাশন অবকাঠামো দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার কারণে এই অবকাঠামোগুলোর তাৎক্ষণিক ক্ষয়-ক্ষতির তথ্য নিকটবর্তী বাপাউবো দপ্তরে পৌঁছাতে অনেক সময় লাগে। পক্ষান্তরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরক্ষা কাজ ও নিষ্কাশন অবকাঠামো ও ক্ষতিগ্রস্থ তীর প্রতিরক্ষা কাজের তাৎক্ষনিকভাবে মেরামত না করলে প্রতিমূহূর্তে ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা আরো বৃদ্ধি পায় এবং সেক্ষেত্রে মেরামত খরচও অনেক বেড়ে যায়। অন্যদিকে পানি অবকাঠামোর জরুরী মেরামতের তথ্য মাঠ পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে অনেক Horizontal প্রশাসনিক Tire ব্যবহার করে তথ্য আসে। যেমন, স্থানীয় এলাকাবাসীর তার ইউনিয়ন মেম্বারকে জানান, মেম্বার চেয়ারম্যানকে জানায় এবং চেয়ারম্যান ইউএনও কে জানায়। এতে গুরুত্বপূর্ণ সময় ও বিভিন্ন স্তরে যোগযোগের জন্য অর্থের অপচয় হয়। এর ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে জরুরী কাঙ্খিত সেবা প্রদানে উপকারভোগীদের TCV বেড়ে যায়।

অনুপ্রেরণার উৎস:

যশোর জেলায় ভবদহ ও তৎসংলগ্ন এলাকার বাপাউবো কর্তৃক ১৮টি নিষ্কাশন অবকাঠামোর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ বিদ্যমান। অবকাঠামোগুলি অনেক পুরাতন হওয়ায় প্রায়শই এসব স্লুইসের Operation Gate, Copicall, Lifting Device নষ্ট হয়। এছাড়া সুপরিসর নদী তীরবর্তী বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে হঠাৎ হঠাৎ ভাঙ্গানের সৃষ্টি হয়। এইসব এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন কালে স্থানীয় উপকারভোগীদের সাথে আলাপকালে জানা যায়, প্রায়শই তারা এইসব অবকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতির তথ্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সময়মত জানাতে পারেন না। অন্যদিকে দূর্যোগের তথ্য বাপাউবো দপ্তরে পৌছানো ও ক্ষয়ক্ষতির চিত্র ও তথ্য গ্রহণে বার কয়েক সাইট ভিজিট করতে হয়। দূর্যোগকালীন এই সমস্থ মেরামত দ্রুত সম্পাদনের লক্ষ্যে এমন একটি যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হয় যাতে তৃণমূল পর্যায়ে সেবা গ্রহিতার সঙ্গে Real Time দ্বীপাক্ষিক যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ তথ্য নেওয়া হয়।

এইলক্ষ্যে, Android Web Based মোবাইল অ্যাপ চালু করা হয়।

কি কি পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছিল:

যশোর জেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত পোল্ডার নং ২৪ এর স্থাপনাগুলোকে সবচেয়ে Venerable হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পোল্ডার নং ২৪ উপ-প্রকল্পটি মনিরামপুর, কেশবপুর ও অভয়নগর উপজেলা নিয়ে বিস্তৃত। ভার্নালেবেলিটি ও প্রত্যন্তার বিবেচনায় পোল্ডার নং ২৪ এর ১৮ টি নিষ্কাশন অবকাঠামো ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এলাকা নিয়ে Web based Android Mobile App টির Jurisdiction নির্ধারন করা হয়। এরপর দরপত্রের মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। ঠিকাদারের সাথে যৌথ আলোচনা পূর্বক প্রস্তাবিত Mobile App টির কার্যপরিধির Jurisdiction App এর সুযোগ সুবিধা ও App এর Component নির্ধারন করা হয়। পরবর্তীতে দেড় মাস সময়ের মধ্যে App এর আওতাভূক্ত স্থাপনাগুলো GPS Positioning এবং বিদ্যমান Physical অবস্থা নির্ণয় পূর্বক App Entry Data নির্ণয় করা হয়।

বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ কিভাবে মোকাবিলা করা হয়েছিল:

মাঠ পর্যায়ে Real Time ভাঙ্গনের তথ্য ও চিত্র ভিডিও এর তথ্য প্রাপ্তি একটি মূখ্য বিষয়। এলক্ষ্যে প্রস্তাবিত মোবাইল App এর ভিডিও, স্থির চিত্রের Kit রাখা জরুরী ছিল, যা ঠিকাদারের Technical Team এর সাথে আলোচনা করে সংস্থান করা হয়।

টেকসইকরনে গৃহিত ব্যবস্থাদির বিবরণ:

Web based Android Mobile App এর ব্যবহার মাঠ পর্যায়ের উপকারভোগীদের মধ্যে প্রচারকরণ ও বিলিকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। এ লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত উন্নয়ন মেলায় স্থির চিত্র ও লিফলেট বিলি করা হয়। এর পাশাপাশি Mobile App যশোর জেলার পূর্ণ অধিক্ষেত্রের আওতায় নিয়ে আসার জন্য সম্প্রসারণ প্রস্তাব বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

পরিবর্তনের শুরুর কথা অথবা এই উদ্যোগ কী কী কল্যাণ বয়ে এনেছে

মোবাইল অ্যাপসটি ২০১৮ সালের জানুয়ারী মাসে জেলা উন্নয়ন মেলায় উন্মোচন করা হয় এবং এর ব্যবহার বিষয়ে বিস্তারিত লিফলেট কেশবপুর ও যশোর সদর উপজেলায় বিতরণ করা হয়। অ্যাপটি মোবাইলে ডাউনলোড করলে যে কেউ ক্যাচমেন্ট এলাকার যে কোন অবকাঠামোর জরুরী ক্ষতিগ্রস্থ অংশের ছবি ও প্রতিকার ব্যবস্থার তথ্য সরাসরি বাপাউবো দপ্তরে প্রেরণ করতে পারবে। যশোর জেলার কেশবপুর ও মনিরামপুর উপজেলার ১৮ টি স্লুইস প্রাথমিকভাবে অন্তর্ভূক্ত করে মোবাইল অ্যাপটি তৈরী করা হয়েছে।

কাভারেজ উপজেলা: মনিরামপুর, অভয়নগর ও কেশবপুর।

অ্যাপের মূল্য: বিনামূল্যে।

প্রাপ্তির স্থান: গুগল প্লে স্টোর।

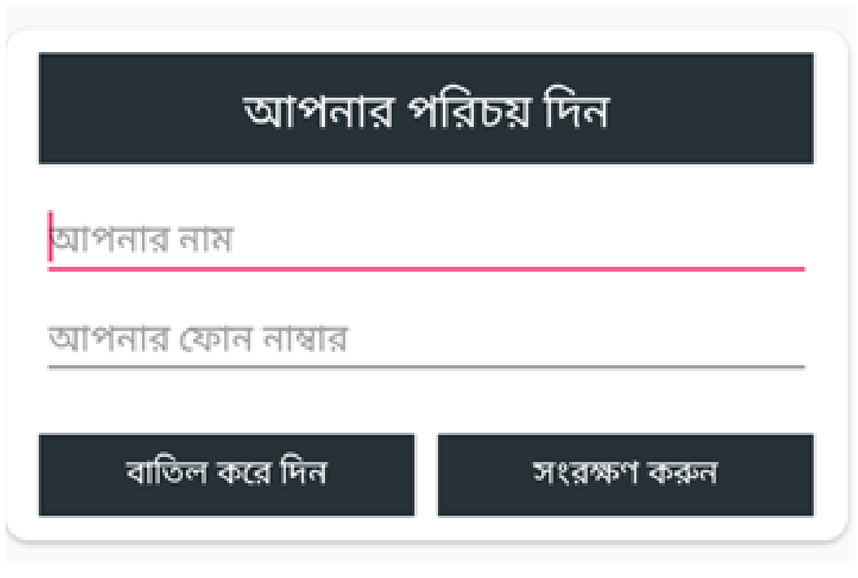

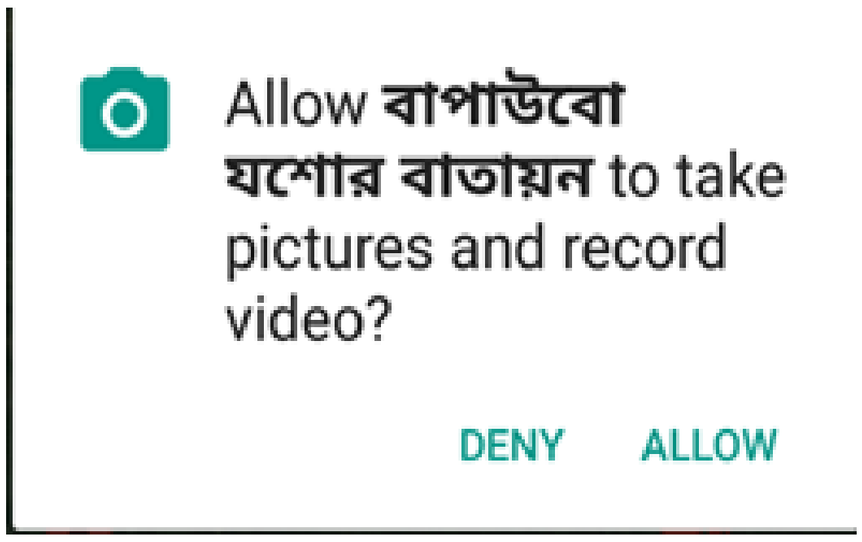

৪. হোম পেইজ মানচিত্র থেকে নির্দিষ্ট অবকাঠামো বেছে নেওয়ার পর সে সংক্রান্ত কোন অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে তার ছবি আপলোডকরণ। এভাবে উপকারভোগীর তথ্য বাপাউবো যশোরের ওয়েবসাইটে সংরক্ষিত হবে। অ্যাপটি পোল্ডার নং ২৪ এর উপকারভোগীদের জন্য পাইলট আকারে প্রস্তুত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে অ্যাপসটি যশোর জেলায় উন্নয়ন মেলা-২০১৮ তে উন্মোচন করা হয়েছে এবং এর পাশাপাশি ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা -২০১৮ তে প্রচার করা হয়েছে।

উপকারভোগী বা অংশীজনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি

ইতোমধ্যে অ্যাপটি ব্যবহার করে দুইজন ব্যক্তি কাশেমপুর ১-ভেন্ট স্লুইস ও কাপালিয়া ৩-ভেন্ট স্লুইসের আপদকালীন জরুরী মেরামত কাজ তথ্য প্রেরনের মাত্র ১দিন সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করেছেন। পাইলট বেসিসে নির্মিত এই অ্যাপটির ক্যাচমেন্ট এরিয়া বর্ধিতকরণ, উপকারভোগীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ স্থাপনের সংস্থান এবং অ্যাপস্'টির জরুরী দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার বার্তা প্রেরনের টুলস্ অ্যাপস্'টিতে সংযোজন করলে এটি আরো সমৃদ্ধ হবে।

টিভিসি/গ্রাফ/ইনফোগ্রাফিক্স/ছবি/ভিডিও

মোবাইল অ্যাপটি উন্নয়ন মেলা ২০১৮ এর জানুয়ারি মাসে উদ্বোধন ও লিফটলেট বিলিকরণের স্থির চিত্র।

উদ্ভাবক ও বাস্তবায়ন টিম

সদস্য/সদস্যসমূহের নাম ও ঠিকানা

১। প্রবীর কুমার গোস্বামী, নির্বাহী প্রকৌশলী, যশোর পওর বিভাগ, বাপাউবো, যশোর।

২। সায়েদুর রহমান, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, কেশুবপুর পওর উপ-বিভাগ, বাপাউবো, কেশবপুর।

৩। মোঃ আসাদুজ্জামান পিয়াল, উপ-সহাকারী প্রকৌশলী, মনিরামপুর পওর শাখা-৩, বাপাউবো, মনিরামপুর।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার